উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

নতুন বছর চলে এল। নতুন দিনগুলোয় কী আশা থাকতে পারে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মহলে? তিনটি প্রতিবেদন।

উত্তরের স্বপ্ন, উত্তরের আশা

১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

বাজেটে ভোটের লক্ষ্য

আগামী মাসেই রাজ্য বাজেট পেশ হবে। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে শেষ বাজেটে বেশ কিছু সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল সরকার। ৩

শপথের আগে সাজা ট্রাম্পের

পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলকে ঘুষ দেওয়া সংক্রান্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১০ জানুয়ারি সাজা ঘোষণা হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ১৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১৪°

অবসর নিইনি, বললেন রোহিত ১৯

শিলিগুড়ি ২০ পৌষ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 5 January 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 227

সাংবাদিক খুনে দুর্নীতি ফাঁসের চর্চা

রায়পুর, ৪ জানুয়ারি : প্রতিবাদী মানসিকতা আর সত্য উদ্ঘাটনের জেদই কি কাল হল ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকরের (৩৩)? বেসরকারি টিভি চ্যানেলের নিখোঁজ ওই সাংবাদিকের দেহ দু'দিন পর উদ্ধার হল এক ঠিকাদারের বাড়িতে শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকে। ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ছত্তিশগড়ের পুলিশ। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অভিযুক্তদের বাড়ি পুলিশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

টেলিভিশন সাংবাদিকতার পাশাপাশি মুকেশের একটি ইউটিউব চ্যানেল ছিল, যার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১ কোটি ৫৯ লক্ষ। চ্যানেলটিতে মূলত বস্তার অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতেন তিনি। সম্প্রতি নির্মীয়মাণ একটি রাস্তার গুণগত মান ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। ১২০ কোটি টাকার ওই দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল স্থানীয় ঠিকাদার সুরেশ ও রীতেশ চন্দ্রকরের। এঁরা মুকেশের আত্মীয়।

যে রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির খবর করেছিলেন মুকেশ, তার টেন্ডার মূল্য ৫০ কোটি টাকা হলেও পরে নির্মাণ খরচ ১২০ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। কিন্তু বরাতের পরিবর্তন, সংযোজন ও বৃদ্ধির কোনও উল্লেখ ছিল না। এই প্রতিবেদনের জেরেই মুকেশকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে তাঁর দাদা যুগেশ তদন্তকারীদের জানান, ১ জানুয়ারি স্থানীয় ঠিকাদার সুরেশের ভাই মুকেশকে ফোন করে ডেকেছিলেন। ভাই বাড়ি না ফেরায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তিনি।

মুকেশের মাথায় ও শরীরের পিছনে একাধিক গুরুতর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানান, 'স্থানীয় ঠিকাদার রীতেশ ও মহেন্দ্র রামটেকো নামে একজন মিলে মুকেশকে খুনে করেন। দীনেশ তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সাহায্য করেন। রীতেশ নিহত মুকেশের তুতো ভাই।' বস্তার পুলিশের আইজি পি সুন্দররাজ বলেন, নিখোঁজ সাংবাদিকের মোবাইলের শেষ খবর ছিল এলাকার ঠিকাদার সুরেশ চন্দ্রকরের বাড়িতে।

ওই বাড়িতে তদন্তকারীরা সেপটিক ট্যাংকের মুখ নতুন করে সিমেন্ট লাগিয়ে বন্ধ করা দেখতে পান। এরপর বারোর পাতায়

সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহাকুম্ভ

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলার আগে সংগমে যাচ্ছেন নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা। শনিবার। -পিটিআই

জেলা নিয়ে সুর চড়ছে ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : ইসলামপুরকে জেলা করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধমক খেয়েছিলেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তারপর থেকে রাজ্যের শাসকদলের নেতারা এই ইস্যুতে কার্যত নীরব। জেলার দাবি নিয়ে হইচই পাকিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরাও। তাঁরাও বর্তমানে চুপসে রয়েছেন। যে অরাজনৈতিক সংগঠনগুলি জেলার দাবিতে উঠেপড়ে লেগেছিল তাদের অভিযোগ, 'রাজনীতির জালে' জড়িয়ে ইস্যুটি ঠান্ডাঘরে পাঠানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে। যদিও রেজা কমিটি এবং ট্রান্সফার্ড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গানাইজেশন (টাসো) ২০২৫ সালের শুরুতেই ফের জোরদার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। ইতিমধ্যে সংগঠন দুটি জেলার দাবিতে সুর চড়াতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজের (ভিক্টর) জেলার দাবি নিয়ে নীরব হয়ে যাওয়া নিয়েও চর্চা চলছে।

টাসোর মুখপাত্র পাশারুল আলম বলছেন, 'বছরের শুরুতেই আমরা জেলার ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মার্চে আন্দোলন জোরদার হবে।'

ইসলামপুরকে আলাদা জেলার দাবি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়। বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলা সদর রায়গঞ্জ। ইসলামপুর শহর থেকে যার দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। সোনাপুর থেকে ধরলে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। ফলে জরুরি কাজে জেলা সদরে যাতায়াত

দাবি একটাই, 'জেলা চাই'।

পুলিশ জেলা হতে পারলে প্রশাসনিক জেলা কেন নয়, আছে এমন যুক্তিও। জেলার দাবিতে একসময় পদযাত্রায় পায়ের নখ উঠে গিয়েছিল আন্দোলনকারীদের। আবারও সেই দাবি উঠছে সমস্বরে। আছে রাজনীতির অঙ্কও।

আজ প্রথম কিস্তি

করতে সাধারণ মানুষকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ পেরোতে হয়। একদিনে কাজ করে বাড়ি ফিরে আসাও তাই অনেক সময় দুষ্কর হয়ে ওঠে। টাকা খরচ হয় জলের মতো। কৃষিনির্ভর প্রান্তিক এলাকার মানুষের জীবন চালনার জন্য যা কঠিন।

টাসো প্রায় দুই দশক আগে জেলার দাবিতে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। পরে সাধারণ মানুষও সুর চড়াতে থাকেন। এরপর বারোর পাতায়

ওপারের মৃত মাকে দেখতে সীমান্তে কন্যা

সিদ্ধার্থ সরকার

পুরাতন মালদা, ৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দুই দেশের সম্পর্কে যখন টালমাটাল, সেইসময় অন্য এক মানবিক ঘটনার সাক্ষী রইল মালদার কিষ্টপুরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। আলগা হল কাঁটাতারের বাঁধন। দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সৌজন্যে শেষবারের মতো ওপারে থাকা মৃত মায়ের মুখ দেখতে পেলেন এপারে থাকা তাঁর একমাত্র মেয়ে।

বাংলাদেশের ভোলাহাট থানার হোসেনবিটা গ্রামে থাকতেন ৮৫ বছরের আলেকনুর বিবি। বিবাহ সূত্রে ২৫ বছর আগে ইংরেজবাজারের যদুপুর ২ পঞ্চায়েতের মুসলিমপুরে চলে আসেন তাঁর একমাত্র মেয়ে বেলোরা। গত ২ জানুয়ারি অশীতিপর বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। জন্মদাত্রীকে দেখার জন্য উতলা হয়ে

সীমান্তরক্ষীদের উদ্যোগ দু'পারে

ওঠেন। পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন বেলোরা।

সে দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না, তা নিয়ে বেলোরা বেশ সংশয়ে ছিলেন। তাঁর আকুলতা দেখে এগিয়ে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি বেলোরাকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন। অনুরোধ আবেগঘন হওয়ায় উর্দিধারীরা আর না করতে পারেননি। কথা বলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে। আবেদন ফেরাতে পারেননি তাঁরাও।

শুক্রবার সকাল ন'টা নাগাদ দেহ জিরো পয়েন্টে আনা হয়। এদিক থেকে বিএসফের নেতৃত্বে সেখানে বেলোরা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জিরো পয়েন্টে পৌঁছায়। মায়ের দেহ জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন মেয়ে। ওঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে আসা পুরোনো সেই দিনের কথা।

মাত্র আধ ঘণ্টার দেখা, সেটাই বেলোরার জীবনের অন্যতম পাথেয় হয়ে থাকল। বিজিবি যখন মায়ের দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের জওয়ানরাও ঘরমুখো হন। বেলোরা বলেন, 'দু'বছর আগে বাংলাদেশে গিয়ে মাকে দেখে এসেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর মন ব্যাকুল হয়েছিল। হাজার হোক নাড়ির টান তো। মন কি কাঁটাতারের বাধা মানে? বিএসএফ সহযোগিতা না করলে আজকের এই শেষদেখা হত না।'

দুই দেশের বাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পঞ্চায়েত প্রধান মোহাম্মদ সানাউল বলেন, 'বিএসএফ এবং বিজিবির যৌথ উদ্যোগে বেলোরা তাঁর মাকে শেষবিদায় জানাতে পেরেছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে মানবিকতা এখনও বেঁচে রয়েছে। আমরা সবসময়ই চাই দুই দেশের সম্পর্ক মধুর হোক।'

অসহযোগিতায় রুষ্ট গৌতম

মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি নালিশের হুমকি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : আধিকারিকদের কোনওভাবেই বাগে আনতে পারছেন না মেয়র গৌতম দেব। অধিকাংশ দপ্তরের আধিকারিকই তাঁর কথা শুনছেন না বা তাঁর নির্দেশ মেনে চলছেন না। এর আগেও একাধিকবার টক টু মেয়র কর্মসূচিতে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। কিন্তু শনিবার আরও একটু এগিয়ে এই কর্মসূচি বন্ধ করে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন। পূর্ত, বিল্ডিং থেকে শুরু করে আইনি সেল- প্রত্যেক বিভাগের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই শনিবার সরব হয়েছেন মেয়র।

মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়ে বিব্রত গৌতম এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন বলেন, 'আমি বারবার বলার পরও অ্যাকশন হচ্ছে না কেন? পর্যালোচনা বৈঠকে বসলে আপনাদের সবার উজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তবে মানুষের সমস্যা মিটছে না। আমি আপনাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানে এসে কথা শুনতে রাজি নই। হয় কাজ করুন, নতুবা ১০০ এপিসোড হয়ে গেলে আমি এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেব। আপনাদের অসহযোগিতার জন্যই যে আমি কাজ করতে পারছি না সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্টে জানিয়ে দেব।'

প্রশ্ন উঠেছে, গৌতম কেন পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না? তাহলে কি মেয়রকে বিপাকে ফেলতে কোথাও অন্তর্ঘাত হচ্ছে? গৌতম অবশ্য এসব মানতে নারাজ। তিনি বলছেন, 'কিছু ক্ষেত্রে কাজে শিথিলতা রয়েছে। আমি আধিকারিকদের বকাবকি করি ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি দপ্তরে কর্মীর অভাব আছে। বাম আমলে ৩৫৪ জন লোক নেওয়া হয়েছে। এঁরা কোনও কাজ করেন না। আমরা পুর দপ্তরে কথা বলে কিছু কর্মী নিয়োগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

এদিন টক টু মেয়রে রাকেশ আগরওয়াল নামে সেবক রোডের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা ফোন করে একটি অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'একটি হোটেলের উলটো দিকে অবৈধ নির্মাণ চলছে। বহুবার পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছি। কোনও পদক্ষেপ হয়নি। ওই বেআইনি নির্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়র আধিকারিকদের বলেন, 'এসব কী হচ্ছে? আমাদের দুজন আইনজীবী রয়েছেন। দুজনকেই মাইনে দেওয়া হচ্ছে। এরপর বারোর পাতায়

মাটির ঘটে খুচরো জমিয়ে ভর্তির আবদার

শ্রমিকের কাজ ছেড়ে স্কুলে

মন ভালো করা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৪ জানুয়ারি : শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। আর বিপ্লব মানেই ছক ভাঙার গল্প। সেই গল্পটাই বাস্তবে চাক্ষুষ করলেন চাকুলিয়া হাইস্কুলের শিক্ষকরা।

শনিবার স্কুলে তখন ভর্তির ব্যস্ততা। হঠাৎ সেখানে হাজির লাল সোয়েটার পরা ছিমছাম চেহারার এক কিশোর। তার হাতে স্কুলে ভর্তির আবেদনপত্র। সেটি জমা দেওয়ার পর ভর্তির ন্যূনতম ফি ২৪০ টাকা চাওয়া হল ওই কিশোরের কাছ থেকে। নগদ টাকা না দিয়ে সে বাড়িয়ে দিল মাটির ঘট। সেই ঘটে সব এক-দু' টাকার কয়েন। আর তাতেই সবার চক্ষু ছানাবড়া। ব্যাপারখানা কী? এত কয়েন দেখে কৌতূহল সৃষ্টি হয় শিক্ষকদের। তারপর ওই কিশোরের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সে এক বছর ধরে ওই খুচরো টাকা জমিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে এসেছে। ছেলেটির নাম সোহেল আখতার। ছক ভাঙার গল্পের মুখ্য চরিত্র।

সোহেলদের বাড়ি চাকুলিয়া সবজি হাট সংলগ্ন এলাকায়। তার চার বোন। বাবা আবু কালাম গ্রামের

চাকুলিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হতে এসেছে সোহেল আখতার।

অলিগলি ঘুরে আখের রস বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চালাতেন। বৃষ্টিবাদলার দিনে রোজগার একদম বন্ধ। সেদিন উনুনে হাঁড়ি চড়ত না। এরই মাঝে একটা সময় তার মা সাহানারা বিবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মায়ের চিকিৎসা, এতজনের সংসার চালানো, ছেলের পড়াশোনার খরচ সবকিছু সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছিলেন বাবা।

শেষমেশ অভাবের তাড়নায় সপ্তম শ্রেণিতেই পড়াশোনায় ইতি পড়ে যায় সোহেলের। বাধ্য হয়ে বাবাকে সাহায্য করতে বিভিন্ন জায়গায় দিনমজুরি করতে শুরু করে এই কিশোর। কিন্তু সেই কাজে মন টেকেনি। শেষমেশ একটা চায়ের দোকানে কাজে ঢোকে সে। সেখানেও মন টিকত না তার। টিকবেই বা কেমন করে, অপরাজিত'র অপুর মতোই তার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করবে, দুনিয়াটাকে জানবে। এরপর বারোর পাতায়

অন্যকে চাকরি পাইয়ে নিজে বেকার রুপন

মন ভালো করা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৪ জানুয়ারি : 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা, যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে, অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য, নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।' কবি সুকান্তের প্রিয়তমাসু কবিতার এই লাইনগুলি যেন শামুকতলার ছেলেটির জন্যই লেখা হয়েছিল। স্কুলডাঙ্গার বাসিন্দা ওই খেলোয়াড় ছেলেটির নাম রুপন দেবনাথ। প্রবল আর্থিক অনটন সহ্য করে খেলাধুলো চালানোই তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ। অ্যাথলেটিক্সে তিনি বেশ পরিচিত নাম। তাঁর প্রশিক্ষণে সম্প্রতি ১২ জন বিএসএফ, সিআরপিএফ, রাজ্য পুলিশ এবং রেলে চাকরি পেলেও নিজে কর্মহীন এই বিএ পাশ তরুণ।

গত তিন বছরে তাঁর প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রী চাকরি পেয়েছেন। ফলে পারোকাটা এলাকায় রুপনের শরীরচর্চা শিবিরে প্রতিদিনই বাড়ছে ভিড়। সম্প্রতি সেই সংখ্যাটা প্রায় ১০০ ছুঁয়েছে। রুপন বলেন, 'আমি কষ্টে থাকলেও ওদের সাফল্যই আমাকে আনন্দ দেয়। বেঁচে থাকার কারণ খুঁজে পাই।' অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ান এলিট ম্যারাথন রানার হিসেবে তালিকাভুক্ত তিনি। দিল্লিতে ওই ফেডারেশনের আয়োজিত ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে রুপন সোনাজয়ী। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের পুরস্কারও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। তবে দেশের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াই তাঁর স্বপ্ন। আর তাতে প্রধান বাধা তাঁর আর্থিক সংকট।

রুপন দেবনাথ

রুপন দেবনাথের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা।

নিজের শরীরচর্চা ও দৌড়ের সঙ্গেই অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দেন তিনি। অথচ মানুষ গড়ার সেই কারিগরের ঘরের চাল ভাঙা। বৃষ্টিতে অসহায়ের মতো দিন কাটান। প্রত্যন্ত এলাকায় অল্প জমি থাকলেও হাতির হানায় ঘর ভেঙেছে বেশ কয়েকবার। ফলে চাষও বন্ধ। প্রতিবেশীর জমিতে একচালা টিন ও বাঁশের ঘরে কোনওমতে দিন চলে রুপন ও তাঁর বাবা-মার। তাঁর দাদা এমএ পাশ করে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করেন। বাবা সুবল দেবনাথ পান চাষ করলেও তেমন লাভ হয়নি। উচ্চশিক্ষিত বেকার দুই ছেলের এই পরিবারে অভাব নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আছে বোনের বিয়ের ঋণ। রুপন জানান, লং রানে দেশের হয়ে অংশ নিতে রোজ বাড়িতেই চর্চা চলে।

তবে অনুশীলনে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার টাকা জোটে না। দুরবস্থা এমন যে কোচবিহারের এক ম্যারাথনে প্রথম হয়ে পাওয়া সোনার পদক ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে জুতো ও অন্যান্য সামগ্রী কিনেছে রুপন। তবে তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার সহ অনেকে। ২০১৯ সালে কলকাতায় স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতেও বেশ কিছুদিন চর্চা করেছিলেন তিনি। অনটনের জন্যই কলকাতায় থাকা সম্ভব হয়নি। রুপনের বাবা সুবল দেবনাথের কথায়, 'ছেলের খেলার সরঞ্জাম কিনে দিতে পারি না। পুষ্টিকর খাবারও ঠিকমতো জোটে না। তবে ছেলের সাফল্যে আমি খুশি। একদিন সে দেশের হয়ে দৌড়োক, এটাই চাই।' অন্য ছেলেমেয়েদের আলোর পথে আনার মাঝেই তাঁরও জীবনে সাফল্য আসুক এমনটাই এখন চাইছেন স্কুলডাঙ্গার প্রতিটি মানুষ।

পালটা অভিযোগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তুঙ্গে

দীপেশদের প্রাণনাশের হুমকি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি : এনবিএসটিসিতে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দল তুঙ্গে উঠল। এই কোন্দল শুধু বাদানুবাদ কিংবা হাতাহাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, গড়িয়েছে থানা পর্যন্ত। যদিও শুক্রবারের ঘটনার পর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন জানিয়েছিলেন, ভুল বোঝাবুঝি মেটাতে শনিবার তিনি সংগঠনের দুই পক্ষকে ডেকেছেন। কিন্তু সংগঠনের জেলা সভাপতির কথা শোনা বা মিটিংয়ে বসে সমস্যার সমাধান করে নেওয়া তো দূরের কথা, উলটে দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ-পালটা অভিযোগ করেছে। যাতে প্রাণহানির হুমকির অভিযোগও রয়েছে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে এনবিএসটিসি সহ কোচবিহার জেলা তৃণমূলের অন্দরে।

পুলিশ ও এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, শুক্রবার নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের নেতৃত্বে কয়েকজন কর্মী শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারে এসে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলে একটি স্মারকলিপি দিয়ে সংস্থার এমডির চেম্বারে যাওয়ার জন্য রওনা দেন তাঁরা। পথে সংগঠনের অন্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাসের গোষ্ঠীর সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতি হয়। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে যায়। এরপর শুক্রবার রাতেই সমীর গোষ্ঠীর তরফে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সমীর বলেন, 'ওরা আমাদের পরিবহণ ভবনে যেতে দেয়নি। এমডি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। মারামারি করেছে। থানায় অভিযোগে সেটাই জানিয়েছি।'

অপরদিকে, শনিবার বিকালে কোতোয়ালি থানায় সমীর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করে দীপেশ গোষ্ঠী। অভিযোগে তারা লেখে, শুক্রবার সমীরের নেতৃত্বে সংগঠনের কয়েকজন কোচবিহারের ইউনিয়নকে না জানিয়ে সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। বিষয়টি দীপেশ গোষ্ঠী জানতে গেলে রাস্তায় তাদের সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তাতেই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। দীপেশ গোষ্ঠীর তিন মহিলা সদস্য সহ সকলকে সমীর গোষ্ঠী গালিগালাজ করেছে বলে অভিযোগ। সেখানে ধাক্কাধাক্কি হয়। এরপর সমস্যার সমাধানে দুই পক্ষ সংস্থার ইউনিয়ন অফিসে যায়। কিন্তু সেখানেও সমীরের নেতৃত্বে বিভিন্ন নেতার নাম ভাঙিয়ে দীপেশ গোষ্ঠীকে গুন্ডা দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগে জানানো হয়েছে।

> এভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আমাকে আটকানো যাবে না। শনিবার সকালে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন আমাদের সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সেখানে চূড়ান্ত কিছু হয়নি।
>
> **দীপেশ দাস** *যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক সংগঠন*

অভিযোগকারী সংগঠনের কোচবিহার ডিপোর সম্পাদক মাধবচন্দ্র দে বলেন, 'আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাসকে রাজনৈতিক সহ নানা কারণে প্রায়ই কলকাতায় যেতে হয়। এতে তাঁর এবং আমাদের সকলের প্রাণহানির আশঙ্কা আমরা করছি।' দীপেশ বলেন, 'এভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আমাকে আটকানো যাবে না।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'শনিবার সকালে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন আমাদের সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সেখানে চূড়ান্ত কিছু হয়নি।'

পাওয়ার লিফটিংয়ে পদকজয়ী ৯ জন

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : রাজ্য ক্লাসিক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি থেকে পদক জিতলেন মোট ৯ জন। তাঁরা সকলেই প্রমাণ করেছেন, কোনও কিছুই স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হতে পারে না। ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ক্লাসিক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে জলপাইগুড়ি সদরের ৫ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ জিতেছেন সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক। এই প্রতিযোগিতায় সদরের ১২ ও জেলার মোট ১৭ জন অংশ নিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির আনন্দপাড়ার বাসিন্দা বাসুদেব দাসের বয়স প্রায় ৬৮। তিনি এই প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন। যদিও এক দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি কাঁধের অবস্থা শোচনীয়। হাঁটুর পরিস্থিতিও ভালো নয়। এছাড়া মধুরা কর, মুস্কান রাউতও সোনা জিতেছেন। মধুরা বেস্ট অফ বেস্ট অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন।

সংসার ও প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব সামলে ব্রোঞ্জ ও রুপোর পদক ছিনিয়ে নিয়েছেন রেখা সরকার এবং রত্না দাস। আরেক মহিলা নিবেদিতা কার্জিও রুপো জিতেছেন। এছাড়া রাজদীপ দাস এবং দীপঙ্কর রায় ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

পাওয়ার লিফটিং-এ পদক জয়ীদের মাঝে বাসুদেব দাস।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফ্রি কোচিং

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া অনাথ ও দুঃস্থদের হোমে আদিবাসী, রাভা জনজাতির পড়ুয়াদের দীর্ঘ আটমাস ধরে বিশেষ কোচিং দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক কৌশিক শিকদারের নেতৃত্বে মোট পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের এই উদ্যোগ বেশ সাড়া ফেলেছে। কৌশিকের সঙ্গে রয়েছেন, সুবোধ লস্কর, অনিমেষ অধিকারী, অরুণ ঘোষ, জ্যোৎস্না রায়। কৌশিক বলেন, 'শিক্ষকের জীবনে অবসর বলে কিছু নেই। এখন স্কুল থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু স্কুলের সময়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তাই ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর কাজেই নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাই। এই কোচিং সেই সুযোগ দিয়েছে।'

ওই শিক্ষকদের কথায়, জলপাইগুড়ি জেলা জনশিক্ষা আধিকারিক শেখ ইমরান ওই হোমের আর্থিকভাবে দুর্বল পড়ুয়াদের পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে তাঁরা ভীষণ খুশি হন। তারপর থেকেই তাঁরা ওই হোমের পড়ুয়াদের কোচিং করাচ্ছেন।

জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের বক্তব্য, 'অবসরের পরেও যেভাবে ওই শিক্ষকরা হোমের পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন তা সমগ্র উত্তরবঙ্গের কাছে গৌরবের। কৌশিকবাবু সহ সকল শিক্ষকই কৃতী। তাঁরা আমাদের গর্ব।'

> শিক্ষকের জীবনে অবসর বলে কিছু নেই। এখন স্কুল থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু স্কুলের সময়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তাই ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর কাজেই নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাই। এই কোচিং সেই সুযোগ দিয়েছে।
>
> **কৌশিক শিকদার** *প্রাক্তন শিক্ষক*

ওই পাঁচজন শিক্ষক বিভিন্ন স্কুলে আলাদা আলাদা বিষয়ে প্রায় ৩০ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাঁরা এখন ওই হোমে জীবন বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, বাংলা সহ অন্য বিষয়গুলিও পড়ান।

ওই হোম থেকে দুজন আদিবাসী ও দুজন রাভা মেয়ে এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। মাধ্যমিকের টেস্টের আগে পড়ুয়াদের প্রয়োজনমতো শিক্ষকরা হোমে পড়াতে যেতেন। তবে টেস্টের পর থেকে এখন তাঁরা নিয়মিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওই চার মেয়েকে বিশেষ কোচিং দিচ্ছেন। কৌশিক বলেন, 'ওই মেয়েরা যাতে মাধ্যমিকে ভালো ফল করতে পারে তার জন্যই আমরা বিনা পারিশ্রমিকেই ওদের পড়াচ্ছি।'

হোমের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য আফসার আলির আশা, 'আমরা নিশ্চিত এই কোচিংয়ের ফলে হোমের চারটি মেয়েই মাধ্যমিকে ভালো ফল করবে।'

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, সমাজসেবী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথায়, জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ শিকদার রায়কতপাড়ার এই হোমটি নির্মাণ করেন। সেই হোমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পড়ছে। কৌশিক ও বাকি চারজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যে কাজ করছেন তা সত্যিই মন ভালো করে দেয়। ওই শিক্ষকরা প্রচারবিমুখ। নীরবেই এই কাজ করে চলেছেন। রায়কতপাড়া তো বটেই, সারা জলপাইগুড়ি তাঁদের কাজে খুশি।

পাত্র চাই

■ পাত্রী নমঃ, 36/5', মাধ্যমিক পাশ। 45 বছরের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : সন্ধে 6-9 টা। (M) 9434307829. (C/113354)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex-Officer, 31/5'-1", B.Com.(H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7031027900 (সাক্ষাতে দেখাশোনা কাম্য)। (C/113734)

■ সাহা, 27/5'-5", B.A. (Hons.), সুন্দরী পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী ভালো পাত্রের প্রয়োজন। (M) 9434685272. (C/113146)

■ কায়স্থ, বয়স 24, লম্বা-5', দেবগণ, M.A. P-I, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই, 27-30 মধ্যে। (M) 9933377095. (B/S)

■ মালদা নিবাসী দাস 33+/5'3" M.A, B.Ed ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M-8927944491 (M-ED)

■ সান্যাল গোত্র, ২৬+/৫'২" M.A. B.Ed পাশ বেসরকারি কাজে কর্মরত মেয়ের জন্য ব্রাহ্মণ সরকারি ৩০ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে পাত্র কাম্য। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য মোঃ 9734942086 (M- MM)

■ পাত্রী বছর ২৫, স্নাতক, পাঁচ ফুট, দে পদবি, জেনারেলকাস্ট। চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব বত্রিশ পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9382715168.

■ কায়স্থ, ফর্সা, M.A., D.El.Ed., 30+/5'-1", শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। ডিভোর্সি চলবে। 7439691336. (C/113370)

■ Gen., ৩৫+/৫'-৩", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., D.El.Ed. পাশ, পাত্রীর সঃ চাঃ/ভালো ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। 8158849732. (C/113656)

■ কায়স্থ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, 28+/5'-5", সঃ চাকরিরতা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/উচ্চ ব্যবসায়ী জলপাইগুড়ির পাত্র কাম্য। 9832382184. (C/113657)

■ রাজবংশী, ৩০+/৫'-৩", পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, NIFTian দিল্লি MNC-তে Creative Head হিসাবে কর্মরতা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 6297964368. (C/113654)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 2000 সালে জন্ম, 5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 080-69141340. (K)

■ 28/5'-3" বছর বয়সি, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। 080-69074907. (K)

■ পঃ বঃ আসানসোল মুখার্জি ব্রাহ্মণ, একমাত্র মেয়ে, Convent Educated, M.A. (Eng.), B.Ed., M.Ed., 31/5'-3", ফর্সা, সুমুখশ্রী, দেব, মীন। উচ্চপদস্থ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। M/W : 9832363761. (C/114310)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", Ben. (H), ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। Time : 8 A.M. - 8 P.M., (M) 8116007272. (M/M)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, এমএসসি, বায়োটেকনলজি, গুরগাঁও-এ (এনসিআর দিল্লির নিকটে) কর্মরতা, ২৯/৫'-২", কর্মকার, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব ৩৩, উপযুক্ত পাত্র চাই। বাবা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, মা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নার্সিং অফিসার। যোগাযোগ নং-৯৮৭৪৮৮৪৫০৪ (8 P.M. - 10 P.M.). (C/113652)

■ সাহা, 24+/5'-2", M.A. (English), B.Ed., একমাত্র কন্যা, সুশ্রী। শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 31, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/MD বা MS Doctor পাত্র চাই। মোঃ 7076157226. (D/S)

■ পাত্রী রাজবংশী, GNM Staff, বয়স 24 বছর, সরকারি চাকরিজীবী, রাজবংশী সুপাত্র কাম্য। ফোন নং-7908140387 রাত ৮টার পর। (B/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech., ফর্সা, সুন্দরী, PWD-তে ক্লার্ক পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/114310)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, বয়স ২৫ বছর, M.Com., সুন্দরী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114310)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর বয়স, কলিঃ-তে MNC-তে কর্মরতা, বর্তমানে বাড়ি থেকেই কাজ করে। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114310)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩১, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114310)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ২০০১, M.A. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা, ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9332120790. (C/114310)

■ শীল, ২৯/৫'-৪", স্নাতক, সুশ্রী, চাকরিজীবী পিতার একমাত্র কন্যার জন্য সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 9474501126. (C/114310)

■ কায়স্থ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 24/5'-4", M.A., ঘরোয়া, ছোট পরিবারের ভদ্র, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9432076030. (C/114310)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন-B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ীকর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114308)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৩, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তান মেয়ের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114310)

■ Gen., 41+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা, 45-48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9531631086. (C/113653)

পাত্রী চাই

■ কর্মকার, 38/5'-6", H.S., পুলিশে Contractual চাকরি। 30 মধ্যে পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8167493302 (রাতে)। (C/113148)

পাত্রী চাই

■ তালুকদার, কায়স্থ, 29/5'-4", M.A., বেঃ সঃ ব্যাংকে ম্যানেজার, দিনহাটা নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8116649422. (C/114295)

■ রাজবংশী, 32/5'-10", B.Tech., Junior Engineer at WBPSC BDO Office-এ কর্মরত, বাবা অবসরপ্রাপ্ত Govt. Officer, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69103058. (K)

■ রাজবংশী, 32/5'-10", B.Tech. working in a Software Company (Bengaluru posted) 25 LPA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Govt. Officer, পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69074943. (K)

পাত্রী চাই

■ 39/5'-8", AM হিসাবে একটি Ltd. কোম্পানিতে কাজ করছে। নম্র, শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। দেবারিগণ বাদে। Ph : 7063776228. (C/114299)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 40, নিজস্ব ব্যবসা, নিজ বাড়ি বঙ্গাইগাঁও-এ। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ (সম্ভ্রান্ত পরিবার) পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 9435483975, 9435122903. (C/114308)

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, নিজের গাড়ি চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899, Time : 8 A.M. - 8 P.M. (M/M)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলের, 32/5'-8", MBA, নিজের ব্যবসা। শিক্ষিত ও সুযোগ্য পাত্রী চাই। 080-69141300. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য, দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/114310)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর বয়স, হায়দ্রাবাদ-এ MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114310)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 34/5'-6", জলপাইগুড়ি পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113368)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114310)

■ রাজ্য সরকারের পেনশনার, 64+, বিপত্নীক, সন্তানহীন, জেনারেল কাস্ট, নিজস্ব বাড়ি, পিছুটানহীন 45-48'এর মধ্যে জীবনসঙ্গী কাম্য। বিধবা হলেও চলবে, (স্বঅভিভাবক)। 9564528969. (C/113738)

■ জন্ম ১৯৮৯, কোচবিহার-এর বাসিন্দা, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/114310)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাল, বয়স-31, Pvt. University Asst. Professor, এইরূপ পাত্রের জন্য রুচিসম্মত, সুশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9614309520. (S/N)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, শিক্ষিত, বয়স ৩৪, স্টেট গভঃ-এর PWD-তে চাকরিরত। এইরূপ পাত্রের জন্য ঘরোয়া, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114310)

■ বৈদ্য, জলপাইগুড়ি নিবাসী, 34/5'-5", Bankasurance Channel-এ Axis Bank-এ কর্মরত। উপযুক্ত স্বঃবর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ, 31 অনূর্ধ্ব, রুচিশীল, শিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434120711. (C/114310)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, 37/5'-4", কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (Group-B), পাত্রের জন্য ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9143738269. (C/113736)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকে, কায়স্থ, 30/5'-7", Polytechnical (Civil) পাশ, নিজস্ব ব্যবসা, মাসে 40 হাজার। পিতা রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও মা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্র, গৌরবর্ণ। নিজস্ব 4 চাকা ও 2 চাকা গাড়ি আছে। পাত্রের জন্য চাকরিজীবী বা চাকরিতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। ফোন : 8250736938. (C/114308)

■ ডিভোর্সি, 30/5'-9", MBA করা, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ভদ্র পাত্রী কাম্য। (M) 9734488572. (C/114310)

■ কায়স্থ, 29+/6', ক্রান্তি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9733183104. (C/114290)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 26+/5'-8", M.R., একমাত্র সন্তান, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 25, সরকারি চাকরিজীবী (ANM/GNM) পাত্রী কাম্য। (M) 9609848512. (C/113141)

■ কায়স্থ পাল, 30/5'-7", H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অনূর্ধ্ব 27, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9002287049. (K/D/R)

■ কায়স্থ, দত্ত, 32/5'-6", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Axis Bank-এ ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। মোঃ 9474308070. (K)

■ 38/5'-6", M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উঃ বঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7001863369. (C/114293)

■ ক্ষত্রিয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের একমাত্র পুত্র, B.Tech, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 31+/5'9", দাবিহীন, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। Caste No bar.Mob - 7001336937 (M-112644)

■ দত্ত, দাবিহীন, 40+/5'-7", উচ্চমাধ্যমিক, ব্যবসায়ী, 34 মধ্যে SC বাদে ফর্সা, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। (M) 8250336960. (C/114307)

■ পাত্র দেবনাথ, 31/5'-2", অনলাইন ক্যাফে, B.A. পাশ, ঘরোয়া, ভদ্র পাত্রী চাই। (M) 7031404325. (C/114297)

■ পাত্র ঘোষ, 34+/5'-6", M.A., B.Ed., নিজগৃহে কোচিং সেন্টার, সাথে অনলাইনের কাজ। B.A./M.A., ফর্সা, 27, ঘোষ পাত্রী কাম্য। কায়স্থ চলিবে। (M) 9832367298. (A/B)

■ কোচবিহার নিবাসী, 32/5'-8", M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9733066658. (C/114310)

■ পাত্র সাহা, 28/5'-6", শিলিগুড়িতে নিজস্ব ব্যবসা+বাড়ি। উপযুক্ত ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832046384 (9-11 A.M.)/(7-9 P.M.). (C/113372)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিপত্নীক, শিক্ষিত, বয়স ৪৩, স্টেট গভঃ সার্ভিস হোল্ডার। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/114310)

■ মালদা নিবাসী 34/5'11" হাইস্কুল শিক্ষক, সুদর্শন পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 30 এর মধ্যে পাত্রী চাই। 9547599109 (M- ED)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., গভঃ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত, ছোট পরিবারের নেশাহীন পাত্রের জন্য ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রী চাই। (M) 7003763286. (C/114310)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114310)

ফের ডাক মহামিছিলের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে ফের ময়দানে নামছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট-এর ডাকে ৯ জানুয়ারি মহামিছিল ও সারারাত অবস্থান করা হবে। ওইদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত মহামিছিল হবে। মিছিল শেষে পাঁচমাথার মোড়ে অবস্থানে বসবেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সারারাত ধরে চলবে ডাক্তারদের সেই অবস্থান। পুলিশ অনুমতি না দিলেও কর্মসূচি হবে বলে জুনিয়ার ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

সতর্কতা বনসলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : বুথ ও মণ্ডল কমিটি তৈরিতে স্বজনপোষণ যেন না করা হয়। পদাধিকারী নির্বাচনে কোনওভাবেই 'আমার লোক' বা 'কাছের লোক'-কে রাখা যাবে না। বুথ সভাপতি হওয়ার জন্য তাঁর সাংগঠনিক শক্তিই হবে মাপকাঠি। তৃণমূল স্তরে দলের কমিটি তৈরির আগে শনিবার রিটার্নিং অফিসারদের এভাবেই সতর্ক করলেন রাজ্য বিজেপির মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল।

এদিন কলকাতায় দলের এক সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্যের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার জন্য নির্বাচিত ৪২ জন রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠক করেন সুনীল বনসল, অমিত মালব্যরা। বৈঠকে সদ্য নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার, প্রতি জেলার ২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার, জেলা সভাপতি ও মোর্চা সভাপতিরা ছিলেন। ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাতে বুথ, মণ্ডল কমিটি তৈরি হতে পারে, তার জন্য দলের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার রিটার্নিং অফিসারদের নির্দেশ দিলেন বনসল। তবে পরিস্থিতি বিচার করে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে যত বেশি সম্ভব, বুথ কমিটি তৈরি চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে।

বৈঠকে স্বজনপোষণ ও গোষ্ঠীবাজি বন্ধ করার বিষয়ে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বনসল বলেছেন, সর্বত্র দলের পুরোনো কর্মীদের মূলস্রোতে ফেরাতে হবে। কমিটিতে তাঁদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাতে তাঁরা মনে না করেন যে দল তাঁদের কোনও গুরুত্ব দেয় না।' যোগ্যতামান পেরিয়ে শেষপর্যন্ত কত বুথে সঠিক কমিটি তৈরি করা যাবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে বুথ কমিটি করতে গিয়ে কমিটি ও পদাধিকারী নির্বাচনে স্বজনপোষণ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

ঘোষণা হতে পারে বেশ কিছু সামাজিক প্রকল্প

বাজেটে 'ভোটের লক্ষ্য'

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : আগামী মাসেই রাজ্য বাজেট পেশ হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। বিধানসভা ভোটের দিকে লক্ষ রেখে এবারের বাজেট যে জনমোহিনী হতে চলেছে, তা অনেকটাই স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা না দেওয়ায় রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকেই ১২ লক্ষ পরিবারকে আবাস যোজনায় প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে। আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে দু'ধাপে ২০২৫ সালে দেওয়া হবে বলে ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তাও দিয়েছে রাজ্য।

এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার আর কী কী সামাজিক প্রকল্প আনতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অর্থ দপ্তরের উপদেষ্টা হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে সাধারণ মহিলাদের ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০ টাকা ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা করা হয়েছিল। তারপর

- ফাইল চিত্র

গত লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটব্যাংকের বড় অংশ তৃণমূলের পকেটে এসেছিল। আরজি কর কাণ্ড সহ একাধিক দুর্নীতি ইস্যুতে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যথেষ্ট বিব্রত। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হবে।

তাই ভোটব্যাংক বাড়াতে আসন্ন বাজেটে বেশকিছু জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। এছাড়াও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ রয়েছে। বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক কিস্তি মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

তবে রাজ্য সরকারের এই মুহূর্তে আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। ফলে জনমোহিনী প্রকল্প আনলেও তা বাস্তবায়িত কীভাবে করা যাবে, তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তাছাড়া সামাজিক প্রকল্পগুলি চালাতে গিয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নতুন সামাজিক প্রকল্প নিয়ে আসা হলে সেই প্রকল্প চালানোর টাকা কোথা থেকে আসবে, তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, রাজস্ব বাড়ানোর দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেসব বালি ও পাথর খাদানের টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হয়নি, সেগুলি জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালি ও পাথর খাদান থেকে রাজস্ব এলে সরকার লাভবান হবে। এছাড়া পরিবহণ দপ্তরের আয় বৃদ্ধিও রাজ্য সরকারের নজরে রয়েছে।

যা জানা গিয়েছে

- রাজস্ব বাড়ানোর দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
- বালি ও পাথর খাদানের টেন্ডার প্রক্রিয়া জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ
- পরিবহণ দপ্তরের আয় বৃদ্ধিও রাজ্য সরকারের নজরে রয়েছে

ভারতীয় স্থল সেনায় আধিকারিক হিসেব যোগ দিন

www.joinindianarmy.nic.in

৬৫তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (কারিগরি) পুরুষ (অক্টো ২০২৫)
৩৬তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (কারিগরি) মহিলা (অক্টো ২০২৫)

বৈশিষ্ট্য
(নিম্নে প্রদত্ত তথ্য সাধারণ সচেতনতার জন্য মাত্র ও আইনি অবৈধ)
(পাঠক্রম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে - www.joinindianarmy.nic.in-এটি একমাত্র ওই পাঠক্রমের জন্য প্রযোজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন)

ক্যাটিগোরি	বিবরণ
এন্ট্রির ধরন	শর্ট সার্ভিস এন্ট্রি (কারিগরি) [এসএসসি (টি)-৬৫] ও [এসএসসিডব্লিউ (টেক)-৩৬]
বয়স	০১ অক্টো ২০২৫-এতে ২০ এবং ২৭ বছর
খোলা থাকবে	অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিজ্ঞাপিত শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি
স্বীকৃত শাখা	তালিকা অনুযায়ী
কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে	www.joinindianarmy.nic.in-এতে অনলাইন দরখাস্ত করুন
দরখাস্ত জানালা	০৭ জানুয়ারি ২০২৫- ০৫ ফেব ২০২৫
ডাক্তারি মান/পরীক্ষা	www.joinindianarmy.nic.in-এতে প্রদত্ত
বাছাই প্রক্রিয়া	অ্যাপ্লিকেশন > শর্টলিস্টিং > এসএসবি > মেডিকেল > মেরিট লিস্ট > জয়েনিং লেটার
শর্টলিস্টিং-এর জন্য কাট অফ % প্রকাশনার তারিখ	মার্চ ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহ
এসএসবি-র সম্ভাব্য মেয়াদ ও তারিখ	পাঁচ দিন এসএসবি মে - জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে (এসএসবি পছন্দের তারিখ খোলা থাকবে মার্চ ২০২৫-এতে দুই সপ্তাহের জন্য)
প্রাক-কমিশন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি	অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, গয়া, বিহার
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অক্টো ২০২৫ থেকে সেপ্ট ২০২৬ ৪৯ সপ্তাহ
প্রশিক্ষণের সময় ভাতা	টা: ৫৬,১০০ মাসিক
প্রশিক্ষণের পরে র‍্যাঙ্ক	লেফটেন্যান্ট
কমিশনের পরে বেতনমান	সিটিসি অনুমিত ১৭-১৮ লক্ষ টাকা প্রতি বছরে। (ফ্রি মেডিকেল কভার ও ট্রাভেল টু হোম টাউন বছরে একবার)
কমিশনের ধরন	শর্ট সার্ভিস কমিশন
ন্যূনতম চুক্তির মেয়াদ	১০ বছর
সর্বোচ্চ চুক্তির মেয়াদ	১৪ বছর
অব্যাহতির জন্য বিকল্প	প্রথম - পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় - ১০ বছর পরে তৃতীয় - ১৪ বছর পরে
স্থায়ী কমিশনের জন্য বিকল্প	১০ বছর পরে
কমিশনের জন্য প্রাথমিক সেনা/সেবা	কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, কোর অফ সিগন্যালস অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স। প্রার্থীরা অন্যান্য সেনা/সেবায় ও কমিশন পেতে পারেন
অব্যাহতি সুবিধাদি	অব্যাহতির সময় সেবার উপর নির্ভর করছে

CBC 10601/11/0078/2425

বাসের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে প্রকাশ্যে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাতেই ভালোরকম বিপাকে পড়েছে পরিবহণ দপ্তর। প্রথম কথা, সেইরকম পর্যাপ্ত বাস নেই সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিতে। সেইসঙ্গে বাস চালাতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় চালক ও কনডাক্টর নেই। নিগমগুলির বাস চলাচলের সংখ্যা (ট্রিপ) এখনকার তুলনায় বাড়াতে হলে ড্রাইভার ও কনডাক্টর নিয়োগ করা দরকার। বর্তমানে সরকারের তিন নিগমে চুক্তিভিত্তিক ও স্থায়ী চালকের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। এদের দৈনন্দিন কাজে লাগিয়ে চলাচলের ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো প্রায় অসম্ভব।

শনিবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে একজন চালক ও কনডাক্টরকে দিয়ে বাসের দুই থেকে তিন ট্রিপ ডিউটি করানো যেতে পারে। তার বেশি কখনই নয়। তাছাড়া তাঁরা সম্ভবত এই প্রস্তাবে রাজিও হবেন না। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো রাস্তায় বাসের সংখ্যার সঙ্গে ট্রিপের সংখ্যা বাড়াতে গেলে আরও বাসচালক ও কনডাক্টর একান্তই জরুরি।

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে শনিবার পরিবহণমন্ত্রী জানান, চাহিদা মেটাতে আরও ৯০০-র বেশি ড্রাইভার ও কনডাক্টর নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বেসরকারি এজেন্সি মারফত চুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের নিয়োগ করবে পরিবহণ দপ্তর। সরকারি অনুমোদন মিললেই বেসরকারি এজেন্সি নিয়োগ করতে টেন্ডার ডাকা হবে। তা চূড়ান্ত হলেই বিজ্ঞাপন দিয়ে চুক্তিভিত্তিক হাজার খানেক বাসের ড্রাইভার ও কনডাক্টর নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে জোর গতিতে চেষ্টা চলছে। তাঁর আশা, মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ায় নিয়োগের অনুমোদন পেতে সমস্যাও হবে না। দেরিও হবে না।

পরিবহণমন্ত্রী আরও বলেন, 'চাইলেই নতুন বাস পাওয়া যাচ্ছে না। তবু এরপরও আমরা সরকারি পরিবহণ নিগমগুলির জন্য আরও কিছু নতুন বাস কেনার পরিকল্পনা নিয়েছি। সময় মতো তা চূড়ান্ত হলেই আমরা ব্যবস্থা নেব।'

চার্জশিটে অনুমোদন

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিবিআইকে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিল রাজভবন। রাজ্যপালের কাছে ওই চার্জশিট পাঠিয়েছিল সিবিআই। তাতে অনুমোদন দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর সিবিআই সেই চার্জশিটের কপি জমা দিয়েছে আদালতে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেপ্তারের ৮৮ দিনের মাথায় দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের চার্জশিটে পার্থকেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মাস্টার মাইন্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিজিৎ ও বাবুলের বচসা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে জোরে গাড়ি চালানো নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এর ফলে

যানজট হয়। অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এই ঘটনায় মন্ত্রী ও সাংসদদের শাস্তির দাবিতে কলকাতা পুলিশ ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে ই-মেল মারফত অভিযোগ দায়ের করেন সমাজকর্মী প্রতাপ বসু।

শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে হাওড়ার দিকে ফিরছিলেন বাবুল। ওইসময় তাঁর পিছনের গাড়ির চালক জোরে হর্ন দিতে দিতে গাড়ি চালিয়ে আসতে থাকেন। বাবুল নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি চালককে প্রশ্ন করেন, 'এত জোরে হর্ন বাজাচ্ছেন কেন?' ওই গাড়িতে যে অভিজিৎ বসেছিলেন, তা জানা ছিল না বাবুলের। অভিযোগ, ওইসময় বাবুলকে অশ্লীল কথা বলেন অভিজিৎ। এতেই মারাত্মক চটে যান বাবুল। অভিজিতের অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন বাবুল। অভিজিতের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন বাবুল। দুজনের মধ্যে শুরু হয় বচসা। ঘটনায় ভিড় জমে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে।

এই ঘটনায় দুজনেরই শাস্তি চান সমাজকর্মী প্রতাপ বসু। তাঁর দাবি, কোনও সাধারণ মানুষ যদি ওইভাবে সেতু আটকে বচসায় জড়াতেন, স্তব্ধ হয়ে যেত গাড়ি চলাচল, তাতে পুলিশ পদক্ষেপ করত। কিন্তু দু'জনেই প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ পদক্ষেপ করেনি। পুলিশ পদক্ষেপ না করলে হাইকোর্টে মামলার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য

©শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®

ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

সার্বজনিক সূচনা

কৃপয়া ধ্যান দেঁ: প্রাথমিকতা III, IV & V উম্মীদবারোঁ কে লিএ সশস্ত্র সেনা চিকিৎসা সেবা প্রশিক্ষণ সংস্থানোঁ মেঁ পোস্ট-গ্রেজুএট ডেঁটল (এমডীএস) পাঠ্যক্রমোঁ মেঁ NEET MDS-2025 কে মাধ্যম সে প্রবেশ

महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (DGAFMS) इच्छुक उम्मीदवारों को AFMS प्रशिक्षण संस्थानों में पोस्ट-ग्रेजुएट डेंटल (MDS) पाठ्यक्रमों के लिए, मई 2025 से शुरू होने वाले सत्र के लिए, सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बची हुई सीटों के लिए प्रवेश देगा। यह प्रवेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा परीक्षा (एनबीई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित NEET (MDS)-2025 के आधार पर होगा।

(क) उम्मीदवारों को सीटें कमानुसार प्राथमिकता III (पैरा मिलिट्री/भारत सरकार प्रायोजित उमीदवारों), प्राथमिकता IV (पूर्व एसएससी आर्मी डेंटल कोर अधिकारी) और प्राथमिकता V (असैनिक दंत शल्य चिकित्सक) के आधार पर उपलब्ध होंगी। यह भी संभावना है कि प्राथमिकता श्रेणियों में से कुछ के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं हो, यदि सीट को प्राथमिकता और योग्यता में उच्च परीक्षार्थियों के आवंटित कर दिया गया हो।

(ख) इन प्रशिक्षण संस्थानों में पोस्ट-ग्रेजुएट डेंटल (MDS) करने कि लिए इच्छुक उम्मीदवारों को NEET (MDS)-2025 के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NEET (MDS)-2025 की अधिसूचना पर नजर बनाए रखें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को सावधानी से पढ़ें।

सर्वजनीन नोटिश

सकले मनोযোগ দিন : এনইইটি এমডিএস ২০২৫-এর মাধ্যমে III, IV এবং V প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে আর্মড ফোর্স মেডিকেল সার্ভিসেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর ডেন্টাল (এমডিএস) কার্যক্রমের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির জন্য।

ডিরেক্টর জেনারেল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিস (ডিজিএএফএমএস) ইচ্ছুক আবেদনপ্রার্থীদের ডেন্টাল সার্জেন (এমডিএস) কার্যক্রমে এএফএমএস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছে। ভর্তির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আসন সংখ্যার সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই ভর্তি প্রক্রিয়াটি কর্তব্যসাধন করা হবে, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন (এনবিই) দ্বারা পরিচালিত এনইইটি এমডিএস-২০২৫ উপর নির্ভর করে ২০২৫ সালের মে মাসে সময়কালে, নিউ দিল্লিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) আসলগুলি উপলব্ধ থাকবে III-এর ক্ষেত্রে সেইসব আবেদনকারীরা যারা (প্যারা মিলিটারি/অন্যান্য ভারত সরকার অনুমোদিত প্রার্থী) IV-এর ক্ষেত্রে (এক্স এসএসসি অ্যান্ড কোর আধিকারিকরা) V-এর ক্ষেত্রে (অসামরিক ডেন্টাল সার্জেন)-এই ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবে। অন্যান্য কোনওপ্রকার শ্রেণিবিভাগে কোনও আসন উপলব্ধ থাকবে না। উপলব্ধ আসনগুলি বরাদ্দ করা হবে সেই সমস্ত প্রার্থীদের যারা উল্লেখিত অগ্রাধিকারের শ্রেণিবিভাগ এবং যোগ্যতা উভয় ক্ষেত্রে উচ্চমানের হবে।

(খ) আবেদনকারীরা যারা, ডেন্টাল (এমডিএস) কার্যক্রমের জন্য এই ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়ার জন্য ইচ্ছুক তাদের এনইইটি ২০২৫-এর প্রতীয়মান হওয়া আবশ্যক। সেইহেতু, আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এনইইটি এমডিএস ২০২৫ সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য। আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই বিষয়ে তথ্য ভিত্তিক বুলেটিনটি খুঁটিয়ে পড়ার জন্য।

CBC 10601/11/0057/2425

S. CHAND GROUP
a knowledge corporation
Since 1939
infinite learning

ছায়া প্রকাশনী

পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য

IX-X

TB No. প্রাপ্ত | WBBSE-এর আদর্শ পাঠ্যবই

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in Interview
প্রুফরিডার চাই

প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।

যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

যোগ্য প্রার্থীরা ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ (রবিবার) বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে সিভি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

সূচিশিল্পে অনুপ্রেরণা জলপাইগুড়ির কৃষ্ণা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, তাঁর সূচিশিল্পের সুনাম দেশজোড়া। আটবার ভারত সরকারের তরফে তিনি সেরার পুরস্কার পেয়েছেন একাজের জন্য। তিনবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফেও সেরার সম্মান পেয়েছেন বর্তমানে বছর পঁয়ষট্টির জলপাইগুড়ির কৃষ্ণা সাহা। তবে, এই বয়সেও থেমে নেই তিনি, সূচিশিল্পে দিশা দেখিয়ে চলেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের।

কৃষ্ণার তৈরি কাঁথাস্টিচের প্রশংসা জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে কোহিমা পর্যন্ত। তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিমাসে সাম্মানিক ভাতা

দেয়। কৃষ্ণা জলপাইগুড়ি নিউ সার্কুলার রোডে তাঁর প্রশিক্ষণ সেন্টার তৈরি করেছেন। তাঁর কাছে প্রমীলা রায়, সীমা সরকার, সোমা চৌধুরী, সবিতা বসাকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে ৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। যেখানে প্রায় দু'হাজার মহিলা কাজ করেন।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জনশিক্ষা সংস্থানের ডিরেক্টর শৈবাল বসুর কথায়, খাদি ও গ্রাম উদ্যোগের প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষ্ণাদেবী কেন্দ্রের নজর কেড়েছেন। জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার মহিলারা দলে দলে এসে সূচিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। কৃষ্ণাদেবী সকলের কাছে অনুপ্রেরণা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারে। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে।

বৃষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। বাতের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে।

মিথুন : বহুদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কে-বিতর্কে যাবেন না। বেকাররা কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : প্রেমের বিষয়ে সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। পড়ুয়াদের বিদেশ যাত্রায় বাধা কাটবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে।

কন্যা : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির কাছে বলতে যাবেন না।

তুলা : এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। কন্যার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা।

বৃশ্চিক : অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন।

ধনু : স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ চলবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি।

মকর : নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ অনুমোদন পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সারা সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। অপত্যস্নেহে ব্যয় বাড়বে।

মীন : হঠাৎ কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৫ পৌষ, ৫ জানুয়ারি, ২০২৫, ২০ পুহ, সংবৎ ৬ পৌষ সুদি, ৪ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।২। রবিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৮।৫৬। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।২৯। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৯।১৬ পরে বরীয়ানযোগ শেষরাত্রি ৬।১৬। কৌলবকরণ দিবা ৯।৫৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৫৬ গতে গরকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৩।৫০ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।২৯ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৫৬ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৯।২৯ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৮।৫৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ১০।২৩ গতে ১।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৩ গতে ৩।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৫৬ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।২৯ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

TENDER NOTICE

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders as per given NITs under AMRUT 2.0. The tender details as given below:

1) WBMAD/JAL/AMRUT 2.0/eNIT-1/2024-25(2nd Call)
(Tender Id: 2025_MAD_794328_1)

2) WBMAD/JAL/AMRUT 2.0/eNIT-2/2024-25(2nd Call)
(Tender Id: 2025_MAD_794352_1)

Bid Submission End Date:- 21-01-2025 01:00 PM

Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
(Hindi)
Time : 2.15 P.M. & 6.00 P.M.

আজ টিভিতে

গৃহপ্রবেশ ১ ঘণ্টার মহাপর্ব রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরবো, রাত ১০.৩০ রিফিউজি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.০০ ১০০% লভ, বিকেল ৫.০০ তবু ভালোবাসি, রাত ৯.৩০ পরিণাম, ১২.০০ মিনি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.২৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.২৫ সন্তান, রাত ১০.১০ রসগোল্লা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিমান, সন্ধে ৭.৩০ শ্রীমতি ভয়ংকরী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম বিভ্রাট

জি সিনেমা : সকাল ১০.৫৪ ড্রিম গার্ল, দুপুর ১.৩৩ বিবাহ, বিকেল ৫.০৩ হিম্মতবর, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.৪২ মহাবলী

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি, বিকেল ৩.০০ জিতা, ৫.৩০ লেজেন্ড-দ্য টেরর, রাত ৮.০০ লুসিফার, ১০.৩০ মহাবীরা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৫ ধমাল, দুপুর ২.২৪ গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.২৭ তুম্বাড়, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২৭ হিরোপন্তি-টু

ছোট বউ দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হিরোপন্তি-টু রাত ১০.২৭ অ্যান্ড পিকচার্স

ক্রিকে! ইট'স দ্য আরউইনস সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ ট্যাংগলড, বিকেল ৩.০০ দ্য গুড ডাইনোসর, ৪.৩০ জুরাসিক সিটি, সন্ধে ৭.৩০ দ্য মারমেড, রাত ৯.০০ দ্য প্রিডেটর, ১০.৪৫ এক্স মেন অরিজিনস

জুরাসিক সিটি বিকেল ৪.৩০ স্টার মুভিজ

সার্বজনিক সূচনা

কৃপয়া ध्यान दें: उम्मीदवार (बीडीएस/ एमडीएस) जो आर्मी डेंटल कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन–2025 के लिए इच्छुक है।

महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (DGAFMS), आर्मी डेंटल कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन-2025 के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे। यह प्रकिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा परीक्षा (एनबीई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित NEET MDS-2025 के आधार पर होगी।

(क) शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों (बीडीएस और एमडीएस) को NEET MDS-2025 के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NEET MDS-2025 अधिसूचना पर नजर बनाए रखो।

(ख) NEET MDS-2025 के स्कोर के आधार पर, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए जाँचा/लघुसूचित किया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को सावधानी से पढ़ें जब कभी इसे अपलोड किया जाता है।

सर्वजनीन नोटिश

सकলে মনোযোগ দিন : আবেদনপ্রার্থী (বিডিএস/এমডিএস) যারা ভারতীয় সেনার ডেন্টাল কোর-এর শর্ট সার্ভিস কমিশন ২০২৫-এ আবেদন করতে ইচ্ছুক।

ডিরেক্টর জেনারেল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিস (ডিজিএএফএমএস) শর্ট সার্ভিস কমিশনের জন্য অসামরিক ডেন্টাল সার্জেন (বিডিএস/এমডিএস)-দের আবেদনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন (এনবিই) দ্বারা পরিচালিত এনইইটি এমডিএস-২০২৫ উপর নির্ভর করে ২০২৫ সালের কমিশনের সময়চক্রের আয়োজন করা হবে। এই আবেদন প্রক্রিয়াটি নিউ দিল্লিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) আবেদন প্রার্থী (বিডিএস/এমডিএস) যারা শর্ট সার্ভিস কমিশনে আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের এনইইটি এমডিএস ২০২৫-এ প্রতীয়মান হওয়া আবশ্যক। আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এনইইটি এমডিএস ২০২৫ সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য।

(খ) এনইইটি এমডিএস ২০২৫-এ প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রদর্শিত/সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হবে।

(গ) আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তথ্যভিত্তিক বুলেটিনটি খুঁটিয়ে পড়ার জন্য যখন এটি আপলোড করা হবে।

CBC 10601/11/0050/2425

WALK-IN-INTERVIEW
জুনিয়ার ক্যাশিয়ার চাই

শিলিগুড়ি অফিসে
জুনিয়ার ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে

যোগ্যতা : বি কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স : অনূর্ধ্ব-৩০।

আগ্রহীরা সিভি নিয়ে চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি অফিসে ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিক্ষা

■ LL.B (3yrs) সরাসরি ভর্তি যোগ্যতা যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ও 45% নম্বর, SC/ST 40%, LL.B (5yrs), LL.M Ph.D (Law)ল'পয়েন্ট-9830132343/ 6290760935. (K)

ভর্তি

■ Practical Nursing Training 6 months course- Nag Nursing Home. M : 9832016741. (C/114308)

বিক্রয়

■ বলরামপুর পেট্রোল পাম্পের পার্শ্বে গলির মধ্যে রাস্তায় ৬ (ছয়) শতক জমি বিক্রয় হইবে। M : 9735035021. (C/113147)

■ জলপাইগুড়ি ডাঙ্গাপাড়ায় ৪ কাঠা জমি এবং ১৩ নং গলির সামনে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। 8250573718. (C/114286)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½ রাস্তা সঙ্গে ২ কাঠা জমি ৮½ রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114306)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় 2 কাঠা, 3 কাঠা প্লট করে জমি বিক্রয়। দূরত্ব 1.5 Km, মূল্য - 750,000/- প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ 23 No. ওয়ার্ড পলিটেকনিক কলেজ, শিলিগুড়ি, ৫ রুম সহ পাকাবাড়ি (২.৩ কাঠা) বিক্রয়, 42 লাখ। - 8617328685. (C/114272)

বিক্রয়

■ ৪টি ঘর ও বারান্দা সহ ২.৫ কাঠা জমি হায়দরপাড়া সূর্য শিখা সরণিতে বিক্রয় হবে। 9832092361. (C/114294)

OFFICE FOR SALE

■ Budget friendly Furnished/ Non Furnished office (Measuring 600 to 650 sqft) for Sale available at Hakimpara. Near Bidhan Road & Pakurtala. 6296683363/ 9434019233. (C/114310)

Sale

■ আলিপুরদুয়ার ঘাগড়া গ্যাস গোডাউন মোড় এলাকায় পাকা বাড়ি সহ চার ডেসিমেল জোতজমি বিক্রয় হবে। 9832047425. (C/113737)

ভাড়া

■ ঘর ভাড়া দেওয়া হবে 1100 Sft অরবিন্দপল্লি সমর বিড়ি ফ্যাক্টরির সামনে। M : 7908299832. (C/113371)

■ হাকিমপাড়া, কামাখ্যা সুইটস-এর বিপরীতে 134 sq.ft দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। 9832039590. (C/114296)

■ কোচবিহার,খাগড়াবাড়ি, NH-31, 1,200 sq.ft. ground floor, ATM, Courier service. ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অফিস/ ব্যাংক-এর জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9733229369. (C/113143)

ভাড়া

■ চম্পাসারিতে বাগানবাড়ি-Kid স্কুল, NGO, P.G., SPA old হোমের জন্য ভাড়া দেবো। M : 8859051311 শিলিগুড়ি। (C/114308)

■ Office/Godown on rent (One room - Rs. 6000/-) on Hakimpara Main Road, Siliguri. (M : 7478978629). (C/114308)

■ মাটিগাড়া Rabindra Pally 2 BHK or 1 BHK Flat ভাড়া দেওয়া হবে। M : 89189-63905. (C/114310)

RENT

■ 1200 sqft ground floor space for rent at Pradhan Nagar, Siliguri. M : 9434351777. (C/114311)

ভাড়ায় চাই

■ শিলিগুড়িতে 1 BHK ফ্ল্যাট ভাড়ায় চাই। কমোড সহ বাথরুম ও গ্রাউন্ড/ফার্স্ট ফ্লোর কাম্য। দালাল নয়। 9163477785. (K)

স্মরণে

■ যত দূরে থাকো তুমি, যেখানে থাকো, স্মরণে হাতছানি দিয়ে যে ডাকো। দিদন - (তাপসী চক্রবর্তী), চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রণাম জানাই। গদ, বুটুম।

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/114308)

উৎসব/অনুষ্ঠান

■ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি আয়োজন করতে চলেছে বহু প্রতিক্ষিত NDS (New Diet System) শিবির ঃ আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে। সঠিক খাবার খান, সঠিক জীবনযাপন করুন, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রকৃতির দ্বারা পুষ্ট হন। প্রাকৃতিক খাবার খান এবং আপনার শরীরে উদ্ভূত যে কোনও রোগ নিরাময় করুন। অনুগ্রহ করে আসুন এবং NDS ক্যাম্পে যোগ দিয়ে নতুন খাদ্যাভ্যাস এবং সঞ্জীবনী ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের সমস্ত রোগকে উপড়ে ফেলুন এবং স্বাস্থ্যের অবিশ্বাস্য পরিবর্তন অনুভব করুন এবং আনন্দময় জীবনযাপন করুন। আপনার প্রিয়জনকেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করুন। NDS (নিউ ডায়েট সিস্টেম), বিকে জিগনেশ চেলাভাদা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা পরামর্শদাতা এনডিএস ডিটক্স সেন্টার, পোরবন্দর (গুজরাট) ইউটিউব চ্যানেল : ডিভাইন লাইফস্টাইল এনডিএস, স্থান : উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি প্যালেস, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। সময়কাল : ৪ দিন : বৃহস্পতিবার ৯ জানুয়ারি থেকে রবিবার ১২ জানুয়ারি, ২০২৫। সময় : সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা। খাবার : সকালের খাবার, দুপুরের খাবার এবং সন্ধ্যার খাবারের মধ্যে রয়েছে - তাজা ফল ও শাকসবজি, ভেজানো বাদাম, বীজ, স্প্রাউট ইত্যাদি থেকে তৈরি সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং সহজে হজমযোগ্য খাবার। নিবন্ধনের জন্য যোগাযোগ করুন - বিকে বিমল ভাই : 7031928883. (C/114403)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন-বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী), গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে, মেয়ে সুষ্ঠু হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ - 9434043593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114307)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 17/4, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, কেরল 5/2, মধ্যপ্রদেশ 9/2, অরুণাচল 16/4, ভিয়েতনাম-25/3 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

কর্মখালি

■ একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫'এর মধ্যে হতে হবে, একজনমাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন-১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ-9002004418, এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি, সেবক রোড।

■ শিলিগুড়িতে এক শয্যাশায়ী ভদ্রমহিলাকে সবসময় দেখাশোনা করার জন্য সবসময় অথবা ১২ ঘণ্টা থাকার জন্য মহিলা চাই। খাওয়া ও থাকা ফ্রি। বেতন ৬ হাজার টাকা, তবে কথা বলে সামান্য কম-বেশি করা যেতে পারে। 7479143315. (C/114308)

কর্মখালি

■ Required Sales Executive Male for TVS Showroom at Siliguri. (M) 8317822386. (C/114305)

কর্মখালি

■ কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবক/যুবতি প্রয়োজন। সীমা টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়া। (M) 7004199849. (C/1143019)

■ Required a responsible fieldwork boy with Sales Experience (Job Note : Collection, Purchase, Sales, Back Office work etc.). Salary : 14K+, Age : 30+, Siliguri residence must. Mob : 9932020008. (C/114310)

■ Siliguri Speech and Hearing Clinic Pvt. Ltd. requires : Marketing Executive. Req. Qualification : Male Graduate. Experience : 1-3 yrs (Preferable : Medical field background). Location : Siliguri, Age : 25-35. Salary : 12K-20K (Negotiable as per experience). Customer Care Executive (Telecaller). Req. Qualification : Graduate (Male/Female). Location : Siliguri, Language : Nepali, English & Hindi. Salary : 8K-15K+Incentive. Experience : Freshers/Experienced. Send your resume to : hr.sshcslg@gmail.com (C/114307)

■ কুচিনা কোম্পানিতে আউটডোর সেলসম্যান ও সার্ভিস টেকনিসিয়ান প্রয়োজন। কর্মস্থল : শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার। Fixed Salary-Rs. 12100+কমিশন। বছরে 70 দিন ছুটি। বহিরাগতদের থাকা+খাওয়া ফ্রি। বোনাস+PF+ESIC-র সুবিধা। Contact soon. Ph. 8116602333. (C/114310)

কর্মখালি

■ Wanted Exp. Sales Exe. for FMCG. (M) 8918173870. (C/114300)

■ লিমিটেড কোম্পানি Aqua কালচার ও এগ্রো কেমিক্যালে অভিজ্ঞ সেলসম্যান, টেকনিসিয়ান ও ম্যানেজার চাইছেন। (স্যালারি, বোনাস, PF প্রযোজ্য)। 9143141516. (K)

■ উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত Pvt. Ltd. জুয়েলারি কোম্পানির আলিপুরদুয়ার এবং মালবাজার শাখার জন্য কম্পিউটার জানা গ্র্যাজুয়েট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং Salesman প্রয়োজন (সেলসম্যান-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটার না জানা থাকলেও চলবে)। বায়োডাটা পাঠান এই WhatsApp নম্বরে- 9434013720.

■ শিলিগুড়িতে কমার্সিয়াল লাইসেন্সযুক্ত ১ জন বহিরাগত Driver চাই। (M) 9002590042. (C/114307)

■ ব্যক্তিগত ছেলে সহায়ক চাই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-এর মধ্যে, সর্বসময়ের জন্য থাকতে হবে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র, নেশাহীন হতে হবে, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। ভালো বেতন, যোগাযোগ-9434043593, সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

REQUIRED

■ Sunita Stone Gravels, Accountant & Billing counter Employee's Required for Oodlabari. Fooding & Accomodation provided. Must have basic knowledge for Tally. ERP & MS Office. Salary Negotiable. WhatsApp/Contact : +91 9933486555.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

অবহেলায় পড়ে বক্সা ফোর্ট

কোচবিহাররাজ, ভুটানরাজ, ব্রিটিশরাজ থেকে স্বাধীনতা, সবই দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে বক্সা ফোর্ট। সিনচুলা পাহাড়ের প্রায় ২৬০০ ফুট উঁচুতে থাকা এই দুর্গের আলিপুরদুয়ার সদর থেকে দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। দীর্ঘদিন থেকে বেহাল থাকা বক্সা ফোর্ট দু'বছর আগে সংস্কার এবং সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। তবে বক্সা ফোর্ট কি তার যোগ্য সম্মান পেয়েছে?

ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে, বক্সার ওই এলাকা কোচবিহার রাজাদের দখলে থাকতেই এই দুর্গ তৈরি হয়। আরেকটি মত রয়েছে যে, ভুটিয়া সম্প্রদায় এই দুর্গ তৈরি করে ডুয়ার্স এলাকায় আক্রমণ চালানোর জন্য। সেসব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ঐতিহাসিক রাম রাহুলের 'দ্য হিমালয়া অ্যাজ এ ফ্রন্টিয়ার' বইটি বলছে, মীর জুমলার আক্রমণের ভয়ে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ এই দুর্গে লুকিয়েছিলেন ১৬৬১ সালে। সব মিলিয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এই দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। তখন এই দুর্গ 'জং' নামে পরিচিত ছিল।

পরবর্তীতে ১৮৬৪ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ইংরেজদের সঙ্গে ভুটানের। যুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালের ৯ ডিসেম্বর সিনচুলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বক্সায়। ইংরেজদের দখলে স্থায়ীভাবে বক্সা ফোর্ট এলে সেই দুর্গ সংস্কার করা হয়।

১৯১৪ সালে বক্সা ফোর্ট হয় মিলিটারি পুলিশের ছাউনি। ১৯২৪ সালে সেই ছাউনি উঠে যায় এবং ১৯৩০ সালে সেটা হয়ে ওঠে জেলখানা। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই জেলে প্রচুর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বন্দি করে রাখে ইংরেজরা। ১৯৫৯ সালে তিব্বতি রিফিউজি লামাদের আশ্রম হয় সেটি। এই শিবির ১৯৭০ সালে উঠে যায়। এরপর থেকে বক্সা দুর্গের অন্ধকার দিন শুরু হয়। কয়েক বছরে চুরি হয় বিভিন্ন সামগ্রী। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এই ফোর্ট।

দুই মাদক কারবারি ধৃত

খড়িবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক ও নগদ টাকা সহ গ্রেপ্তার হল দুই মহিলা মাদক কারবারি। শনিবার দুপুরে পানিট্যাঙ্কি বাজারে হনুমান মন্দির সংলগ্ন একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল খড়িবাড়ি থানার অধীনস্থ পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম, রজনী গিরি ও রিয়া দাস। দুজনই পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোতের বাসিন্দা।

দীর্ঘদিন ধরে ওই বেআইনি কারবার চালাত ধৃতরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পাশাপাশি মিলেছে সাড়ে চার লক্ষের বেশি নগদ টাকা। ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। রবিবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মোষের গাড়িতে চেপে জঙ্গল ভ্রমণ। শনিবার মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

মিড-ডে মিলের হিসাব পাঠাতে সময়সীমা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ জানুয়ারি : দৈনিক কত সংখ্যক ছাত্র মিড-ডে মিল খেল স্কুলগুলিকে সেই মেসেজ পাঠাতে হবে বিকেল চারটার মধ্যে। এরপরে পাঠানো কোনও মেসেজ পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত হবে না। মিড-ডে মিল নিয়ে রাজ্যের অনলাইন পোর্টালের সিস্টেমে এসএমএস পাঠানোর সময় চারটের পর লক হয়ে যাচ্ছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন থেকে ওই নিয়ম চালু হয়েছে। জলপাইগুড়ির মিড-ডে মিলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সঞ্জীব বিশ্বাস বলেন, 'সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম। সমস্ত স্কুলকে এই নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বেশ কয়েক বছর ধরেই স্কুলগুলিকে প্রতিদিনের মিড-ডে মিলে পড়ুয়ার সংখ্যার হিসেবের এসএমএস পাঠাতে হচ্ছে। মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে নির্দিষ্ট নম্বরে তথ্য লিখে কিংবা অ্যাপ-এর মাধ্যমে কাজটি করে স্কুলগুলি। তবে, এতদিন রাত ১২টা পর্যন্ত সেদিনের হিসেব পাঠানো যেত। এবারই প্রথম সময়সীমা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হল। অনেকের ধারণা রাজ্যের পোর্টাল থেকে দৈনিক মিড-ডে মিল প্রাপক পড়ুয়া সংখ্যার হিসেব কেন্দ্রের পোর্টালেও অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায়শই অনেক স্কুল দেরি করে এসএমএস পাঠানোর ফলে রাজ্যকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। যে কারণে গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নতুন শিক্ষাবর্ষে ওই সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেটাই ২ জানুয়ারি থেকে বলবৎ হয়েছে।

এদিকে, মিড-ডে মিলে ছাত্র পিছু বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি ডিসেম্বর মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। জানুয়ারির ৫ তারিখের মধ্যে স্কুলগুলি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে ডিসেম্বরের যে বিল জমা দেবে তাতে প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ছাত্রপিছু ৬.১৯ টাকা ও উচ্চপ্রাথমিকে ৯.২৯ টাকা দেওয়া হবে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত তা ছিল যথাক্রমে ৫.৪৫ ও ৮.১৭ টাকা।

কড়াকড়ি

- বিকেল ৪টার মধ্যে মিড-ডে মিলের মেসেজ দিতে হবে
- ৪টার পর অনলাইন পোর্টাল লক হয়ে যাবে
- নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছে
- আগে দেরিতে মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ ছিল অনেক স্কুলের বিরুদ্ধে

তিন ঘণ্টা অবরোধ, বিক্ষোভ

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে দুর্ঘটনার ফুলকি

ফালাকাটা, ৪ জানুয়ারি : ফালাকাটা শহরের কিষান মান্ডি এলাকার বেহাল রাস্তা নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল আগেই। সেই ক্ষোভের বারুদেই আগুনের ফুলকি দেওয়ার কাজটা করল শনিবার দুপুরের দুর্ঘটনা। এদিন সেখানে টোটো উলটে গিয়ে এক পড়ুয়া জখম হয়। তারপরেই ক্ষিপ্ত জনতা ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক অবরোধ করে। এদিন বেলা সাড়ে ১১টা থেকে প্রায় দুপুর ৩টা পর্যন্ত চলে অবরোধ। দু'পাশে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। ব্যাপক যানজট হয়। পরে ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় ক্ষুব্ধ জনতা।

স্থানীয়রা বলছেন, গত দু'বছরে ওই বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত তিনশো মানুষ। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা সুনীল দাস বলেন, 'তিন-চার বছর ধরে মাত্র এক কিমি রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা। অথচ এই রাস্তাই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারকে যুক্ত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আমরা অবরোধে শামিল হই।' দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে আরও বড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

পরে ফালাকাটা ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান ঘটনাস্থলে আসেন। মূলত তাঁর হস্তক্ষেপেই শান্ত হন অবরোধকারীরা। ট্রাফিক ওসি বলেন, 'ঘটনাস্থল থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়। তারা রাস্তাটি আপাতত চলাচলের যোগ্য করে তুলবে বলে জানায়।' ফালাকাটা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রঙ্গন দাস এদিন টোটোয় চেপে স্কুলে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে সে-ই। তার কথায়, 'আমি পড়ে গিয়ে হাতে, পায়ে এবং মাথায় চোট পাই। আমাকে সবাই হাসপাতালে নিয়ে যায়।' হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এদিনের অবরোধে শামিল হয়েছিল রঙ্গনও। তার কথা, 'অন্তত আমাদের মতো পড়ুয়াদের কথা ভেবে দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা প্রয়োজন।'

তুফানগঞ্জে ধৃত বাংলাদেশি

নাম ভাঁড়িয়ে ১১ বছর ভারতে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৪ জানুয়ারি : পরিচয় বদলে বেআইনিভাবে ১১ বছর ধরে ভারতে বসবাসের অভিযোগে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশি ওই তরুণের নাম রবিউল ইসলাম সেতু। ভারতে অনুপ্রবেশ করার পর সে নানা জায়গায় বসবাসের পর শেষপর্যন্ত তুফানগঞ্জে ঘাঁটি গাড়ে। নিজের নাম বদলে সে শান্ত রেখেছিল। ওই তরুণ সম্প্রতি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ধৃতকে গত বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক তাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান। কী উদ্দেশ্যে ওই তরুণ তুফানগঞ্জে ঘাঁটি গেড়েছিল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে এত বছর ধরে সে সবার নজর এড়িয়ে ভারতে বসবাস করায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং বিনা অনুমতিতে এখানে বসবাসের জন্য ধৃত রবিউল ইসলাম সেতুর বিরুদ্ধে বিদেশি আইনে (১৯৪৬ ধারা) মামলা রুজু করা হয়েছে।'

ওই তরুণ বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বাসিন্দা বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। সে যে বাংলাদেশের নাগরিক, তা ওই তরুণ জিজ্ঞাসাবাদের সময়

পুলিশের সামনে স্বীকার করে নেয়। সে ২০১৪ সালে ভারতে প্রবেশ করে দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসের কথা জানিয়েছে। দীর্ঘদিন নানা জায়গায় আস্তানা বদলের পর গত দুই বছর ধরে সে ছাট ভেলাকোপা এলাকায় একটি পুকুরের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করছিল। তুফানগঞ্জের বলরামপুরের বাসিন্দা আশরাফ নামে এক ব্যক্তি চিলাখানার ছাট ভেলাকোপা এলাকায় একটি পুকুর লিজ নিয়েছিলেন। সেই পুকুর দেখাশোনার জন্য তিনি রবিউলকে কাজে রাখেন। এলাকার সবাই ওই তরুণকে শান্ত নামেই জানতেন। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ছাট ভেলাকোপা সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করার পর গোটা বিষয়টি জানাজানি হয়। তারপর থেকেই এনিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা হাবিবুল শেখ বললেন, 'পুকুর পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ওই তরুণকে আমরা শান্ত নামে চিনি। ওর ব্যবহার বেশ ভালো। সবার সঙ্গে ভালোভাবে মিশত। সে বলরামপুরের বাসিন্দা বলেই জানতাম। কিন্তু ও যে বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে আত্মগোপন করে আছে তা আমাদের জানা ছিল না।' ঘটনায় হাবিবুলের মতো এলাকার অনেকেই অবাক। সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিষয়টি বেশ চর্চিত। এই পরিস্থিতিতে এই বাংলাদেশি তরুণের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

তিনদিন আগেই মালদায় প্রকাশ্যে খুন হয়ে গেলেন সেখানকার বিশিষ্ট কাউন্সিলার বাবলা সরকার। তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের সব রাজনৈতিক খুনকে। ব্যবসা, গোষ্ঠী রাজনীতি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে এই নিয়ে দুটি প্রতিবেদন।

রাজনৈতিক খুন

সব সময় সব হিসেব মেলে না

সুমন ভট্টাচার্য

দিনটা বৃষ্টির ছিল। নিত্যদিনের অভ্যেস মতো 'সাহেব'-এর রিকশায় চেপে কংগ্রেস অফিসে যাচ্ছিলেন শান্তিপুর কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক। তর্কবাগীশ লেনের মুখে কেউ 'স্যর' বলে ডাকতেই রিকশা থামিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অসমঞ্জ দে।

তারপর পরপর কোপ। প্রথমে ঘাড়ে, তারপরে শরীরের অন্যত্র। ১৯৮৪-র ২৬ মে এক বৃষ্টিস্নাত দিনে শান্তিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যান অসমঞ্জ দে'র খুন শুধু নদিয়ার রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেয়নি, রাজ্য-রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রায় সব নেতা চলে গিয়েছিলেন অসমঞ্জ দে'র নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ জানাতে।

ইতিহাসের সমাপতনে অসমঞ্জ দে'র মৃত্যুর পর শান্তিপুরের রাজনীতিতে কংগ্রেসের এবং দে পরিবারের যে আধিপত্য শুরু হয়, তা প্রায় তিন দশক চলেছিল। ১৯৯১ থেকে ২০১১ অবধি শান্তিপুরের টানা বিধায়ক ছিলেন নিহত কংগ্রেস নেতার ভাই অজয় দে। শান্তিপুর পুরসভারও তিনিই চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২০১৬-তে অজয় দে-কে তৃণমূলে টেনেও শান্তিপুরে কংগ্রেসের আধিপত্য ভাঙতে পারেনি রাজ্যের শাসকদল। বরং কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে অজয় দে-কেই হারিয়ে দেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

অসমঞ্জ দে খুনে যিনি মূল অভিযুক্ত ছিলেন, শান্তিপুর পুরসভার সেই নির্দল কাউন্সিলার বাবলু চৌধুরীও গত শতকেই খুন হয়ে গিয়েছিলেন। এটাই বোধহয় রাজনীতির অনিবার্য ভবিতব্য। ঠিক যেমন দক্ষিণবঙ্গে একদা সাড়া ফেলে দেওয়া উৎপল ভৌমিকের খুনে প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস ধারা ওরফে বাপিও এই শতকের গোড়ায় খুন হয়ে গিয়েছিলেন হাওড়ায় নিজের বাড়ির সামনেই।

যাঁরা ভুলে গিয়েছেন উৎপল ভৌমিক খুনের তাৎপর্য, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, একদা সোমেন মিত্রের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত, হাওড়ার দাপুটে নেতা উৎপল ভৌমিক যে আক্রান্ত হতে পারেন, সেটা গত শতকের নয়ের দশকে কংগ্রেস রাজনীতি যখন উত্তাপের শিখরে, তখনও কেউ আন্দাজ করতে পারেনি! কিন্তু প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ঘনিষ্ঠ, হাওড়ার 'স্ট্রং ম্যান' উৎপল ভৌমিক আর তাঁর সহযোগী দেবু ঘোষ এক পেট্রোল পাম্পে রাতের আড্ডায় আততায়ীদের গুলিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

উৎপল খুনে অভিযোগের তির উঠেছিল প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি অনুগামী, হাওড়ার তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভাপতি বিনোদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বিল্টুর দিকে। দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতিতে সোমেন মিত্রকে টক্কর দিতে, ক্ষমতার লড়াইতে পাল্লা দিতে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীও যে সমান তৎপর তারই উদাহরণ ছিল হাওড়ায় উৎপল ভৌমিকের হত্যা। যেটা আগেই বলেছিলাম, সেই খুনের মূল অভিযুক্ত, পুলিশের খাতায় নাম থাকা প্রভাস ধারাও অবশ্য খুন হয়ে গিয়েছিলেন কয়েক বছরের ব্যবধানে।

আবার ফিরে যাওয়া যাক গত শতকের নয়ের দশকে। ১৯৯৪-এর ২০ ডিসেম্বর গোটা রাজ্য চমকে গিয়েছিল কলকাতার এমএলএ হস্টেলে উত্তরবঙ্গের ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক রমজান আলির খুন হওয়ার ঘটনায়। খাস কলকাতায়, সরকারি নিরাপত্তায় মোড়া বিধায়ক আবাসের ভিতরেই শাসক জোটের দাপুটে বিধায়কের মৃত্যু নড়িয়ে দিয়েছিল গোটা রাজ্যকে। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে বিরোধীরা রাস্তায় নেমেছিলেন, বাংলা বনধ ডাকা হয়েছিল। পুলিশের তদন্তে অবশ্য প্রকাশ পায়, রমজান আলিকে খুন করেছিলেন তাঁর স্ত্রী তালাত সুলতানা এবং রাজনৈতিক সহযোগী নজরুল ইসলাম। তালাত সুলতানা ২৭ বছর জেল খেটে ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে ছাড়া পেয়েছেন।

রমজানের মৃত্যুর পর ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক হন তাঁর ভাই হাফিজ আলম সৈরানি, পরবর্তীকালে যিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভারও সদস্য হয়েছিলেন। রমজান পরিবার উত্তর দিনাজপুরের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। হাফিজ আলম সৈরানি ভোটে হেরে যাওয়ার পর পরবর্তীকালে সেই কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন নিহত নেতারই পুত্র আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। বামফ্রন্টের একাধিকবারের বিধায়ক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) ২০২১ সালে ভোটে হেরে যান। তারপরে তিনি এবং হাফিজ আলম সৈরানি দুজনেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

রমজানের খুন হয়তো 'প্যাশন' জনিত কারণে ছিল। যেখানে রাজনীতির সমীকরণের চাইতে প্রেম, সম্পর্কের টানাপোড়েন উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল। কিন্তু যখন নেতা খুন হন রাজনৈতিক সমীকরণের কথা মাথায় রেখে, তখন তা আসলেই অনেক কিছুর জন্ম দিতে পারে। কখনও সেই খুন কোনও নির্দিষ্ট দলকে এতটাই দমিয়ে দিতে পারে বা বিরোধী শক্তির দাপটকে এতটাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এবং সেইসব অঙ্কের কথা মাথায় রেখেই আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। যেমন ধরা যাক, বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। প্রায় মিথের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ওই রক্তাক্ত অধ্যায়ের পিছনে মূল লক্ষ্য যে ছিল বর্ধমানের রাজনীতির বলয়ে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তা নিয়ে অন্তত কারোরই কোনও সংশয় ছিল না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বর্ধমানে গিয়েও দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা, অবিভক্ত যে জেলায় ৫০-এর বেশি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল, সেখানে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেননি। যেহেতু ৫০ বছর আগের ঘটনা, সেহেতু আমাদের বুঝে নিতে হবে, সাঁইবাড়ির ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হিসেবে কাদের নাম পুলিশের চার্জশিটে ছিল, সেই অভিযুক্ত তালিকায় থাকা 'খোকন সেন' বা আরও অনেকে কীভাবে নাম বদলে রাজ্য-রাজনীতির শীর্ষপদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এর উলটোটাও ঘটে। যেমন শান্তিপুরে অসমঞ্জ দে'র নৃশংস খুনের পর হয়েছিল। নদিয়ার ওই আপাত নিরীহ শান্ত শহরে কংগ্রেসের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আরও একটি বিখ্যাত খুনের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিই। গত শতকের সাতের দশকে খুন হয়েছিলেন বেলেঘাটার যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ কর। বরুণ সেনগুপ্তর লেখায় পড়েছি, অনেকের কাছে গল্প শুনেছি নারায়ণ করের মৃতদেহ নিয়ে কলকাতায় যুব কংগ্রেস যে মিছিল করেছিল তা-ই রাজ্য-রাজনীতিতে 'প্রিয়-সুব্রত' জুটির একেবারে রাজ্যাভিষেক ঘটিয়ে দিয়েছিল। বুলেটের রাজনীতির পালটা জবাব দিতে প্রিয়-সুব্রতর নেতৃত্বাধীন যুব কংগ্রেসও যে তৈরি তা সবাই জেনে গিয়েছিল। কলকাতায় যুব কংগ্রেসের দাপট দেখানো শুরু হয়েছিল।

এই বঙ্গের রাজনীতিতে আরও একটি খুনের দিকে চোখ ফেরানো যাক, যে খুন আদতে একটি রাজনৈতিক পরিবারকে শেষই করে দিয়ে গিয়েছিল। ২০০১ সালে 'মিনি ভারতবর্ষ' বলে পরিচিত খড়্গপুরে খুন হয়ে যান সিপিআইয়ের প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ চৌবের পুত্র গৌতম চৌবে। এক সময় খড়্গপুরে অন্যতম প্রধান বামপন্থী পরিবার হিসেবে যাঁদের পরিচিতি ছিল, সেই নারায়ণ চৌবে এবং তাঁর দুই পুত্র গৌতম এবং মানস অবশ্য দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আগেই সিপিআই থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। 'কাস্তেতে দাও শান হে' বলতে অভ্যস্ত গৌতম আর মানস 'বন্দে মাতরম' আওয়াজ তুলে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। গত শতকের নয়ের দশকেই মাঝামাঝি খুন হয়ে যান মানস।

গৌতম কালের নিয়মেই কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। কিন্তু এই শতকের একেবারে গোড়ায়, যখন খড়্গপুরে তৃণমূলের ঝান্ডা বইছেন গৌতম, সেই সময়ই প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায় আততায়ীরা। পরবর্তীকালে পুলিশের তদন্তে দেখা যায়, হায়দরাবাদে বসেই নাকি এই খুনের পরিকল্পনা ছকেছিলেন খড়্গপুরের 'ডন', 'রামবাবু'। একদা ফরওয়ার্ড ব্লক ঘনিষ্ঠ রামবাবু এখন জেল খাটছেন। কিন্তু খড়্গপুর শহরে বামেরা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে পারল কি? রেলের যে ঠিকাদারির বরাত পাওয়া নিয়ে নাকি রামবাবুর সঙ্গে চৌবে ভাইদের বিরোধ লেগেছিল, তারও কি একচেটিয়া আধিপত্য থাকল রেল শহরের 'ডন'-এর হাতে?

ইতিহাস এবং রাজনীতি যেহেতু হাত ধরাধরি করে চলে, তাই মেলাতে বসলে দেখা যায়, সবসময় সব হিসেব মেলে না। পরিকল্পনা করে খুন রাজনৈতিক আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা দেয় না, দেয় না ব্যবসায়িক দখলদারিত্ব। *(লেখক সাংবাদিক)*

কসবা থেকে ইংরেজবাজার, ছবি এক

পুলকেশ ঘোষ

ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার বাবলা সরকারের খুনের ঘটনায় চতুর্দিকে হইচই চলছে। কিন্তু রাজনীতির জগতে সিধু জ্যাঠারা বলছেন, বাংলায় হত্যার রাজনীতি বা রাজনীতির হত্যাকাণ্ড কোনওটাই নতুন কিছু নয়। এমনকি সিআইএ পর্যন্ত তাদের রিপোর্টে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করেছে।

আজকের প্রজন্মের অনেকেই হেমন্ত বসুর নাম শোনেননি। অত্যন্ত সম্মাননীয় এই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ১৯৭১ সালে যেভাবে খুন হয়েছিলেন, তা সারা দেশেই আলোড়ন ফেলেছিল। তাঁর মৃত্যুতে সেই জায়গায় দাঁড় করানো হয় অজিতকুমার বিশ্বাসকে। উল্লেখযোগ্য হল, তাঁকেও খুন করা হয়। সেই সময় এই রাজ্যে সিপিএম একাই তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আর সম্মিলিত বামপন্থীদের প্রার্থী ছিলেন হেমন্ত বসু। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সিপিএম যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল।

সেটা ছিল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জমানা। তাই অনেকেই শোনেননি কাশীপুর গণহত্যার কথা। ১৯৭১ সালের ১২ ও ১৩ অগাস্ট পুলিশের সাহায্য নিয়ে তৎকালীন কংগ্রেসের অ্যাকশন বাহিনী এই গণহত্যা চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। নকশাল আমলে নকশাল নিধনের নামে রাষ্ট্রশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগ করে কলকাতার বুকে কার্যত যুবসমাজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। ওই দু'দিনে শতাধিক তরুণকে হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এর মধ্যে অধিকাংশই সিপিআই(এমএল) কর্মী ও সমর্থক।

স্থানীয়রা বলেন, এর মধ্যে অনেক নকশালদের সঙ্গে সম্পর্কহীন তরুণকেও নির্বিচারে খুন করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিশনও বসিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কিছুই জানা যায়নি। ওই ঘটনার আগে ১৯৭০ সালের ১৯ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ এলাকার আটজন নকশাল কর্মীকে বারাসতের রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ, তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশই হত্যা করেছিল।

এই রাজ্যে সিদ্ধার্থশংকর জমানার পর ৩৪ বছর ধরে মানুষ বামফ্রন্টের একচেটিয়া অত্যাচার দেখেছে। বাংলার গ্রামগঞ্জে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটেছে। কাশীপুর গণহত্যা বা হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের কথা আজকের প্রজন্ম না জানলেও ২১ জুলাইয়ের কথা কমবেশি সবাই জানে। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই যুব কংগ্রেস কর্মীদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ভোটগ্রহণের সময় ভোটার কার্ড বাধ্যতামূলক করার দাবিতে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। সেই ব্যাপারেও সরকারে আসার পর তৃণমূল তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু তার রিপোর্টের কথাও আর জানা যায়নি।

ওই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসবি চৌহান কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন। তিনি রাজ্য সরকারকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার তা করতে রাজি হয়নি।

রাজ্যের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসে সাঁইবাড়ির ঘটনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ৫৪ বছর আগের ঘটনা। নিঃসন্দেহে সাঁইবাড়ির ভাইয়েরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন সিপিএম দলের নেতারা। সাঁইবাড়ির দুই ভাই ও পড়াতে আসা একজন গৃহশিক্ষককে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই দৃশ্য দেখার পর তাঁদের মা পাগল হয়ে যান। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সুস্থ হননি।

ইংরেজবাজারে খুনের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে কসবায় কাউন্সিলারের ওপর খুনের চেষ্টার ঘটনার। সেখানকার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ অন্যদিনের মতোই নিজের বাড়ির নীচে ফুটপাথে বসে সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় বাইকে করে দুজন আরোহী সেখানে আসে। পিছনের সিট থেকে বছর ১৬-১৭'র একটি ছেলে নেমে আধুনিক অস্ত্র থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে তাঁকে গুলি করার চেষ্টা করে। সুশান্তর সৌভাগ্য, দু'বারই ব্যর্থ হয় আততায়ী। তৃতীয়বার গুলি চললেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি পালাতে গিয়ে চলন্ত বাইকে উঠতে পারেনি আততায়ী। সুশান্তবাবু ও সঙ্গীসাথিরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। জানা যায়, তাকে খুনের সুপারি দেওয়া হয়েছিল। আততায়ীর বাড়ি বিহারে।

সুশান্তর ক্ষেত্রে গুলি ফসকে গেলেও তার আগে উপনির্বাচনের দিন ভাটপাড়ায় সকাল সাড়ে ৯টায় চায়ের দোকানে গুলি ও বোমা ছুড়ে তৃণমূলের প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি অশোক সাউকে খুন করা হয়। চারটি গুলি ও বোমায় ঝাঁঝরা হয়ে যান তৃণমূল নেতা। ক'দিন আগেই নন্দীগ্রামে মহাদেব বিশ্বাস নামে ৫২ বছরের স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে মৃত অবস্থায় তাঁর দোকানের কাছে পাওয়া যায়। আবার বিষ্ণুপদ মণ্ডল নামে আরেক তৃণমূল নেতাকে ছুরি মেরে খুন করা হয়।

ভেতো বাঙালি অন্যদিকে বীরত্বের প্রদর্শনে পিছপা হলেও রাজ্যে রাজনৈতিক খুন এখন স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে এই রাজ্যে এখন নির্বাচন মানেই মৃত্যু মহোৎসব। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে ১৬ জন রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে। এর মধ্যে ৭ জনই এই রাজ্যের। রাজনৈতিক মহলের হিসাব বলছে, ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে হওয়া ৩৬৫টি খুনে রাজনীতির গন্ধ রয়েছে। যদিও সরকারি হিসাবে তা মেলে না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বলছে, ১৯৯৯-২০১৬ সালের মধ্যে গড়ে প্রতিবছর ২০টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯ সালেই হয়েছে ৫০টি খুনের ঘটনা। এই রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বলছে, এই সময় থেকেই বামপন্থীরা পায়ের নীচের জমি হারাতে শুরু করে।

আসলে ক্ষমতাই যেহেতু রাজনৈতিক খুনের মূল কারণ, সেইজন্য অন্য পক্ষ শক্তিশালী হতে শুরু করলেই সেখানে খুনোখুনি বেড়ে যায়। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই বীরভূম জেলার নানুরে ১১ জন ভূমিহীন শ্রমিককে খুন করা হয়েছিল। অভিযোগের তির ছিল সিপিএমের দিকে। ২০০৭ সালে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের ঘটনার কথা অনেকেরই মনে রয়েছে। গ্রামবাসীদের আন্দোলনে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপরই কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিল, এই কাজ একেবারেই অসাংবিধানিক। কোনওভাবেই একে সমর্থন করা যায় না।

বামপন্থী নেতারা বলেছিলেন, আসলে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানাকে খাটো করা। এর থেকেই পরিষ্কার, নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে বামফ্রন্ট রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করেছিল। ২০১৮ সাল থেকে বিজেপির উত্থান শুরু হয়। সেই সময়ও এই রাজ্যে রাজনৈতিক খুন বেড়ে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে খুনের অভিযোগ থাকলেও পুলিশি তদন্তে পরে জানা গিয়েছে, সেগুলি আত্মহত্যার ঘটনা। একটা সময় রাজ্যে বহু বিজেপি কর্মীকে প্রকাশ্য স্থানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। বিজেপির পক্ষ থেকে বারবার দাবি তোলা হয়, তাঁদের খুন করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও পুলিশ তা স্বীকার করেনি। ২০১৮ সালে ভোটের দিন ১০ জন মারা যান। তার আগে পর্যন্ত বাম জমানায় ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে ৭৬ জনের মৃত্যুর ঘটনাই ছিল সর্বাধিক।

তৃণমূলের জমানায় পঞ্চায়েত ভোটে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও সাফাই গেয়েছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি টুইট করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সিপিএম জমানায় ২০০৩ সালে ৪০ জন মারা গিয়েছিলেন। নয়ের দশকে বাম জমানায় নির্বাচনি সংঘর্ষে ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

सत्यमेव जयते
Government of India

1000 কিমি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় মেট্রো নেটওয়ার্কের ১০০০ কিলোমিটারের ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন।

দিল্লিবাসীকে নতুন মেট্রো প্রকল্প ও নমো ভারত উপহার প্রধানমন্ত্রী মোদির।

২০০২-এ বাজপেয়ী জি-র উদ্যোগে দিল্লিতে আধুনিক মেট্রোর যাত্রা শুরু হয়েছিল, যা মোদী জি-র নেতৃত্বে দেশজুড়ে ১০০০ কিলোমিটারের মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে।

এখন আমাদের রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক।

কিলোমিটার যুক্ত হয়েছে

3X বৃদ্ধি

এখন ১০০০ কিমি

২০১৪ তে ২৪৮ কিমি

রাজ্যগুলিতে বিস্তার

এখন ১১ রাজ্য- ২৩ শহর

২০১৪ তে ৫ রাজ্য- ৫ শহর

দৈনিক সফরকারী যাত্রী

বেশি 2.5X বৃদ্ধি

এখন ১ কোটি +

২০১৪ তে ২৮ লক্ষ

প্রতিদিন মেট্রো ট্রেনের অতিক্রান্ত দূরত্ব

3X

এখন ২.৭৫ লক্ষ কিমি

২০১৪ তে ৮৬,০০০ কিমি

cbc 44101/13/0011/2425

যে সাত ভুল বেতনভোগীদের কখনোই করা উচিত নয়

চাকরি করেন। মাস গেলে বেতন বাবদ পাওনাগন্ডা নেহাত মন্দ নয়। তারপরেও সময়-অসময়ে পকেটে টান পড়ে। খরচের উনিশ-বিশ হলেই নিজেকে অসচ্ছল মনে হয়। আর্থিক ক্ষেত্রে গুটিকয়েক ভুল পদক্ষেপ এড়িয়ে চললে ওপরের অনুভূতি কেটে যাবে। এবারের আলোচনা সেই নিয়ে...

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

এখন নয় পরে

■ বয়স কম। সদ্য চাকরি পেয়েছেন। তেমন দায়-দায়িত্ব নেই। জীবনকে উপভোগ করা, শখ-স্বাদ পূরণের এটাই সেরা সময়। তাই চাকরি পাওয়ার পরের কয়েক বছর সঞ্চয় তেমন একটা হয়ে ওঠে না। আমরা নিজেকে বোঝাই এখন বেতন তেমন কিছু নয়। ভবিষ্যতে বেতন বাড়লে তারপর বিনিয়োগ শুরু করব। ভুলে যাই বেতন বাড়ার সঙ্গে দায়-দায়িত্বও বেড়ে যায়। বাড়তে থাকে মুদ্রাস্ফীতি। যা আমাদের সঞ্চয়ের আপেক্ষিক ওজনকে লঘু করে দেয়। আর এইভাবে আমরা বিনিয়োগ-সঞ্চয়-সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ি।

কোথায় জরুরি তহবিল

■ এটা সত্যি যে ব্যবসায়ীদের নিরিখে চাকরিজীবীদের মাসিক আয়ে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। ফলে তাঁদের পক্ষে কিছুটা হলেও বাধা গতে জীবন নির্বাহ সহজ হয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে চিরকাল একরকম যায় না। মাঝে মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে বেহিসাবি বিপত্তি যোগ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, নিজের বা পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসা বাবদ বিরাট অঙ্কের বিল ধরাল হাসপাতাল। সেই বোঝা বওয়া ছাড়া গতি নেই। বাড়তি খরচ সামাল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত টাকা সবসময় মজুত থাকে এমনটা নয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিমা না থাকলে সমস্যা আরও জটিল হয়। এর একমাত্র সমাধান জরুরি তহবিল তৈরি।

শুধু চিকিৎসা নয়, যে কোনও জরুরি প্রয়োজনে এই তহবিল আপনাকে সাহায্য করবে। অন্যত্র গচ্ছিত সম্পদে হাত দিতে হবে না। বিশেষজ্ঞরা সাধারণত আয়ের ১০-২০ শতাংশ জরুরি তহবিলে জমা রাখার পরামর্শ দেন।

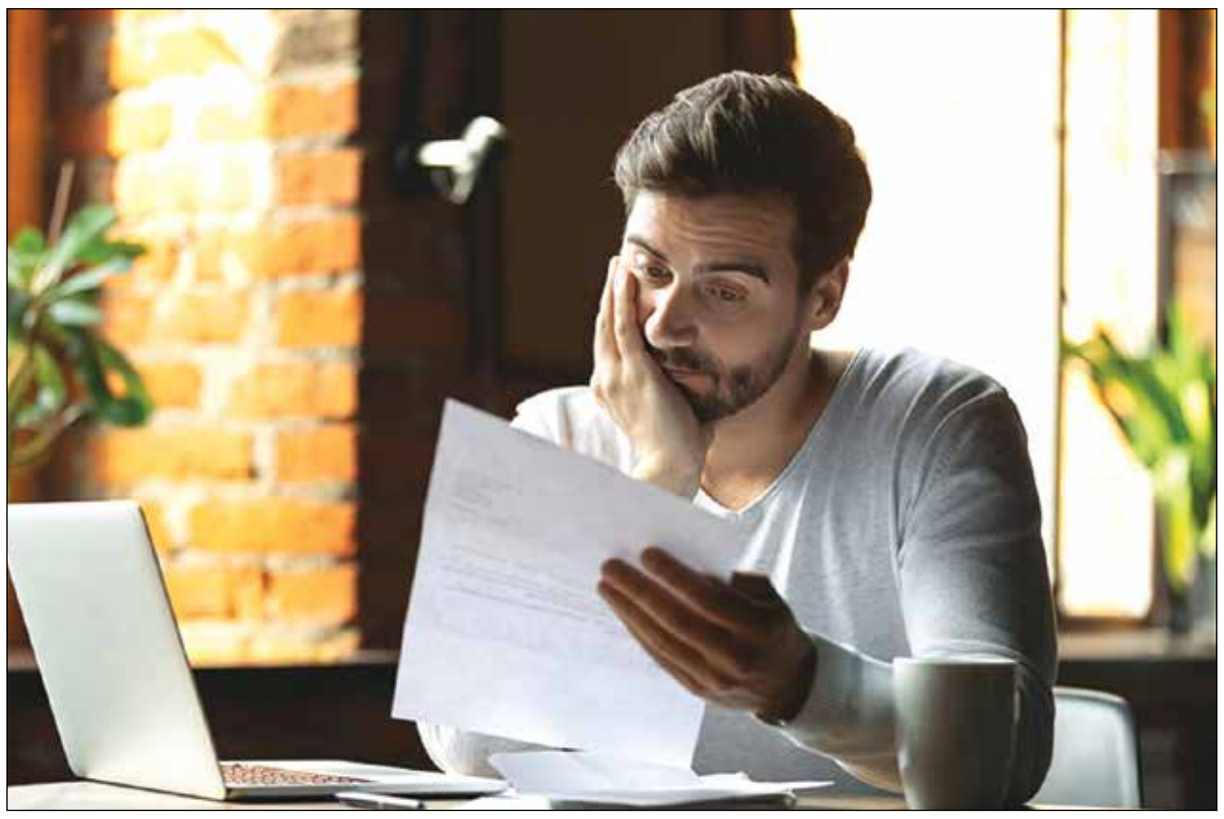

নেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিমা

■ চাকরি করছেন। অফিসের স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে। বিমার প্রিমিয়াম দিচ্ছে অফিস। নিজে বা পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে অন্তত টাকা জোগাড়ের কথা ভাবতে হয় না। আর অফিসের স্বাস্থ্যবিমার ভরসায় থেকে অনেকেই আলাদা করে স্বাস্থ্যবিমা করেন না। এই উদাসীনতা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। চাকরি চলে গেলে অথবা অবসরের পর অফিসের স্বাস্থ্যবিমা থাকে না। তখন গুরুতর অসুস্থ হলে সঞ্চয়ে হাত দেওয়া ছাড়া গতি নেই। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিমা থাকলে সেই সময় অসুবিধায় পড়তে হবে না। তাই নিজের এবং পরিবারের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যবিমা করে রাখা ভীষণ জরুরি।

মাসিক বাজেটের কী দরকার

■ চিন্তামুক্ত সচ্ছল জীবনের চাবিকাঠি আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রাখা। এর জন্য যে প্রতি মাসে একটি বাজেট তৈরি করা দরকার সেই খেয়াল থাকে না। তাই নিজের অজান্তে এমন সব খাতে বেশি টাকা খরচ হয়ে যায়, যার জেরে সঞ্চয়ে টান পড়ে। লোনের ইএমআই মেটাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। বাজেট থাকলে বেহিসাবি খরচে রাশ টানতে সুবিধা হয়।

অবাস্তব লক্ষ্য

■ আমরা প্রায় সবাই এই পথের পথিক। আয়-ব্যয়ের নিরিখে আমাদের পক্ষে কতটা সঞ্চয় করা সম্ভব অনেক সময় সেটা তলিয়ে দেখি না। ফলস্বরূপ যে পরিমাণ টাকা জমানোর লক্ষ্য স্থির করি, তা আমাদের আয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না। সমস্যায় পড়তে হয় বড় অঙ্কের রেকারিং বা এসআইপির টাকা জোগাতে গিয়ে। আবার বাড়ি-গাড়ি কিনতে গিয়েও একইরকম সমস্যা হতে পারে। ধরা যাক, আপনি ৫ বছরের মধ্যে ৪ কোটি টাকা দামের একটি বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখছেন। ঋণ নিলেও এধরনের বাড়ির জন্য বড় অঙ্কের ডাউন পেমেন্ট দরকার। এছাড়া রয়েছে আনুষঙ্গিক খরচ। এজন্য প্রতিমাসে আপনাকে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করতে হবে। অথচ বর্তমান বেতন থেকে সব খরচ মিটিয়ে সেই টাকা সঞ্চয় করা কঠিন। তাই লক্ষ্য স্থির করার আগে বাস্তবতা উপলব্ধি জরুরি।

অবসর অপচয়

■ কাজের পরেও হাতে ৫-৬ ঘণ্টা সময় রয়েছে? শুয়ে বসে কেটে যাচ্ছে। সেই সময়টা কাজে লাগিয়ে বাড়তি রোজগারের কথা ভাবা যেতেই পারে।

বেহিসাবি জীবন

■ আয়ের সিংহভাগ ইতিউতি খরচ হয়ে যায়? ভেবে দেখছেন যদি কখনও চাকরি না থাকে আর জিনিসপত্রের দাম বাড়তেই থাকে কীভাবে তার মোকাবিলা করবেন? অতিরিক্ত ব্যয় জীবনে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অতএব, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। হিসেব কষে সঞ্চয় করলে জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটা সহজে সামাল দিতে পারবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা পতনের পর ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯২২৩.১১ এবং ২৪০০৪.৭৫ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স ৫২৪.০৪ পয়েন্ট এবং নিফটি ১৯১.৩৫ পয়েন্ট উঠেছে। বিগত বছরের শেষ তিন মাসের সংশোধনের ধারা নয়া বছরের প্রথম তিনদিনে আটকানোর ইঙ্গিত দিলেও এখনও আশঙ্কার মেঘ পুরোপুরি কাটেনি। নতুন বছরে শেয়ার বাজার ঘিরে আশা-আকাঙ্ক্ষা সমান তালে রয়েছে। আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠা-নামা একাধিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। সেগুলি হল-

■ **বাজেট :** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য বাজেট ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবারের বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হল আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের ওপর থেকে শুল্ক কমানো, বস্ত্র, ট্যুরিজম সহ আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে আর্থিক প্যাকেজ, আবাসন ক্ষেত্রকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া ইত্যাদি। পরিকাঠামো নির্মাণ খাতে সরকারি খরচ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কী ঘোষণা করেন নজর থাকবে সেদিকেও।

■ **সুদের হার :** ২৮-২৯ জানুয়ারি বৈঠকে বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। অন্যদিকে ৫-৭ ফেব্রুয়ারি বৈঠকে বসবে রিজার্ভ ব্যাংকের এমপিসি। এই দুই বৈঠকে সুদের হার নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার ওপর নির্ভর করবে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ।

■ **টাকা ও ডলার :** মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম রেকর্ড নীচে নেমে এসেছে। টাকার মূল্যে পতন রোধ না হলে তা দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে।

■ **তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল :** চলতি আর্থিক বর্ষের প্রথম দুই কোয়ার্টারে প্রত্যাশিত ফল হয়নি প্রথম সারির অধিকাংশ সংস্থার। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভালো ফল করলে ফের লগ্নিতে জোয়ার আসতে পারে।

■ **বিদেশি লগ্নি :** বিগত বছরের অক্টোবর থেকে নাগাড়ে ভারত থেকে লগ্নি সরিয়ে নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। মাঝে সাময়িক বিরতি এলেও ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে ফের শেয়ার বিক্রি করছে তারা। আগামী দিনে বিদেশি লগ্নি শেয়ার বাজারের ওঠা-নামায় বড় প্রভাব ফেলবে।

■ **অন্যান্য :** এছাড়াও মূল্যবৃদ্ধির হার, জিডিপি বৃদ্ধির হার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, চিনের অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে। ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী দিনে তাঁর নয়া নীতি প্রণয়নও বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে।

শেয়ার বাজার নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও ২০২৫-এ সোনা চমক দেখাতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

২০২৫-এর শেয়ার

সংস্থা	বর্তমান মূল্য	টার্গেট
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	১২৫১.১৫	১৬৮০
আইসিআইসিআই ব্যাংক	১২৬৫.০৫	১৫৬০
ভারত ইলেক্ট্রনিক্স	২৯১.৯৫	৩৮০
এসজেভিএন	১০৯.০৯	২১০
ফেডারেল ব্যাংক	২০৫.২৫	৩০০
হ্যাল	৪২০৬.০০	৫৩০০
টাটা মোটরস	৭৯০.৪০	১০০০
ন্যাটকো ফার্মা	১৩৬৬.৭৫	২১০০
মোবিকুইক	৬০০.৩৫	৮৫০
এক্সাইড	৪২৪.৭৫	৬২০
টাটা পাওয়ার	৩৯৬.৬৫	৫৭০
মানাপ্পুরম ফিন্যান্স	১৮৭.৭২	২৬০
ইনফোসিস	১৯৩৮.৭৫	২৩০০
সামহি হোটেল	২০৬.৯৫	৩৪০
হিন্ডালকো	৫৯১.১৫	৮০০

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : কোচি শিপইয়ার্ড

● **সেক্টর :** ডিফেন্স ● **বর্তমান মূল্য :** ১৫৯৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৬১১/২৯৭৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪২০৪৬ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ২০০.৫৩ ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৬১ ● **ইপিএস :** ৩২.৯৩ ● **পিই :** ৪৮.৫৩ ● **পিবি :** ৭.৯৮ ● **আরওসিই :** ২১.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ১৭.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২০০০

একনজরে

■ ছোট থেকে বড় সব ধরনের জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত করে এই সংস্থা। ডিফেন্স এবং ডোমেস্টিক, দুই ক্ষেত্রেই ব্যবসা করে এই সংস্থা।

■ কেরলের কোচিতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা এবং মুম্বই, কলকাতা, উদুপি, আন্দামানে জাহাজ মেরামতের পরিকাঠামো রয়েছে এই সংস্থার।

■ গ্রিন ভেসেল অর্থাৎ জিরো এমিসন এবং হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করবে এমন ভেসেল তৈরি করছে কোচি শিপইয়ার্ড।

■ সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৪৮.১৮ শতাংশ বেড়ে ১১৪৩.২ কোটি এবং নিট মুনাফা ৮.৪৩ শতাংশ বেড়ে ১৮৮.৯২ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সংস্থার অর্ডার বুক আকর্ষণীয় এবং চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে ভালো ফল প্রকাশ করতে পারে।

■ আগামী বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়তে পারে, যা কোচি শিপইয়ার্ডের অর্ডার বুক আরও বাড়িয়ে দেবে।

■ নেতিবাচক দিক হল গত পাঁচ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ৪.২১ শতাংশ এবং বর্তমান দাম বুক ভ্যালুর প্রায় ৮ গুণ।

■ সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে এই সংস্থার শেয়ারদর।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বছরের প্রথম সপ্তাহে উৎসাহ ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

বাজারে কিছুটা হলেও উৎসাহ ফিরেছে। বছরের প্রথম সপ্তাহে ট্রেডিংয়ের শেষে নিফটি বন্ধ হয়েছে ১.৫২ শতাংশ উত্থান নিয়ে এবং সেনসেক্স বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৩৯ শতাংশ। তবে বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয় আইটি এবং অয়েল সেক্টর। মারুতি, অশোক লেল্যান্ড, আইশার মোটরস প্রভৃতিতে মাসিক বিক্রি বৃদ্ধি হওয়ায় এই স্টকগুলিতে ভালো র‍্যালি আসে। কেবলমাত্র তিনদিনেই নিফটি অটো ৫.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার দিনের শেষে টাটা মোটরস ৩.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয়। মারুতি সুজুকি বিগত এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.০৮ শতাংশ। আইশার মোটরস বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৯০ শতাংশ। অশোক লেল্যান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১৮ শতাংশ। ক্রুড অয়েল ১০০ দিনের মুভিং এভারেজের ওপর ট্রেড করায় উত্থান আসে বিভিন্ন অয়েল কোম্পানিগুলিতে। শুক্রবার ওএনজিসি বৃদ্ধি পায় ৫.২১ শতাংশ, অয়েল ইন্ডিয়া বৃদ্ধি পায় ৩.৮৪ শতাংশ। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ০.৭৫ শতাংশ।

অবশ্য রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের উত্থানের পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে সম্ভাব্য কারণ হল রিলায়েন্স জিও। এই বছরের মধ্যে আইপিও আসতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। জিও মোট আনুমানিক মূল্য ৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১০ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে হতে পারে। এবং যদি সত্যিই তারা আইপিও আনে সেক্ষেত্রে সেটা একটি সুবিশাল আইপিও হবে। যা মোটামুটি ৪০০০০ হাজার কোটি টাকার কাছে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে রিলায়েন্সের ভ্যালুয়েশন বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নভি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ৫২৮৬ একর জমির ৭৫ শতাংশ মালিকানা কিনেছে মাত্র ১৮২৮.০৩ কোটি টাকায়। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা এই জমিটি যে জায়গায় অবস্থিত তাতে তা উন্নত করলে লক্ষাধিক কোটি টাকার রেভেনিউ আসতে পারে। যদিও যে কোম্পানির কাছ থেকে রিলায়েন্স এই অংশীদারিত্ব কিনেছে, সেটা জে কর্পের একটি সাবসিডিয়ারি। যার ফলে জে কর্পের শেয়ার এক সপ্তাহে ২৯.১৩ শতাংশ পতন দেখেছে। শুক্রবার এই কোম্পানি ৯.২০ শতাংশ পতনের মুখ দেখে। শুক্রবার শেয়ার বাজার পতনের মুখে পড়লেও বহু এফএমসিজি কোম্পানি কিন্তু উত্থানের মুখ দেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে ডাবর ইন্ডিয়া (২.২৫ শতাংশ), ম্যারিকো (১.১৬ শতাংশ), টাটা কনজিউমার প্রোডাক্ট (১.০৫ শতাংশ), ব্রিটানিয়া (০.৯৭ শতাংশ), গোদরেজ কনজিউমার প্রোডাক্ট (২.১২ শতাংশ)। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট। এর শেয়ারদর শুক্রবার বৃদ্ধি পায় ১১.৪৭ শতাংশ। এই কোম্পানির তৃতীয় কোয়ার্টারের সেলস গত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারের তুলনায় ১৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৫৬৫.২৩ কোটি টাকায়। বিগত বছরে একই সময় তা ছিল ১৩,২৪৭ কোটি টাকা।

আইটি এবং অয়েল স্টকগুলিতে উত্থান

শুক্রবার বহু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতায় ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাফকনস ইনফ্রা, এ টু জেড ইনফ্রা ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপার ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যাটলাস সাইকেলস, বাজাজ হেলথকেয়ার, বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল, গুজরাট হেভি কেমিক্যালস, ইনফোএজ, ইনোভা ক্যাপট্যাব, আইটিআই, মুথুত ফিন্যান্স, পিবি ফিনটেক, শক্তি পাম্পস, তিলকনগর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি। তবে এরকমও বহু কোম্পানি রয়েছে যারা নতুন করে ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রল লিমিটেড, জে কর্প, উৎকর্ষ ব্যাংক প্রভৃতি। আইটিসি হোটেলস সোমবার আইটিসি থেকে ডিমার্জার হতে চলেছে। আইটিসি হোটেলের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৪০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। ২০২৫-এ বেদান্ত লিমিটেড তাদের কোম্পানিকে পাঁচটি আলাদা কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে চলেছে। সেগুলি হল বেদান্ত অ্যালুমিনিয়াম, বেদান্ত অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, বেদান্ত পাওয়ার, বেদান্ত স্টিল অ্যান্ড ফেরাস মেটেরিয়ালস এবং বেদান্ত লিমিটেড। এছাড়াও এনবিএফসি কোম্পানি শ্রীরাম ফিন্যান্স ৫:১ অনুপাতে স্টক স্প্লিট করতে চলেছে জানুয়ারির ১০ তারিখে। অন্যান্য যে কোম্পানি স্টক স্প্লিট করতে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নাভা। ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেওয়ার পর ভারতীয় কোম্পানিগুলি কতখানি সুবিধা পাবে এই বছর সেটাই এখন দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নৌকাবিহার।। *তিস্তা নদীর বেলতলি ঘাটের ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অপু দেবনাথ।*

নিজের গ্রামেও অধরা উন্নয়ন

দলবদলের রেকর্ড গড়তে 'মামা' জাভেদ আখতারকে টেক্কা দিচ্ছেন আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। তাঁর আমলে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে হাজারো। দলবদলের রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলতেই সাফাই গেয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। 'মামা-ভাগ্নের যুগলবন্দি' ইস্যুতেও মুখে কুলুপ। লিখলেন অরুণ ঝা

চাকুলিয়া, ৪ জানুয়ারি : ভিক্টর-ঘনিষ্ঠরা জাভেদকে 'কংসমামা'র তকমা দেন। কারণ, কংগ্রেসের টিকিটে জাভেদের স্ত্রী গত পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক গোয়ালপোখরের দুটি জেলা পরিষদ আসনেও জেতে হাত শিবির। কিন্তু জাভেদ নিজের স্ত্রীর পাশাপাশি ওই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য।

বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে হাত পাকানো শুরু। ভিক্টরের বাবা প্রয়াত রমজান আলি ছিলেন অবিভক্ত গোয়ালপোখরের দীর্ঘদিনের বিধায়ক। কাকা হাফিজ আলম সাইরানি ওই আসনে জিতে রাজ্যের মন্ত্রী হন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসা ভিক্টরও শেষপর্যন্ত হাতের শরণে যান। দলবদলের প্রশ্নে ভিক্টরের প্রতিক্রিয়া, 'যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এলাকায় তীব্র লড়াই করেছি, বামপন্থী নেতৃত্ব সেই দলের দিকে ঢলে পড়েছিল। ফলে সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিই। ক্ষমতা ভোগের ইচ্ছে থাকলে শাসক তৃণমূলের অফার গ্রহণ করতাম।'

এক দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পরও নেতার পৈতৃক গ্রাম বিনারদহ ভুঁইধরে নানা ইস্যুতে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে। পাশের গ্রাম ঘরধাপ্পা থেকে চাকুলিয়া যাওয়ার পথে টিটিয়া নদী পেরোতে হয় হাঁটু ভিজিয়ে। বর্ষায় যাতায়াত বন্ধ থাকে। তাঁর আমলে ওই এলাকায় একটি কলেজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। এপ্রসঙ্গে অবশ্য ভিক্টরের সাফাই, 'যাঁরা এখন ক্ষমতায়, তাঁরা কী করছেন? তাঁদের চক্রান্তে কলেজ গড়ে তোলা যায়নি। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বাবা, কাকা ও আমার আমলে যা হয়েছে, সেটাই শেষ। তৃণমূলের আমলে তো স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

২০০৩ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র ব্লক দিয়ে রাজনৈতিক পথ চলা শুরু হয়। ২০০৯ সালে কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাসমুন্সি রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে জেতেন। ফলে অবিভক্ত

আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর।

গোয়ালপোখর আসনে উপনির্বাচন হয়। দীপা ওই আসনে বিধায়ক ছিলেন। ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ভিক্টর রব্বানিকে পরাজিত করে নজর কাড়েন। এরপর গোয়ালপোখর ভেঙে গঠন হয় গোয়ালপোখর-২ (চাকুলিয়া) নামে আলাদা বিধানসভা আসন। ২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটেও অব্যাহত থাকে জয়ধারা। ২০২১ সালে ছন্দপতন। পরাজিত হন ভিক্টর। ততদিনে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। ভিক্টর আজাদ হিন্দ মঞ্চ গঠন করে ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন। ২০২২ সালের অক্টোবরে হাতে তুলে নেন কংগ্রেসের ঝান্ডা। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জ আসনে ভিক্টর কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছিলেন। তৃতীয় স্থানে থামতে হয় তাঁকে। তবে ভিক্টর ভোট-কাঁটায় ওই আসনে হারে তৃণমূল। মন্ত্রীর এলাকাতেও 'গলার কাঁটায়' পরিণত হন ভিক্টর।

খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলেছিলেন। বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল হারে। ভিক্টর অবশ্য সাফ বলছেন, 'আমার পূর্বপুরুষরা যে পরিমাণ জমি রেখে গিয়েছেন, আমি বর্তমানে সেগুলো কনভার্ট করছি। নিজের ল'ফার্ম রয়েছে। বিহারেও কিছু সম্পত্তি রয়েছে আমার।'

আগামীতে কংগ্রেস ছাড়ার সম্ভাবনা কতটা? ভিক্টর ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন, 'সেটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় ইন্ডিয়া ব্লকে হাইকমান্ডের অবস্থান এবং রাজ্য রাজনীতির ভবিষ্যত সমীকরণের ওপর।'

মিড-ডে মিল যাচাই পুলিশের

নকশালবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : স্কুলের মিড-ডে মিলে খাবারের মান যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। তাই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে ব্যস্ত আধিকারিকরা। শনিবার নকশালবাড়ি থানা এলাকার বড় মণিরামজোত প্রাইমারি স্কুলে মিড-ডে মিলের মান যাচাই করতে যায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেন ও মিড-ডে মিল রান্নার যাবতীয় সামগ্রীর মান খতিয়ে দেখে পরিদর্শনকারী দলটি। সেখানে ছিলেন নকশালবাড়ির আইসি সৈকত ভদ্র, নকশালবাড়ি থানার ওসি অনির্বাণ নায়েক সহ অন্যরা।

বড় মণিরামজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিমাংশু রায়ের কথায়, 'পুলিশ পরিদর্শনে আসবে, এমন আগাম খবর আমাদের কাছে ছিল না। স্কুলে ৭০ জন পড়ুয়া রয়েছে। মিড-ডে মিলের ব্যবস্থায় খুশি পুলিশ।' ১০ জানুয়ারি থেকে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে প্রথম ধাপে ৪০টি স্কুল এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৫টি স্কুলে মিড-ডে মিলের সোশ্যাল অডিট শুরু হচ্ছে। তার আগেই পুলিশ আধিকারিকরা পরিদর্শনে গিয়ে সামগ্রিক ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করছেন। এর আগে পিএইচই'র ঘর ঘর পানীয় জলপ্রকল্পেও পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট নেওয়া হয়েছিল। কোথায় জল পৌঁছেছে কিংবা কোথায় পৌঁছায়নি, পুলিশের তৈরি সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়ে অবশ্য ক্ষোভ তৈরি হয় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে।

বালি পাচারে গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার একজন। আটক করা হয়েছে একটি নম্বর প্লেটবিহীন ট্র্যাক্টর ট্রলি। ধৃতের নাম কৃষ্ণ সিংহ। সে বিহারের চুরলির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বর্ণমণি নদী থেকে বালি তুলে বিহারে পাচারের সময় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে নিখোঁজ ছিলেন আকাশ। সন্দেহ মোতাবেক জোড়াপানিতে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা তল্লাশি চালান।

উদ্ধার দেহ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : অবশেষে আকাশ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হল। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিতে হল আকাশকে, এমনটাই মনে করছে তাঁর পরিবার। শনিবার সকালে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধনতলা এলাকায় জোড়াপানি নদীতে একটি দেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ শনাক্ত করে আকাশের পরিবার। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে দেহটি জোরপাকুড়ির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির একটি শ্মশানে দেহ সৎকার হয়েছে।

কয়েকদিন আগে বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে বের হন আকাশ। সেই রাতে তিনি এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে অন্য একটি দলের মারামারি হয় বলে খবর। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আকাশ। সন্দেহ মোতাবেক জোড়াপানিতে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা তল্লাশি চালান।

বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জানুয়ারি : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ সহ একাধিক দাবিতে শনিবার বিধাননগর বাজার এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করল এবিটিএ। সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিধাননগরের একটি স্কুলে আবেদনপত্র পূরণের জন্য অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হন সংগঠনের সদস্য শিক্ষকরা।

ধুঁকছে শতাব্দীপ্রাচীন চা বাগান

মাইনে, মজুরি বকেয়া সুকনায়

রণজিৎ ঘোষ

সুকনা, ৪ জানুয়ারি : আশঙ্কার অন্ধকার যেন গ্রাস করেছে দুটো পাতা একটি কুঁড়িকে। প্রায় দু'মাস ধরে মজুরি পচ্ছেন না শ্রমিকরা। অফিসকর্মীদের বেতন বকেয়া ছ'মাস হল। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে কার্যত বন্ধ হওয়ার পথে তরাইয়ের শতাব্দীপ্রাচীন সুকনা চা বাগান। শ্রমিকদের একাংশ দিন কাটাচ্ছেন আধপেটা হয়ে, কারও বা জুটছেই না ভাত। পার্বতী মুন্ডা নামে এক শ্রমিকের কথায়, 'কয়েক বছর ধরে আমাদের বাগান ধুঁকে ধুঁকে চলছে। শুধু দৈনিক মজুরিটুকু দিচ্ছিল। দু'মাস ধরে তাও বন্ধ। আমরা তাই কাজ বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে। জমানো টাকা দিয়ে কেউ একবেলা খাচ্ছেন, কারও না খেয়ে দিন কাটছে।' একই কথা শোনালেন অ্যান্টনি মুন্ডা, গোপী গুরুং সহ অন্যরা।

খিদের জ্বালা অবশ্য ভুলিয়ে দিচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে সংসার চলবে কীভাবে? বাগান কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে আশঙ্কার মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। সুকনা বাগানের ম্যানেজার জন্মেজয় সিং বলছেন, 'বাগান মারাত্মক লোকসানে চলছে। বছরে ছয় লক্ষ কেজি চায়ের উৎপাদন হত আগে। কয়েক বছরের মধ্যে সেটা কমতে কমতে এবার এক লক্ষ ৮০ হাজার কেজিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই শ্রমিকদের কিছুদিন ধরে মজুরি দেওয়া যাচ্ছে না। অফিসকর্মীদেরও বেতন বকেয়া। আমরা সমস্যা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছি।' শ্রম দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সুকনার অচলাবস্থা নিয়ে ৭ জানুয়ারি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে।

একসময় দেড় হাজারের কাছাকাছি শ্রমিক কাজ করতেন। অঞ্চলের অন্যতম লাভজনক বাগান ছিল এটা। সেসময় থেকে শ্রমিকদের জন্য বাগানের আশপাশে একের পর এক পাড়া তৈরি হয়। চা বাগানের ভাষায় বলে, 'লাইন'। এদিন বাগানের ফ্যাক্টরি লাইন, ফুলমায়া লাইন, চায়কচা লাইন ও খোপরু লাইনে ঘুরে জানা গেল, অবসরপ্রাপ্তদের জায়গায় নতুন করে আর শ্রমিক নিয়োগ হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরা কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছেন বাইরে।

এরপর বাগান সূত্রে খোঁজ নিতেই সামনে এল আরেক তথ্য। বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রমিক সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে চারশোতে দাঁড়িয়েছে। আগে সপ্তাহের শেষে মজুরি দেওয়া হত। সপ্তাহান্তে হাট বসত বাগানে। সেখানে প্রচুর বেঁচাকেনা হত। এখন মজুরি পক্ষকালীন অর্থাৎ ১৫ দিন পরপর মেটানো হয়। সেটাও প্রায় দু'মাস ধরে পুরোপুরি বন্ধ। শ্রমিকদের সাফ বক্তব্য, 'চায়ের উৎপাদন কম হওয়ার দায় শ্রমিকদের নয়। বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা, কীটনাশক প্রয়োগ কিংবা জল দেওয়া হয় না। তাহলে ভালো ফলন কীভাবে হবে?'

ফুলমায়া লাইন শ্রমিক মহল্লার তাপস টোপ্পোর ব্যাখ্যায়, 'সরকার থেকে র‍্যাশন দিচ্ছে। সেটা বড় ভরসা। কিন্তু এখানকার সবাই তো র‍্যাশন পান না। কেউ মাসে মাত্র পাঁচ কেজি চাল পাচ্ছেন।' বাগানের এক অফিসকর্মী জানালেন, ছ'মাস ধরে তাঁর বেতন বন্ধ। ভেবেছিলেন জানুয়ারিতে ঢুকবে। কিন্তু এক টাকাও পাননি। কবে সমস্যা মিটবে, বুঝতে পারছেন না।

দুশ্চিন্তায় মহল্লা

- সঞ্চয় ভেঙে কেউ একবেলা খাচ্ছেন, কেউ খালিপেটে
- কর্তৃপক্ষের দাবি, লোকসানে চলছে চা বাগান
- শ্রমিকদের দাবি, নিয়মিত পরিচর্যা না হওয়ার কারণে কমেছে উৎপাদন
- নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ না হওয়ায় ভিনরাজ্যে অনেকে
- সুকনার অচলাবস্থা নিয়ে ৭ জানুয়ারি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

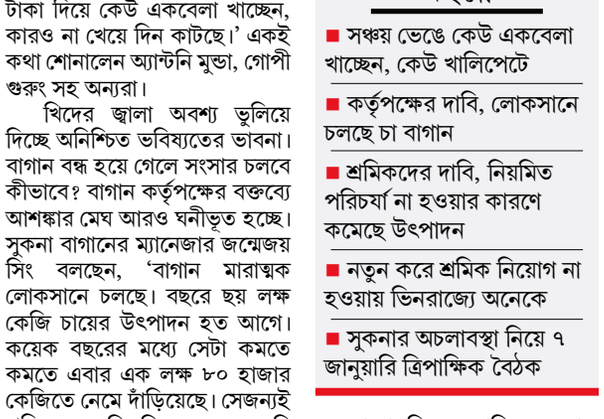

শুনসান সুকনা চা বাগান। শনিবার।

শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা করবে রাজ্য

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকরা সেই পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে কতটা সড়োগড়ো, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এবার সেই পরিবর্তনগুলি শিক্ষকদের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই মোতাবেক পর্ষদ 'সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ' শুরু করতে চলেছে। শিলিগুড়ি থেকেই শুরু হবে কর্মশালা। আগামী ১১ জানুয়ারি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষা দপ্তরের মুখ্যসচিব বিনোদ কুমার।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'সব জেলা থেকে শিক্ষকরা কর্মশালায় থাকবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষেবাতেও উন্নতি ঘটাতে হবে। যাঁরা পড়ুয়াদের তৈরি করছেন, তাঁদের যদি আমরা উন্নত করতে পারি, তাহলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে।'

রামানুজ আরও বলেন, 'শিক্ষকদের মধ্যে নতুন পঠনপাঠন ব্যবস্থা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেই কর্মশালাটি করা হচ্ছে। পড়ুয়াদের পরীক্ষার ফলাফলের দিকে সকলে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা পড়ান তাঁদের দিকে কেউ তাকান না।'

গ্রেপ্তার ৩৫, হেপাজতে দুই

নকশালবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : নকশালবাড়িতে মাদকের দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশের লাগাতার অভিযান চলছে। তৃতীয় দিনের অভিযানে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতভর নকশালবাড়িজুড়ে চলে এই বিশেষ অভিযান। পাশাপাশি এলাকায় মাদকের কারবার এবং অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

এলাকায় মাদকের বাড়বাড়ন্ত রুখতে গত ২৬ ডিসেম্বর নকশালবাড়ি থানায় ১৬ জন মাদক কারবারির নাম দিয়ে গণ অভিযোগ জানিয়েছিলেন নকশালবাড়ির তোতারামজোতের বাসিন্দারা। এরপরই নড়েচড়ে বসে নকশালবাড়ি থানা। গত বুধবার অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আরও ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে গণ অভিযোগের তালিকায় থাকা ১৬ জনের মধ্যে মহম্মদ নাজির, মহম্মদ সুলতান ছিল। তাদের তিনদিনের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবারও অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সবমিলিয়ে পুলিশের অভিযানে ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও, দুজন বাদে বাকিরা জামিন পেয়ে গিয়েছে।

পোর্টালে স্লট বুকিংয়ে ধোঁয়াশা

ফুলবাড়ির ধারেকাছে ঘেঁষল না ভুটানের ট্রাক

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হলেও লোকমুখে রটে গিয়েছে, এবার থেকে বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভুটানের ট্রাককে সুবিধা পোর্টালে স্লট বুক করতে হবে। আর এরপরেই শনিবার সকাল থেকে ফুলবাড়ি সীমান্তের ধারেকাছেও দেখা গেল না ভুটানের একটি ট্রাককেও। অন্যদিকে এদিন ভুটানের ট্রাক না আসায় সীমান্ত এলাকা প্রায় ফাঁকা ছিল।

জানা গেল, নির্দেশিকার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহল ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সমরেশ সরকার বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তবে আমিও শুনেছি ভুটানের ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।'

ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে কেবল বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যায়। ভুটানের ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ভারতীয় ট্রাক মালিক, চালকদের তিনটি সংগঠন সীমান্তে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিন গড়ে ভুটানের প্রায় ৩০০টি ট্রাক বাংলাদেশে যায়। গত বৃহস্পতিবারও ১৬৫টি ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছিল। শুক্রবার সীমান্ত বন্ধ থাকে। সেদিনই নির্দেশিকার কথা রটে যায়। শনিবার সকালে দেখা যায়, একটিও ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্তে আসেনি।

ফুলবাড়ি সীমান্তে দেখা নেই বোল্ডারবোঝাই ভুটানের ট্রাকের। শনিবার।

বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে দায়িত্বরত শুল্ককর্তা বলেন, 'স্লট বুকিংয়ের কথা রটে যাওয়ার কারণেই হয়তো ভুটানের ট্রাক আসেনি। রাজ্যের তরফে এখনও আমাদের কাছে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তিনটি দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় ফুলবাড়ি হয়ে বোল্ডার যাচ্ছে। সেখানে কোনও নির্দেশিকা থাকলে রাজ্যের তা প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।' বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ভুটান ট্রাককে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনার পাশাপাশি সেগুলিতে ওভারলোডিং ও মডিফিকেশন বন্ধের দাবিতে ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ফুলবাড়ি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন রিলে অনশন চালাচ্ছে।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ সাহাজাহানের কথায়, 'ভুটানের ট্রাককে সুবিধা পোর্টালের আওতায় নিয়ে আসা হলে কেবল ফুলবাড়ি স্থলবন্দর থেকে প্রতিদিন রাজ্য সরকারের ১০ লক্ষ টাকা আয় হবে।' ভারতের ট্রাক ওপারে যাওয়া নিয়ে তিনি দাবি করেন, 'বাংলাদেশের আমদানিকারকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে সোমবার থেকে আমরা বোল্ডার নিয়ে ওপার বাংলায় যাব।'

সীমান্তে রটনা

- শনিবার সকালে একটিও ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্তে দেখা যায়নি
- শুক্রবার রটে যায় ভুটানের ট্রাককে স্লট বুক করতে হবে সুবিধা পোর্টালে
- যদিও সরকারি তরফে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি
- এব্যাপারে কিছুই জানেন না আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক কিংবা ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের শুল্ককর্তা

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড
কেন্দ্রীভূত রোজগার সুচনা সংখ্যা (সিইএন) নং ০৭/২০২৪
মিনিস্ট্রিয়াল এবং আইসোলেটেড ক্যাটাগোরির বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ

নিম্নে উল্লেখিত তালিকা অনুসারে মিনিস্ট্রিয়াল এবং আইসোলেটেড ক্যাটাগোরির বিভিন্ন পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৬/০২/২০২৫। আবেদন পত্রটি সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র অনলাইন মোডে দাখিল করতে হবে।

আবেদন পত্র দাখিল করার আরম্ভর তারিখ : ০৭.০১.২০২৫
আবেদন পত্র দাখিল করারশেষ তারিখ : ০৬.০২.২০২৫

পদের নাম	৭ম সিপিসি অনুযায়ীবেতন স্তর	প্রাথমিক বেতন	মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড	০১.০১.২০২৫ তারিখে বয়স*	মোট শূন্য পদ (সমস্ত আরআরবিএস)
বিভিন্ন বিষয়ের স্নাতোকত্তর শিক্ষক	৮	৪৭৬০০	C2	১৮-৪৮	১৮৭
সাইনটিফিক সুপারভাইজর (অর্থনীতি এবং প্রশিক্ষণ)	৭	৪৪৯০০	B1	১৮-৩৮	৩
বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক	৭	৪৪৯০০	C2	১৮-৪৮	৩৩৮
প্রধান আইন সহকারী	৭	৪৪৯০০	C1	১৮-৪৩	৫৪
পাব্লিক পসিকিউটর	৭	৪৪৯০০	C1	১৮-৩৫	২০
শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক (ইংরেজী মাধ্যম)	৭	৪৪৯০০	C2	১৮-৪৮	১৮
সাইনটিফিক সহকারী/প্রশিক্ষণ	৬	৩৫৪০০	B1	১৮-৩৮	২
কনিষ্ঠ অনুবাদক / হিন্দি	৬	৩৫৪০০	C2	১৮-৩৬	১৩০
বরিষ্ঠ প্রচার পরিদর্শক	৬	৩৫৪০০	C1	১৮-৩৬	৩
কর্মচারী এবং কল্যান পরিদর্শক	৬	৩৫৪০০	C1	১৮-৩৬	৫৯
লাইব্রেরিয়ান	৬	৩৫৪০০	C2	১৮-৩৩	১০
সঙ্গীত শিক্ষক (মহিলা)	৬	৩৫৪০০	C2	১৮-৪৮	৩
বিভিন্ন বিষয়ের রেলওয়ে প্রাথমিক শিক্ষক	৬	৩৫৪০০	C2	১৮-৪৮	১৮৮
সহকারী শিক্ষক (মহিলা) (জুনিয়ার স্কুল)	৬	৩৫৪০০	C2	১৮-৪৮	২
ল্যাব্রেটারি অ্যাসিসট্যান্ট/স্কুল	৪	২৫৫০০	C2	১৮-৪৮	৭
ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট গ্রেড III (রসায়নবিদ এবং ধাতুবিদ)	২	১৯৯০০	B1	১৮-৩৩	১২
				মোট	১০৩৬

উপরোক্ত তালিকাতে কোভিড -১৯ অতিমারির এককালিন সময়ের কারণে, নির্ধারিত বয়স সীমার উপর আরো তিন বছর শিথীল করা হয়েছে।
আরো বিশদ তথ্য জানার জন্য বিস্তৃত কেন্দ্রীভূত রোজগার সূচনা (সিইএন) নং ০৭/২০২৪ নিম্নে উল্লেখিত সমস্ত অংশগ্রহণকারী রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবীএস) এর সরকারী ওয়েবসাইটগুলিকে পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিইএন নং ০৭/২০২৪ এতে অংশ গ্রহণকারী আরআরবি -এর ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
আজমেঢ় www.rrbajmer.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in
বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	গুয়াহাটী www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	কোলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশসূচক, আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করতে বিস্তৃত সিইএন নং ০৭/২০২৪ -সবিস্তারে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সংশোধনীয় বিষয়/সংযোজন করার বিষয়ে উপরোক্ত নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সময় বিশেষে উপরোক্ত শুধুমাত্র আরআরবিএস ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

নং- আরআরবি/এসজিইউজে/এডিভিটি/সিইএন ০৭/২০২৪/মিনিস্ট্রিয়াল আইসোলেটেড ক্যাটাগোরি
তারিখ : ২১.১২.২০২৪

চেয়ারপার্সনস্
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ডস

প্রতারক, দালাল এবং জব রাকেটার্স সম্পর্কে সচেতন হোন

'২৭-এ সম্প্রসারিত বিমানবন্দর চালু

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : জোরকদমে চলছে বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ। ২০২৭-এর ৬ মার্চের মধ্যে কাজ শেষের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। কাজ শেষ হলেই পরিষেবা চালু হবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দরের জেনারেল ম্যানেজার (প্রোজেক্ট) ভূদেব সরকার বলেন, 'গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর কাজ শুরু হয়েছে। ৩০ মাসের মধ্যে কাজ শেষের সময়সীমা ধার্য হয়েছে। তারপরই বিমানবন্দর থেকে নয়া পরিষেবা শুরু হবে।' এখন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে টার্মিনাল ভবন, পার্কিং এরিয়া, অফিস সহ নানা পরিকাঠামোর কাজ একসঙ্গে চলছে।

বাগডোগরা

বিমানবন্দরের 'নিউ সিভিল এনক্লেভ' তৈরির প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্র ১,৫২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্র বরাদ্দকৃত অর্থেই গোটা কাজ শেষ করে আরও অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে চায়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে কাজ।

কারণ, এই বিমানবন্দর পাহাড়, ডুয়ার্স, সিকিমে পর্যটনের প্রসার ঘটাতে পারবে। শিলিগুড়িকে হেলথ ট্যুরিজম ও এডুকেশন হাব বানাতে চায় কেন্দ্র। ফলে, নতুন প্রজন্মের জন্য তৈরি হবে কর্মসংস্থান। প্রথম পর্যায়ের পরিকাঠামো গড়ার কাজ শেষ হলে একসঙ্গে ১৬টি উড়ান অ্যাপ্রনে দাঁড়াতে পারবে। উড়ান চলাচলে বাড়বে গতি, বাঁচবে সময়। শিল্পপতিরা এখানে শিল্প তৈরিতে আগ্রহ দেখাবেন। সুফল পাবে বিহার সহ নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান।

ঘরে আগুন লাগিয়ে চম্পট স্বামীর

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জানুয়ারি : স্বামী মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন। এ নিয়ে টুকটাক অশান্তি লেগেই ছিল। শুক্রবার রাতেও মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিলেন স্বামী। আর সেদিনই ঘটে গেল বিপত্তি। স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বচসা, তারপর তাঁকে মারধর করে ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেলেন স্বামী! সন্তানকে নিয়ে ঘর থেকে কোনওমতে দৌড়ে বাঁচলেন স্ত্রী। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা।

সন্তানসমেত প্রাণরক্ষা স্ত্রীর

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ঝমকলালজোতে ঘটনাটি ঘটে। সেই রাতেই মাটিগাড়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর না থাকলেও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ঘরটি।

এদিকে এখনও পর্যন্ত স্বামীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে খবর। স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

১০০০ লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জানুয়ারি : একাধিক গ্রামে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় এক হাজার লিটার চোলাই নষ্ট করল পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর। শনিবার ফাঁসিদেওয়া থানার কোদালিপাড়ায় প্রায় ৩৫০ লিটার, রাধাজোতে প্রায় ২০০ লিটার, বাজারুগছে প্রায় ৪৫০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নষ্ট করা হয়েছে চোলাই তৈরির সামগ্রী।

অভিযোগ, ওই এলাকাগুলিতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে চোলাই বানিয়ে তা বিক্রি করা হচ্ছিল। পাশাপাশি সেটা বিক্রিও করা হত। যদিও পুলিশের দাবি, অভিযানের আগাম খবর পেয়ে কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কারবারিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : রিলিফ ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। খড়িবাড়ির বাতাসি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। শনিবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে কাটিহারগামী একটি রিলিফ ট্রেনের ধাক্কায় এই ঘটনা ঘটে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে রেল পুলিশ।

সোনার হদিস মেলেনি

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ৪০০ গ্রাম সোনা চুরির ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছিল শিলিগুড়িতে। যদিও আজও চুরি যাওয়া সোনার হদিস পায়নি মাটিগাড়া থানা। বাগডাগরোর বাসিন্দা প্রিয়াংকা মজুমদার ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে ২২ ডিসেম্বর এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অভিযুক্ত রিমা সাহা ও তার স্বামী কুশল মল্লিককে জিজ্ঞাসা করে তল্লাশি চালিয়েও সোনা পায়নি পুলিশ। এমনকি দমদমে তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তদন্তকারীদের। পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তরা বিপুল পরিমাণ সোনা বিক্রি করে দিয়েছে।

কাজ শেষে জ্বালানি কাঠ নিয়ে বাড়ির পথে চা শ্রমিকরা। সুকনায় সূত্রধরের তোলা ছবি।

বৈঠকের পরে প্রস্তাব যাবে কেন্দ্রে

মাস্টার প্ল্যানের ভাবনা ইকো জোনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মহানন্দা অভয়ারণ্যের বর্তমান পরিধির বাইরে এক কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে সংরক্ষিত এলাকা। পরবর্তী চার কিলোমিটার হচ্ছে নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের উপস্থিতিতে 'ইকো সেনসিটিভ জোন' নিয়ে যে বৈঠক হয়েছে, তাতে কার্যত এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে ১০ জানুয়ারি পরবর্তী বৈঠকে। এরপরেই স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রককে। বৈঠক শেষে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। আইনের মধ্যে থেকে সমস্ত কাজ করতে চাইছি আমরা।'

মহানন্দা অভয়ারণ্যের প্রথম এক কিলোমিটারের মধ্যে বা সংরক্ষিত এলাকায় কোনওরকম রিসর্ট, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো, আবাসন প্রকল্প, বাণিজ্যিক কারণে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলন করা যাবে না। ইতিমধ্যে এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রচুর নির্মাণ গড়ে উঠেছে। পরবর্তী চার কিলোমিটার বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কোনওরকম নির্মাণ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশনের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, 'চা বাগান সংগঠনগুলি আপত্তি তোলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

এক কিলোমিটারের পরিবর্তে পাঁচশো মিটার সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব দেয় সংগঠনগুলি। কিন্তু পাঁচশো মিটারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অর্গানাইজেশন, সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠনগুলি। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ

ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে জোনাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। প্ল্যান তৈরির কাজে যুক্ত থাকবে বন, রাজস্ব, কৃষি, পর্যটন, সেচ, পূর্ত দপ্তর। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুরনিগমও যুক্ত থাকবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

- মহানন্দা অভয়ারণ্যের পরিধির বাইরে এক কিমি পর্যন্ত হচ্ছে সংরক্ষিত এলাকা
- বালি-পাথর উত্তোলন করা যাবে না গুলমার মহানন্দায়
- মাটিগাড়ার বালাসনের বড় একটি অংশে, সেবকের তিস্তায় একই নিষেধাজ্ঞা
- রেগুলেটেড এরিয়ায় হোটেল, রিসর্ট করা যাবে
- তবে তা কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে

ইন্ডিয়ার সচিব সুমিত ঘোষ বলেন, 'কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি রয়েছে।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'পরিবেশ এবং উন্নয়নের যাতে ভারসাম্য থাকে এবং পর্যটনের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেই সংক্রান্ত প্রস্তাবই আমরা দিয়েছি।'

গত বছরের ৬ সেপ্টেম্বর বন ও পরিবেশমন্ত্রক একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করে জানায়, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে মহানন্দা অভয়ারণ্য হয়ে কার্সিয়াং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় ন্যূনতম এক কিলোমিটার থেকে ১৮.১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত কিছু বিধিনিষেধ কার্যকর করতে চায়। রাজ্য প্রশাসনের আপত্তি বা প্রস্তাব কী, সেটাও জানতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ওই সিদ্ধান্তের ফলে কার্যত চাপে পড়ে যায় স্থানীয় প্রশাসন। কেননা, পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ড, সুকনা, শালবাড়ি, নকশালবাড়ির কলাবাড়ি, মাটিগাড়ার পাথরঘাটা, সেবক সহ একাধিক জায়গায় বহুতল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একাধিক নির্মাণের জন্য পুরনিগম এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিল্ডিং প্ল্যান জমা পড়েছে।

ঘর বানাতে 'বাধা' সামগ্রীর চড়া দাম

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : আবাস প্রকল্পের টাকা ঢুকলেও এলাকায় বালি-পাথরের চড়া দামে বাড়ির কাজ শুরু করতে দিশেহারা উপভোক্তারা। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে উপভোক্তাদের একাংশ এব্যাপারে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন।

বহু প্রতীক্ষার পর আবাস প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকেছে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে। কাজ শুরু করার ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাগাদা দেওয়া শুরু হয়েছে। কারণ প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে কাজ শুরু করে তার তথ্য জমা দিতে হবে। সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হলে তবেই মিলবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। এদিকে, উপভোক্তারা পড়েছেন বিপাকে। চোপড়া ব্লকের প্রত্যন্ত কয়েকটি এলাকায় বালি-পাথরের চড়া দামে বাড়ির কাজ শুরু করতে গড়িমসি শুরু করেছেন উপভোক্তারা। এমনই একজন মঙ্গলু বর্মন বলেন, 'দিন পনেরো অপেক্ষা করব। বালি-পাথরের দাম কমতে পারে। এই মুহূর্তে তো হাতই দেওয়া যাচ্ছে না।'

এক ট্রলিতে ১০০ সিএফটি বালি থাকে। কয়েকদিন আগেও সেই এক ট্রলি বালি মিলত এক হাজার টাকায়। মাস দেড়েকের মধ্যে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫০০ টাকা। যেখানে ২৮০০ থেকে ৩ হাজার টাকায় এক ট্রলি পাথর মিলত, সেই পাথর কিনতে এখন লাগে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা।

হঠাৎ করে এভাবে বালির দাম বেড়ে গেল কীভাবে? জানতে চাওয়া হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মন্তব্য, লোকাল বালি বন্ধ থাকায় সমস্যা বেড়েছে। ঘাটে নিয়মিত পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে একটা সংকট তৈরি হয়েছে। লাইন খুলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, ন্যূনতম দামে এলাকার মানুষ আগে স্থানীয় বালি নির্মাণকাজে ব্যবহার করতেন। এখন হঠাৎ করে বাইরে থেকে বালি কিনতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আর বাইরের বালিরও দাম বেড়েছে। এদিকে, চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হচ্ছে, এলাকায় অবৈধ ঘাট ঘিরে নিয়মিত অভিযান চলছে। চলতি সপ্তাহেই তো সাতটি গাড়ি আটক করা হয়েছে।

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, 'এলাকায় সাড়ে ৩০০ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। বাড়ির কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বালি-পাথরের দাম দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় উপভোক্তারা সমস্যায় পড়েছেন।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'একসঙ্গে প্রায় সাড়ে ৬০০ লোকের বাড়ির কাজ চলবে। অন্য কোনও সমস্যা নেই। তবে পাথরের জোগান না থাকায় কিছুটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

'দেখছি, দেখব' অজুহাতই অস্ত্র

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সে সব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত

যূথিকা রায় খাসনবিশ
প্রধান, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : আজও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলা গেল না কেন?

প্রধান : মূলত জমির অভাবে করা হয়নি। শিসাবাড়িতে প্রকল্পের জন্য জমি থাকলেও সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, ডাম্পিং গ্রাউন্ড করা হবে।

জনতা : সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : জমির বিষয় দেখার জন্য বিএলএলআরও দপ্তর রয়েছে। তারাই দেখে।

জনতা : যত্রতত্র পার্কিং, যানজট সমস্যা মিটছে না কেন?

প্রধান : পার্কিংয়ের জন্য এখানে জায়গা নেই। আমরা টোটোচালকদের বলেছি ওয়ান ওয়ে করতে। কিন্তু তাঁরা শোনেন না। তবে সব সময় সমস্যা হয় না। মাঝেমধ্যে হয়।

জনতা : টোটোর টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) দেওয়ার কথা ছিল। কী হল?

প্রধান : টিআইএন দেওয়ার জন্য মিটিং করা হয়েছে। দেখছি কীভাবে করা যায়।

জনতা : যে এলাকায় বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন, সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ হয় না কেন?

প্রধান : সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সব এলাকা ঘুরে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রধানের চেয়ারটা গোটা পঞ্চায়েতের জন্য।

জনতা : খেয়ালখুশি মতো কর আদায় করা হচ্ছে কেন?

প্রধান : ভিত্তিহীন অভিযোগ। সব গ্রাম পঞ্চায়েত যে নিয়মে কর নেয়, আমরাও তা মেনে চলি।

জনতা : সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা, কী পদক্ষেপ করছেন?

প্রধান : আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ৩০টি সংসদে মাত্র ৬টি টোটো রয়েছে। ওই ক'টা টোটোয় ১০টি সংসদের আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়।

জনতা : প্লাস্টিক বন্ধ করার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : এলাকার মানুষ সচেতন না। তাঁরা খালি হাতে বাজারে যান। তারপর প্লাস্টিকের প্যাকেটে জিনিস নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

জনতা : অধিকাংশ রাস্তা খারাপ, কী বলবেন?

প্রধান : প্রায় সব রাস্তাই ভালো। অনেকগুলো রাস্তা মেরামত হয়েছে।

জনতা : পানীয় জল না পাওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

প্রধান : মৌজা হিসেবে সৌরবিদ্যুৎচালিত জলপ্রকল্প করা হয়েছে। তবে সব জায়গায় করা সম্ভব হয়নি। জলের জন্য রিজার্ভার নির্মাণ করা হচ্ছে।

জনতা : বাজারের রেলগেট বন্ধ হলে দীর্ঘ সময় যানজটে আটকে পড়তে হয়। এ নিয়ে কিছু ভাবছেন?

প্রধান : লোকসংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে ট্রেন চলাচল। তাই একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে বাজারের রাস্তার ওপর যেসব দোকান বসেছে, সেগুলো তুলে দেওয়া হবে।

একনজরে

ব্লক : মাটিগাড়া
মোট সংসদ : ৩০
জনসংখ্যা : ৫০,৮৪৯
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)

ফের প্রসূতির মৃত্যুতে প্রশ্ন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। শনিবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের ঘটনা। মৃতের নাম জোসনা খাতুন (২৫), বাড়ি চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায়। এদিন ভোরে নার্সিংহোমের সামনে দেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান মৃতার পরিবারের লোকেরা। গত বুধবারও রামগঞ্জের অন্য একটি নার্সিংহোমে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। চারদিনের মাথায় মৃত্যু হল আরেক প্রসূতির। এতে রামগঞ্জের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক পূরণ শর্মা অবশ্য প্রসূতি ঘটনার কথা স্বীকার করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসবযন্ত্রণা শুরু হওয়ায় শুক্রবার বিকেলে জোসনাকে রামগঞ্জের ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁর সিজার হলে তিনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তারপর আচমকা প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বলে অভিযোগ। গভীর

রামগঞ্জে চিকিৎসায় গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে বিক্ষোভ।

রাতে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। যদিও পরিবারের লোকজন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে প্রসূতিকে ভর্তি করার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ পরিবারের লোকজন অ্যাম্বুল্যান্সে দেহ রেখে রামগঞ্জের ওই নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত জনতা ঢিল ছুড়তে শুরু করলে নার্সিংহোমের সামনের অংশের কাচ ভেঙে যায়। এদিকে, স্থানীয়দের ক্ষোভ প্রশমনে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি ঘুরপথে পরিস্থিতি 'ম্যানেজ' করার চেষ্টা করে। পরে কর্তৃপক্ষ মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে আসে রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে পরিজনরা বিক্ষোভ থামান।

কাঠগড়ায় নার্সিংহোম

- রামগঞ্জের নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ
- শনিবার দেহ নিয়ে বিক্ষোভ পরিবারের
- গত বুধবার রামগঞ্জে অন্য একটি নার্সিংহোমে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়
- চারদিনের মাথায় আরেক প্রসূতির মৃত্যুতে রামগঞ্জে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন
- তদন্তের আশ্বাস মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক পূরণ শর্মার

মৃতার বৌদি আসিরণ বলেছেন, 'হাতুড়েকে দিয়ে সিজার করানো হয়েছে। আর কত জীবন এভাবে ঝরে যাবে? আমরা নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দাবি করছি।'

যদিও নার্সিংহোমের মালিক মুক্তার আলমের বক্তব্য, 'হাতুড়ে দিয়ে সিজারের অভিযোগ ভিত্তিহীন।' মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া, 'দুটি প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। আমরা বিষয়টি দেখছি। যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

গ্রেপ্তার ব্যাগ ছিনতাইকারী

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : গত ডিসেম্বরে চোপড়ার কালাগছ এলাকায় এক মহিলার টাকার ব্যাগ ছিনতাই হয়। সেই ঘটনায় শুক্রবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সঞ্জয় সিংহ, তার বাড়ি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার ফাটাপুকুর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ব্যাগ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। আরেক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

যুব সংগঠনের সম্মেলন

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : ডিওয়াইএফআইয়ের চোপড়া উত্তর লোকাল কমিটির ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন হাপতিয়াগছে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ছিলেন সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি সামি খান, সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বর্মন। ১৭ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছেউঅ যথাক্রমে মহম্মদ মুস্তফা ও ষষ্ঠীচরণ দাসকে।

কম্বল বিলি

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সুশীল নাগরিক সমাজ'-এর উদ্যোগে শনিবার কম্বল বিলি করা হল। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে দুঃস্থদের কম্বল দেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান জানান, ৪৫ জনকে এদিন কম্বল দেওয়া হয়েছে।

দুই পঞ্চায়েতের গ্রামসভা কার্যত ফ্লপ

গ্রামবাসীর চেয়ে মঞ্চে বেশি ভিড়

আপার বাগডোগরা পঞ্চায়েতের গ্রামসভায় হাতেগোনা লোক।

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : শনিবার ছিল নকশালবাড়ি ব্লকে গ্রামসভা করার শেষ দিন। তাই এদিন আপার ও লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুটি গ্রামসভায় লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য। এমনকি দুটি ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। যা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে দুই এলাকায়।

উপস্থিতি কম নিয়ে দুই পঞ্চায়েতের প্রধান নিজেদের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এক সুরে জানিয়েছেন, সব এলাকায় মাইকিং করা হয়েছিল। এমনকি অনেকজনকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদি তাই হয়, তাহলে লোক কম কেন? এদিকে যখন এই প্রশ্ন উঠছে, তখন দুই এলাকার সচেতন বাসিন্দারা জানালেন, গ্রামসভায় কোনও প্রস্তাব দিয়ে লাভ হয় না। তাই গিয়ে সময় নষ্ট করেননি তাঁরা।

এদিন আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের নীচে গ্রামসভা হয়। সেখানে বাসিন্দাদের তুলনায় মঞ্চে অতিথি বেশি ছিলেন। প্রধান সঞ্জীব সিনহা বলেন, 'আমরা প্রতিটি এলাকায় মাইকিং করেছি। তবুও লোক কম এসেছে।' প্রধান এদিন '২৫-'২৬-এর বাজেট পরিকল্পনা পেশ করেন এবং যেসব কাজ হয়েছে তার বিবরণ দেন। তিনি জানান, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এমএম তরাই, বাগডোগরা চা বাগানে রিজার্ভার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা হয় পঞ্চায়েত ভবনের সামনে। সেখানেও হাতেগোনা লোক। ব্লকের কোনও আধিকারিকের দেখা মেলেনি। প্রধান মমতা বর্মন গত আড়াই বছরের কাজের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আগামী বছরের মধ্যে সমস্ত বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।' নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানান প্রধান।

চর্চা তুঙ্গে

- শনিবার আপার ও লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা হয়
- দুটি সভাতেই বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য
- সব এলাকায় মাইকিং করা হয়, চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়
- গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও সেভাবে আসেননি
- লোক কম হওয়ায় দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চর্চা তুঙ্গে

এদিকে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'বেশ কয়েকটি এলাকায় এখনও শিক্ষা, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে। আমরা সকলের মতামত নিয়ে পঞ্চায়েতের নিজস্ব এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের থেকে প্রাপ্য তহবিল থেকে বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছি।'

এদিকে বাতলাবাড়ির বাসিন্দা সুবীর সিনহা, অর্ড চা বাগানের মনোজ টিগ্গা, আপার বাগডোগরার সুজাতা রায় সহ অনেকেই গ্রামসভায় না যাওয়ার পিছনে মূল কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, সেখানে কোনও প্রস্তাব দিয়ে লাভ হয় না। গ্রামসভায় যাওয়া মানে তাঁদের কাছে 'সময় নষ্ট।'

শহরঘেঁষা পতিরামজোত আজও পায়নি সেতু

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ৩০ বছরে একের পর এক ভোট এসেছে, গিয়েছে। কিন্তু কথা রাখেননি 'ভোটপাখিরা'। ফলে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোতের কলাবাগানের বাসিন্দাদের ভাগ্যে জোটেনি সেতু। মহানন্দা পারাপারে সাঁকোই ভরসা তাঁদের। বর্ষায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকাবাসীকে। সমস্যা সমাধানে জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ তাঁরা।

কলাবাগান ও শিলিগুড়িকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একচিলতে মহানন্দা। তবে এই দুই ভূমিকে যেন মিলিয়ে দিয়েছে এই একটি সাঁকো। কংক্রিটের জঙ্গলে পরিপূর্ণ উন্নত শিলিগুড়ির অদূরে টালমাটাল সাঁকোটি ভরসা অন্তত ৫০০ পরিবারের। প্রতি বছর বর্ষায় সাঁকো যথারীতি ভেঙে পড়ে। ফলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর মতো থাকতে হয় ওই এলাকার মানুষকে। তখন তাঁদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। বর্ষা পেরোলে ফের বানানো হয় সাঁকো। গত ৩০ বছর ধরে এমনটাই হয়ে চলছে।

যোগাযোগের অন্য ব্যবস্থা না থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের। যদিও শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া বর্ষা রায়, জয়া বর্মন, অপর্ণা বর্মনকে এভাবে যাতায়াতে অসুবিধা হয় কি না জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, সাঁকো দিয়ে যাতায়াতে আগে অসুবিধা হত। তবে এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। বর্ষায় নৌকায় যাতায়াত করতে ভয় হয়। তাদের দাবি, দ্রুত এখানে সেতুর ব্যবস্থা করা হোক।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা

পতিরামজোতে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত।

যায়, নদীর উপর নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। এমনকি সাঁকো দিয়ে চলছে বাইক, স্কুটারও। যে কোনও দিন সাঁকো ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। এ ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দা ইতিশ বর্মন বলেন, এলাকার ৫০০ পরিবারের ওই সাঁকো ছাড়া যাতায়াতের বিকল্প কোনও পথ নেই বললেই চলে। রামঘাট দিয়ে যাওয়ার একটি রাস্তা থাকলেও সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে সময় এবং গাড়িভাড়া দুটোই বেশি লাগে। তাই ওই পথে যাতায়াত করেন না তাঁরা। আরেক বাসিন্দা রমানাথ বর্মনের কথায়, 'সাঁকোটির এমন বেহাল দশার জন্য খুদে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এত বছরেও আমরা সেতু পেলাম না। আমাদের দুর্ভোগের কথা ভেবে দ্রুত সেতু করা হোক, এটাই আমাদের আর্জি।'

বাসিন্দা অণিমা বর্মন বলছেন, 'প্রতি বছর বর্ষায় আমাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর মতো দিন কাটাতে হয়। আর ওই নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে যাতায়াতে রীতিমতো ভয় হয়। তিন দশকেও তো সমাধান হল না। সেতু কবে হবে কে জানে।'

এ বিষয়ে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের দাবি, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদে বারবার আবেদন করেছেন। পাকা সেতু না হলেও নিদেনপক্ষে একটি লোহার সেতু তৈরির আবেদন করা হয়েছে। কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা দাস এ ব্যাপারে কাজ করছেন বলে জানান প্রধান।

ছোট্ট তারা

ডন বসকো স্কুলের পড়ুয়া কায়ুস দে আবৃত্তিতে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সকলের নজর কেড়েছে। তার প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগামে খুশি অভিভাবকরা

কিশোরীদের ভ্রূকুঞ্চন

অপ্রাপ্তবয়স্কদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে অস্ট্রেলিয়ার মতো এ দেশেও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে লাগাম টানার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ নিয়ে শিলিগুড়ি কী ভাবছে, খোঁজ নিলেন পারমিতা রায়।

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার পথেই কি ভারত। ১৬ বছরের নীচে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে মানা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। এই ধরনের প্রস্তাব এবার কেন্দ্রের বৈদ্যুতিন এবং তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রক পার্সোনাল ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষা আইনে (ডিপিডিপিএ)। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ১৮ বছরের কম ছেলেমেয়েরা, এটাই নতুন বছরের খসড়া। মোবাইল ফোনে মুখ গুঁজেই গোটা দিন কেটে যায় এই প্রজন্মের। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রজন্ম আসক্ত বললেও খুব একটা ভুল হবে না। তবে নতুন এই নির্দেশিকা কার্যকরী হলে অভিভাবকরা অনেক স্বস্তি পাবেন বলে এদিন শহরের শিপ্রা রায়, বেদত্রয়ী পাল, বৈশালী দে'র সঙ্গে কথা বলে উঠে এল।

সারাদিন বাড়িতে মোবাইল নিয়ে ঝামেলা লেগেই রয়েছে। পড়াশোনা বাদ দিয়ে রাতভর নেট দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক টিনএজারই। আর ঠিক এই সমস্যাতেই পড়েছেন শিপ্রা রায়। মেয়েকে হাজার বুঝিয়ে কোনও ফল হচ্ছে না। সামনেই দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই মেয়ের ফেসবুক, ইনস্টার আসক্তি যেন তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

এদিন তিনি বলছিলেন, 'যদি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নতুন এই নিয়ম কার্যকর হয় তাহলে তো খুবই ভালো হয়। কেননা আমরা তো হয়রান। অনেক বুঝিয়ে, ধমক দিয়েই এই আসক্তি ছাড়ানো মুশকিল হয়ে পড়ছে।' অনেক সময়ই খবরের পাতায় এমন অনেক ঘটনাই উঠে আসে যা অভিভাবকদের রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দেয়। তাই ছেলেমেয়েকে মোবাইল ফোন নিয়ে বেশি বকাবকি করার ক্ষেত্রেও দু'বার ভাবতে হয় বলে জানাচ্ছিলেন সোনালি সাহা। তাঁর কথায়, 'এখনকার ছেলেমেয়েরা কখন কী ঘটিয়ে বসে বলা মুশকিল। সরকারি নির্দেশিকার মাধ্যমে যদি সমস্যা মেটে তাহলে তো খুবই ভালো।'

এখন থেকে মা-বাবার অনুমতি ছাড়া শিশুরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না, দেশে খুব শীঘ্রই জারি হতে পারে এমন নিয়ম। আর তাতেই যে স্বস্তি মিলবে সেই কথাই বলছিলেন বৈশালী দে। তাঁর কথায়, 'এটা খুবই ভালো উদ্যোগ, কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময়ই এমন আপত্তিকর কিছু আসে যা পড়ুয়ার দেখা বা শোনা উচিত নয়। একটা বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাই থাকা দরকার।'

ঠিক একই কথা শোনা গেল বেদত্রয়ী পালের মুখে। তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের ফলে ছেলেমেয়েদের মানসিক অবস্থা, তাদের স্থিরতার ওপর অনেক প্রভাব পড়ছে। এটি অনেক আগেই কার্যকর হওয়া উচিত ছিল।'

যে কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হলেই সরকার সেখানে রাশ টানার কথা চিন্তা করে বলে মনে করছেন মনোবিদ উত্তম মজুমদার। তাঁর কথায়, 'একটি ছেলে বা মেয়ের পড়াশোনার প্রতি বা স্থির মনোভাব তৈরির বয়সটাতেই অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার সব নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই মনে করছি এই নিয়মের খুব দরকার রয়েছে।'

একই মতামত আইনজীবী মণীশ বারির। তবে তিনি বলছেন, 'এখন অনলাইনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জুয়া, সাইবার ক্রাইমেও জড়িয়ে পড়ছে যা প্রজন্মের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। তবে আজকের যুগে প্রযুক্তির ব্যবহারও প্রয়োজন তাই অভিভাবকদের নজরদারির মধ্যে ব্যাপারটি থাকলে অনেক বেশি সুবিধে হবে।'

ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের প্রস্তাবিত এই খসড়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তোলপাড় গোটা নেট দুনিয়া। টিনএজাররা ভ্রূ কোঁচকালেও নতুন এই খসড়াকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত অভিভাবকরা।

যদি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নতুন এই নিয়ম কার্যকর হয় তাহলে তো খুবই ভালো হয়। কেননা আমরা তো হয়রান।
- শিপ্রা রায়

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে ছেলেমেয়েদের মানসিক অবস্থা, তাদের স্থিরতার ওপর অনেক প্রভাব পড়ছে।
- বেদত্রয়ী পাল

একটা বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকা দরকার।
- বৈশালী দে

বিলম্বে গৌতম, অনুষ্ঠান ত্যাগ রুষ্ট ডেপুটির

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : তিনি বরাবর দেরিতে চলেন বলেই প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক দল সব মহলেই একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে। তবে দেরিতে চললেও সর্বত্র সরকারি, বেসরকারি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তিনিই। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তাঁর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় আমজনতাকে। তবে তাঁর জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থ তথা পুরনিগমে তাঁর ডেপুটি রঞ্জন সরকার।

শনিবার পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসবের উদ্বোধনী শোভাযাত্রায় উদ্বোধক ছিলেন মেয়র। তবে সেই অনুষ্ঠানে তিনি আসতে দেরি করায় অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গেলেন ডেপুটি মেয়র। যা দেখে সেখানে উপস্থিত তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের অনেকেই বললেন, 'মেয়র সবসময় দেরিতে চলেন। ডেপুটি মেয়র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। তারপরেও মেয়র না আসায় অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যান ডেপুটি মেয়র।' তবে শুধু ডেপুটি মেয়রই নন, অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হওয়ায় ওয়ার্ডের অনেকেই শোভাযাত্রায় হাঁটার জন্য এসেও ফিরে গিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ডেপুটি মেয়র বলছেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল সাড়ে ন'টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেই মতো আমি নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ১০টার পরেও অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। তাছাড়া আমার ওয়ার্ডে অন্য একটি অনুষ্ঠান ছিল। তাই চলে এসেছি।' দেরি হওয়া নিয়ে মেয়রের সাফাই, 'শুক্রবার অনেক রাতে মালদা থেকে ফিরেছি। সকালে বাড়িতে অনেকেই দেখা করতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।'

শনিবার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব 'নব আনন্দে জাগো' শুরু হয়েছে। সকাল ন'টায় সূর্যনগর ময়দান সংলগ্ন মাইকেল মধুসূদন প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হওয়ার কথা ছিল। সময়মতো ডেপুটি মেয়র, ৩ নম্বর বরো চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা, মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, মদন ভট্টাচার্য সহ শাসকদলের অনেক নেতা-নেত্রী সেখানে পৌঁছে যান। এরপরই ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল এবং তৃণমূল নেতা অমরচন্দ্র পাল মেয়রের আপ্তসহায়ককে ফোন করে মেয়র কখন পৌঁছাবেন জানতে চান। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকেই বাড়ি ফিরে যান।

অপেক্ষারত ডেপুটি মেয়রকে বলতে শোনা যায়, 'মেয়র আমাকে সাড়ে ন'টায় আসবেন বলেছেন।' কিন্তু ১০টা পেরিয়ে গেলেও মেয়র না পৌঁছানোয় অধৈর্য হয়ে ডেপুটি মেয়র বেরিয়ে যান। ঘড়িতে ১০.১৫ মিনিট নাগাদ গৌতম এসে পৌঁছানোর পর শুরু হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় কিছুক্ষণ হেঁটেই টক টু মেয়র কর্মসূচিতে অংশ নিতে পুরনিগমের পথে রওনা দেন গৌতম। এদিন উদ্বোধন হওয়া ২৩ নম্বর ওয়ার্ড উৎসব ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ডালখোলায় হিন্দু পরিবারের ওপর অত্যাচার ও মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে শনিবার শিলিগুড়ির রাস্তায় নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের শিলিগুড়ির প্রধান সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসাল বলেন, 'ঘটনার কড়া নিন্দা করি।' গত ৩১ ডিসেম্বর ডালখোলায় ঘটা ওই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় থেকে মাল্লাগুড়ির এসডিও অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

মিছিলে লক্ষ্মণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের শিলিগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল সহ আরও অনেকে। এমনকি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন এসডিও মারফত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ির প্রধান সম্পাদক বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতির আঁচ পশ্চিমবঙ্গেও এসে পড়েছে। ডালখোলার ঘটনায় অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি আমরা।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের বাস টার্মিনাস সংলগ্ন আইটিএস মোড়ে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনার ঠিক সাতদিনের মাথায় আরেকজনের মৃত্যু হল। মৃতের নাম আবু জাফফার (৬৫)। বাড়ি ইসলামপুর ব্লকের ধানতলা এলাকার মিয়াঁ বস্তি গ্রামে। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর দুটি বেসরকারি বাসের মধ্যে রেষারেষি হয়। বাকবিতণ্ডার পর এক বাসের চালক তার বাস থেকে নেমে চলন্ত অবস্থায় অন্য বাসের স্টিয়ারিং ধরে টান দেওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত বৃদ্ধের ভাইপো মিরাজ আলম বলেন, 'বাস দুর্ঘটনায় আমার জেঠুর মাথায় চোট লাগে। তাঁর শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। দু'দিন আগে তাঁর শিরদাঁড়ার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিন্তু এদিন তিনি মারা যান।'

ট্রেনে কাটা

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন রেললাইনে শনিবার সন্ধ্যায় ট্রেনে কাটা পড়লেন এক ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ রেললাইনে বসেছিলেন। এমন সময় শিলিগুড়ি জংশন থেকে অসমগামী একটি ট্রেনে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তি কেন সেখানে বসেছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার পরেই জিআরপি'র কর্তারা গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান।

ওয়ার্ড উৎসব

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সূচনা হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের উৎসব 'গীত-অঞ্জলী'। শনিবার মিত্র সম্মিলনীর নাটমন্দিরের সামনে থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় বাকিদের সঙ্গে শামিল হন কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল। নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রয়েছে সূচিতে। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে উৎসব।

প্রকৃতি পাঠ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে প্রকৃতিকে ঠিকমতো চিনতে-জানতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতি পাঠের ব্যবস্থা করল বারপেটিয়া পিআরএন হাইস্কুল। শনিবার পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয় গজলডোবায়। সেখানে পরিবেশের নানা দিক নিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদের।

কম্বল বিতরণ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : অন্য বছরের মতো এবারও বাবা-মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিদ্যুৎকৃষ্ণ গোস্বামী। কল্পতরু দিবসে জুগুনিডাঙ্গা রামকৃষ্ণ আশ্রমে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবাত্মানন্দজি। পাশাপাশি বানারহাটের রেতি বনবস্তিবাসীর হাতেও কম্বল তুলে দেন তিনি।

হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী পেল ইংরেজিমাধ্যম

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : বাংলার পাশাপাশি এবার ইংরেজিমাধ্যমেও পড়াশোনা চালু করার অনুমোদন পেল হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চবিদ্যালয়। ২০২২ সালে স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন অনিন্দ্যকুমার মিশ্র। তারপর থেকে স্কুলে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা চালু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে চলতি ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজিমাধ্যমে পড়ানোর অনুমোদন পেয়েছে স্কুলটি। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হচ্ছে ইংরেজিমাধ্যম। এই খুশিতে স্কুলে বড় করে হচ্ছে খাদ্যমেলা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'প্রথম বছর আমরা শুধুমাত্র ক্লাস ফাইভে ইংরেজিমাধ্যম চালু করছি। ধীরে ধীরে বাকি ক্লাসগুলোতেও চালু করা হবে। বর্তমানে অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলগুলিতে ভর্তি করার প্রবণতা বেশি। সেই কথা মাথায় রেখেই আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। অবশেষে ২৪ ডিসেম্বর আমরা শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি পাই।'

বর্তমানে ৫০ জনের আসন নিয়ে চালু হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণিতে পঠনপাঠন। স্কুলে আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে খাদ্যমেলা। ওই মেলায় স্টল দেবে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করতেই এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। সকলের জন্যই খোলা থাকবে মেলা। মেলায় ১৫টি স্টল থাকবে। পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে নানান খাবার বানিয়ে এনে স্টল দেবে। এতে শিক্ষিকারা যোগ দেবেন। স্কুলে ইংরেজিমাধ্যম চালু হওয়ায় স্থানীয় অভিভাবক সুকান্ত সরকার বলেন, 'আমার বড় ছেলে এই স্কুলে পড়ে। ছোট মেয়েকেও এখানেই ইংরেজিমাধ্যমে ভর্তি করাব।'

আজ শহরে

■ দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি ২২তম নাট্যমেলা চলছে। রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় কলকাতা টুইস্টের প্রযোজনা রতনকুমার দাসের নাটক 'বনস্পতির ছায়া'। অভিনয়ে দেবশংকর হালদার ও নির্দেশনায় রয়েছেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলম নার্সিংহোমে জটিল অস্ত্রোপচার

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : কয়েক দশক ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নজির গড়ে চলেছে ইসলামপুরের আলম নার্সিংহোম। জটিল অস্ত্রোপচারে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এমনই দুটি জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে এখানে। প্যানক্রিয়েটিক স্টোন বা অগ্ন্যাশয়ে পাথর থাকা গুরুতর অসুস্থ এমন জটিল রোগের অস্ত্রোপচার করে পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ইসলামপুরের আলম নার্সিংহোম। ২৫ এবং ২৭ ডিসেম্বর এই অস্ত্রোপচার দুটি সম্পন্ন হয়েছে। দুজন রোগীই এই মুহূর্তে সুস্থ রয়েছেন। রোগীদের মধ্যে একজন আনওয়ারি বেগমের স্বামী মহম্মদ পসিরুল বলেন, এক বছর থেকে আমার স্ত্রী অসহ্য পেটের ব্যথা নিয়ে ভুগছিল। শেষমেশ আমি আলম নার্সিংহোমে এসে ডাঃ মাজহার আলমের কাছে অস্ত্রোপচার করাই। এখন আমার স্ত্রী অনেক সুস্থ রয়েছে।'

নার্সিংহোম জানিয়েছে, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে অগ্ন্যাশয়ের পাথরের অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। এছাড়া ইন্ট্রাহেপাটিক বিলারি স্টোন অর্থাৎ লিভারের ভেতরে থাকা পাথর বের করার মতো জটিল অস্ত্রোপচারও হচ্ছে।

ইসলামপুরে সূর্যাপুরি উপভাষার চলই ছিল বেশি। এরপর বাংলা, হিন্দি ও উর্দুর প্রচলন। তার আগে সরকারি কাজে ব্যবহার হত কায়েথী লিপি। পত্রপত্রিকা প্রকাশ পেত বাংলায়। ফলে লেখক, পাঠক বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব থাকা স্বাভাবিক। আর মিশ্র ভাষাভাষী এলাকায় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এগিয়েছে বহু ধারায়, লিখেছেন রণজিৎ হালদার

রূপান্তরের পথে প্রতীক্ষায় ইসলামপুর

ইসলামপুর মূলত গ্রামকে কেন্দ্র করে শহরে রূপান্তরের বৃত্তান্ত। মিশ্র ভাষাভাষী। ফলে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বহু ধারায় প্রবহমান। একমুখী হলে তার বিস্তার প্রসার হত বেশি। এক সময় সূর্যাপুর বার্তা, নদর্নি মেসেঞ্জার, পশ্চিম দিনাজপুর সংবাদ, মুক্ত হাওয়া সংবাদপত্র প্রকাশ হত। গ্রামের রানার, নাদ, কালিনী, অভিব্যক্তি, কাশফুল, নিমফুল, চাণক্য ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পেত। কালক্রমে এইসব পত্রিকা হারিয়ে যায়। মূলত এইসব পত্রপত্রিকা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অর্থে প্রকাশিত হত। সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। বেসরকারি বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় যতদিন সম্ভব ততদিনই প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে স্পন্দন, দাগ, একমুঠো রোদ, পর্যাস সেতুর সঙ্গে আরও পত্রিকা হয়তো আসবে, এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৯৫৬ সালে বিহার থেকে বাংলায় আসে ইসলামপুর মহকুমা। এই বর্ষেই জন্ম নেয় ডাঃ শচীন বণিকের সম্পাদনায় 'পাঞ্চজন্য' সাহিত্য পত্রিকা। যদিও স্থায়িত্ব হয়েছে কম। শুধু অর্থাভাবই নয়, মিশ্র ভাষাভাষী এলাকাও একটা কারণ।

১৯৫৬ সালের দিকে ইসলামপুরে সূর্যাপুরি উপভাষার চলই ছিল বেশি। এরপর বাংলা, হিন্দি ও উর্দুর প্রচলন। তার আগে সরকারি কাজে ব্যবহার হত কায়েথী লিপি। পত্রপত্রিকা প্রকাশ পেত বাংলায়। ফলে লেখক, পাঠক বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব থাকা স্বাভাবিক।

বালুরঘাট বা রায়গঞ্জে এ সমস্যা কম। সেখানে উচ্চমানের পাঠক ও সাহিত্য পত্রিকার বিকাশ ঘটেছে। বালুরঘাটের 'মধুপর্ণী'র বিশেষ সংখ্যা তো এককেটা জেলার দলিল। তবে, এসব ছাপিয়ে একটা বড় আশার আলো দেখা যাচ্ছে শুধু কবিতা, গল্প নয়, এই পত্রপত্রিকার হাত ধরে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও গবেষণাও শুরু হয়েছে। দাগ, একমুঠো রোদ, পর্যাস সেতু এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু সংবর্ধনা নয়, লেখার মানই বলে দেবে সেই স্থানের শিল্প-সংস্কৃতির ধারা কত উচ্চমানের। পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য গিল গামেশ (মেসোপটেমিয়া সভ্যতা) এক চরিত্র যেমন আমরা আজও পড়ি। এক সময় সাপ্তাহিক ইসলামপুর সমাচারে (সংবাদপত্র) তদন্তমূলক নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় পেয়েছি। তা প্রশংসার দাবি রাখে। সাংবাদিকের সাহসিকতা, নিজের প্রতি সততা খুব জরুরি। যেমন সৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে মানুষ আশা করেন। সাংবাদিকের নৈতিক দৃঢ়তাও দরকার। তাঁরা প্রত্যেকেই একেকজন সমাজের স্তম্ভ। কিন্তু আজ কেন সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে না? তবে কি আমরা সৎ ও সত্যের থেকে পিছু হটছি? এর জন্য শুধু সোশ্যাল মিডিয়া দায়ী নয়। আসলে নতুন প্রজন্ম চ্যালেঞ্জ নিতে পারছে না।

তারা অনেকটা দিশেহারা। আমাদের শহরে প্রায় আট-দশটা সংবাদপত্র প্রকাশ হত। এখন শূন্য। ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব অভিযোগ যে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পায় অন্য বৃহৎ পত্রিকায় তা সবসময় সম্ভব হয় না। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ব্যতিক্রম। তথাপি ক্ষুদ্র পত্রিকা না থাকা মানে সাধারণ প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারে না। এটা আমাদের সামাজিক সমস্যা। নিশ্চয় একদিন এই অভাব দূর হবে।

এক সময় এভাবেই মানুষের কথা তুলে ধরতে এসেছিল পাক্ষিক সংবাদপত্র 'খোঁজ খবর'। পরে সরকারি অনুমোদনে হয়ে যায় 'মুক্ত হাওয়া'।

নির্মল দত্তের সম্পাদনায় 'পশ্চিম দিনাজপুর সংবাদ প্রবাহ' দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়। শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের বিরাট অবদান রাখে। ১৯৮৫ সালে আয়োজিত সাহিত্যসভায় সে সময় ইসলামপুরে চাঁদের হাট বসেছিল। এসেছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, চোমং লামা, হরেন ঘোষ, ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী, কিরণ গোপাল দে সরকার, অজিতেশ ভট্টাচার্য, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

পার্থ সেন প্রকাশ করেন সূর্যাপুর বার্তা। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আদিবাসী, নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার কথা বরাবর তুলে ধরে এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। এমনি করেই সলিল বিশ্বাসের হাত ধরে 'ইসলামপুর সমাচার'। ইসলামপুর সমাচারের সাংবাদিকদের বড় অংশই বর্তমানে বড় বড় সংবাদপত্রে এবং বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় কাজ করছেন। ইসলামপুর শহর কি আবার জেগে উঠবে না? বর্তমান যুব প্রজন্ম ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে না? আশায় বুক বাঁধতে আপত্তি কোথায়।

খোলা জানালা

ইসলামপুরে আজ কেন সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে না? তবে কি আমরা সৎ ও সত্যের থেকে পিছু হটছি? এর জন্য শুধু সোশ্যাল মিডিয়া দায়ী নয়। আসলে নতুন প্রজন্ম চ্যালেঞ্জ নিতে পারছে না।

শনিবার সকালে ভেঙে পড়ল লাচুং চু নদীর ওপর নির্মিত বেইলি ব্রিজ।

ভেঙে পড়ল বেইলি ব্রিজ

দুই গ্রাম থেকে উদ্ধার পর্যটক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : পর্যটনের ভরা মরশুমে বিপদ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না উত্তর সিকিমের। শনিবার সকালে ভেঙে পড়ল লাচুং চু নদীর ওপর নির্মীত বেইলি ব্রিজ। ঘটনার জেরে বিপাকে উত্তর সিকিমের দুটো গ্রাম। কিছু সময়ের জন্য সেখানে আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন পর্যটক। যদিও বিকেলের মধ্যে ফুটব্রিজ বানিয়ে তাঁদের লাচুংয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পর্যটকরা স্বস্তি পেলেও দুশ্চিন্তায় দুই গ্রামের বাসিন্দারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি ট্রাক সেতুটি পার করতেই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিমের সভাপতি সোনম নরগের কথায়, 'সেতুটি ভেঙে পড়ায় দুটো গ্রাম ক্ষতির মুখে। কিছুটা ঘুরপথে যাতায়াতের পাশাপাশি স্থানীয়দের ফুটব্রিজ ব্যবহার করতে হবে। তবে পর্যটকদের কোনওরকম ক্ষতি হয়নি। তাঁরা সুরক্ষিত এবং নিরাপদে রয়েছেন।'

কিছুদিন আগেই লাচেন যাওয়ার পথে ধস নামে। এবার লাচুং থেকে কাটাও যাওয়ার রুটে লাচুং চু নদীর ওপর থাকা বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ল। এই ঘটনার জেরে লাচুংয়ের ফাখা ও শারচোক গ্রামের মানুষের কিছুদিন সমস্যা হবে। ওই দুটি গ্রামে আবার একাধিক হোটেল রয়েছে। এখন প্রায় প্রতিটা হোটেলে পর্যটকদের যথেষ্ট ভিড়। কিছু সময়ের জন্য তাঁরা সেখানে আটকে পড়েন। ঘটনার পরই অবশ্য তৎপর হয় স্থানীয় প্রশাসন। বিকেলের মধ্যে সবাইকে লাচুংয়ের অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বেইলি ব্রিজটি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত বা নতুন করে তৈরি না হওয়া অবধি গ্রামে দুটোতে পর্যটকদের যাওয়া সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হোটেলগুলো। অবশ্য গ্রাম দুটিতেই যাওয়ার বিকল্প রাস্তা রয়েছে। তবে সেই পথে একটি ফুটব্রিজ ব্যবহার করতে হয়। তাই সেদিক দিয়ে কতজন পর্যটক সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাবেন, তা নিয়ে অনেকের মনে সংশয়।

বেইলি ব্রিজটি ভেঙে পড়লেও মংগন থেকে লাচুং, ইয়ুমথাং, জিরো পয়েন্টের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলোর রাস্তা খোলা। ফলে উত্তর সিকিমে যেতে পারমিটে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। গত কয়েকদিন ধরে পর্যটকদের ভিড়ে রেকর্ড গড়ছে পাহাড়ি রাজ্যের ওই অংশ। মূলত তুষারপাতের টানে পাড়ি দিচ্ছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা।

ঘুষ দিয়ে নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরবঙ্গে

চিনা রসুনের কারবারে মহিলারা

শমিদীপ দত্ত ও মহম্মদ হাসিম

প্রধাননগর থানায় বাজেয়াপ্ত করা রসুন।

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : 'খোলা' নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে আসছে মহিলারা। তাদের হাত ধরেই গোটা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে চিনা রসুন। বাস ড্রাইভার থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট- সবাইকে বশে রাখতে সিদ্ধহস্ত এই গ্যাং। কোথাও কেউ বেগরবাই করলে থলে থেকে টাকার বান্ডিল বের করে অপরপক্ষের মুখবন্ধ করে দিতেও এদের বিন্দুমাত্র সময় লাগে না।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি দিয়ে মেচি নদী পেরিয়ে কোনওমতে এপারে ঢুকে পড়ছে দলটি। তাদের ইশারায় কাজ করছে আরও কয়েকশো। ছোট ছোট থলেতে রসুন ভরে প্রথমে তা টোটো এবং পরে বাসে চাপিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে বর্ধমান রোডে। সেখান থেকেই তা তুলে দেওয়া হচ্ছে ভিনজেলাগামী বাসে।

মূলত নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি এলাকার কিছু মহিলা এই গ্যাংয়ের মূল সদস্য হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গ দিচ্ছে এলাকার কিছু তরুণ। বুধবার রাতে এমনই একটি দলের কাছ থেকে চিনা রসুন উদ্ধার করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে এসএসবি-কে। ওইদিন নকশালবাড়ি থানার রথখোলায় অভিযান চালান এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সেখানে দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৩০০ বস্তা চিনা রসুন উদ্ধার হয়। এরপরই পাচারকারী দলটি এসএসবির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে।

এসএসবির এক আধিকারিক বলছেন, 'রসুনবোঝাই পিকআপ ভ্যান দুটি হেপাজতে নিতে গেলে স্থানীয় মহিলারা এসে বাধা দেয়। এমনকি আমাদের কিছু জওয়ানকে ধাক্কা দিয়ে রসুনের বস্তা কেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও আমরা রসুনবোঝাই পিকআপ ভ্যান দুটি বাজেয়াপ্ত করে কাস্টমসের হাতে তুলে দিই।' কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার এসএসবির তরফে এক মহিলা সহ দুজনের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই রথখোলার বাসিন্দা।

শহরে রসুন ছড়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্য এপিসেন্টার হয়ে উঠছে রেগুলেটেড মার্কেট। শুক্রবার রাতে নেপাল সীমান্ত থেকে রেগুলেটেড মার্কেটে ঢোকার সময় এমনই একটি পিকআপ ভ্যান হাতেনাতে পাকড়াও করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পিকআপ ভ্যানটি থেকে প্রায় ৯ টন রসুন উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় গাড়িচালক অবিনাশ মাহাতোকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সে ক্রান্তির বাসিন্দা।

কীভাবে চলছে গোটা কারবার? সূত্রের খবর, চাহিদামতো এখানকার কিছু ব্যবসায়ী নেপালের ওপারে থাকা মূল চক্রীদের কাছে অর্ডার পাঠাচ্ছেন। এরপর সেইমতো মেচি নদী পার করে এপারে রসুন পাঠাচ্ছে চক্রটি। নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি এলাকার চক্রটি রসুন নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নিচ্ছে। রেগুলেটেড মার্কেটের আড়তদারদের একটা অংশ পিকভ্যান পাঠিয়ে দিচ্ছেন নেপাল সীমান্তের কাছে। এরপর সেখানে তা গাড়িবোঝাই হয়ে সরাসরি চলে আসছে রেগুলেটেড মার্কেটে। রসুন যাতে সহজে কারও নজরে না পড়ে সেজন্য কোনও সময় চাদর, কোনও সময় আবার খড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর অন্য সামগ্রী দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'রসুনের গায়ে তো লেখা থাকে না, সেটা কোথাকার। আর দেখতেও অনেকটাই একরকম। তাই সহজে ধরা যায় না।'

চিনা রসুন ভারতে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই রসুনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেইজন্যই আড়তদারদের একাংশ চিনা রসুনের কারবারে জড়িয়ে পড়ছেন। আড়তে রসুন ঢোকার পর তাঁরা নকল রসিদ বানিয়ে নিচ্ছেন, যাতে সেগুলি মধ্যপ্রদেশ কিংবা গুজরাটের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

এব্যাপারে শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, 'আমি ব্যস্ত রয়েছি, পরে কথা বলব।' রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র আবার যুক্তি দিচ্ছেন, 'কোনটা চিনা রসুন, কোনটা নয়- সেটা চিহ্নিত করার মতো ব্যবস্থা আমাদের নেই।'

সূত্র বলছে, বাসচালক ও কনডাক্টরদের একটা অংশও অতিরিক্ত মুনাফার লোভে চক্রে জড়িয়ে পড়ছেন। চিনা রসুন পাচার হলেও তাঁরা মুখ খুলছেন না। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি অবশ্য বলছেন, 'এই চক্রের ব্যাপারে আমি সকলকেই সচেতন করছি।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথা, 'কোথা থেকে কী হচ্ছে, গোটা বিষয়টাই আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

ছেয়েছে বাজার

- রেগুলেটেড মার্কেটের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন বাজারে চিনা রসুন সরবরাহ করছে গ্যাংটি
- প্রতি কেজি চিনা রসুন তারা বিক্রি করছে ১৮০ টাকায়। খুচরো বাজারে সেটাই বিকোচ্ছে ২০০ থেকে ২৪০ টাকায়
- দেশি রসুনের পাইকারি দর ২৪০-২৫০ টাকা। খুচরো বাজারে সেটা বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়

শুভেন্দুর খোলা চিঠি

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : বিএসএফকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব চিঠিতে দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিএসএফকে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অভিযোগ উড়িয়ে পালটা রাজ্যের পুলিশ ও সরকারকে নিশানা করে খোলা চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা।

পাঁচ পাতার সেই চিঠিজুড়ে পুলিশ ও সরকারের সমালোচনা করেছেন শুভেন্দু। দাবি করেছেন, ভোটব্যাংকের স্বার্থে বিএসএফকে আক্রমণ করছেন মমতা। তাঁর পালটা প্রশ্ন, রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়লেও কীভাবে তাদের পরিচয়পত্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে?

মমতা বলেছিলেন, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তারাই নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে। আর শুভেন্দুর অভিযোগ, এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী সেনাদের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিতে আন্তর্জাতিক সীমান্তজুড়ে রাস্তা ও বেড়া নির্মাণ, রাজ্য পুলিশের সঙ্গে বিএসএফের সমন্বয় ইত্যাদি ৯টি বিষয় তুলে ধরেছেন।

প্রতিযোগিতা

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জানুয়ারি : শনিবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় এই প্রথম চক্রস্তরীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আনন্দ পরিসর অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় প্রমুখ।

রক্তের ক্যানসারে ভয় নয়

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : অল্পেতেই ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, রক্তশূন্যতা, ঘনঘন জ্বর, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব- এই সমস্ত উপসর্গ কি আপনার রয়েছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে দেরি না করে শীঘ্র হেমাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন। কারণ সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে হতে পারে গুরুতর সমস্যা, জানালেন নারায়ণা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ রাজীব দে। তিনি জানিয়েছেন, সচেতনার অভাবে অনেকেই সঠিক সময়ে চিকিৎসা করান না। যার জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অথচ দ্রুত চিকিৎসা শুরু হলে নিরাময় সম্ভব। অ্যানিমিয়া, রক্তক্ষরণজনিত অসুখ, রক্তের ক্যানসারের এখন আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে। ডাঃ দে বলছেন, 'রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসা রয়েছে। রক্তের ক্যানসার নিয়েও কিন্তু এখন ভয়ের কোনও কারণ নেই। প্রয়োজন সঠিক সময়ে চিকিৎসার।'

ডাঃ দে আরও জানান, বর্তমানে শিলিগুড়িতে সমস্ত উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। খরচও যথেষ্ট সাধ্যের মধ্যে।

নমো ভারত ট্রেনের ট্রায়াল রান। নয়াদিল্লিতে। শনিবার। -পিটিআই

হিন্দু রত্ন পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন হিন্দু রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করল জয়পতাকা স্বামীকে। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত জাকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইসকনের প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং গভর্নিং বডির সদস্য জয়পতাকা স্বামীকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে সম্মানিত করে ফেডারেশন। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি সেখানে। তাঁর হয়ে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তাঁরই প্রবীণ শিষ্য ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী।

জয়পতাকা স্বামী ইসকনের বিশ্বায়নে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। একাধিক মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার ক্ষেত্রে। মায়াপুরে চন্দ্রদোয়া মন্দির ও বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র মায়াপুর ইনস্টিটিউট নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা নেন তিনিই। এসবের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জয়পতাকা স্বামী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বারবার।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অজয়ের

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : পাহাড়ের চা এবং সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের দখলে থাকা সম্পূর্ণ জমির পাট্টার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড। এই চিঠিতে অজয় লিখেছেন, 'পাহাড়ে পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের দখলে থাকা সম্পূর্ণ জমির পাট্টা দেওয়া হোক।' যদিও পাহাড়ে ক্ষমতায় থাকা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেছেন, 'অজয়রা কিছু না জেনে কথা বলছেন। পাহাড়ের চা বাগান শ্রমিকদের সম্পূর্ণ জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে মতো সমীক্ষার কাজ চলছে।'

বন্ধ বাগান নিয়ে তর্জা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে এখন বন্ধ চা বাগান রয়েছে ১৮টি। সম্প্রতি টি বোর্ডের ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের ৭০তম বার্ষিক রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথারীতি এনিয়ে রাজ্যে শাসক-বিরোধী তর্জা তুঙ্গে।

রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'টি বোর্ড কী বলছে জানি না, তবে বন্ধ বাগান খুলতে রাজ্য সরকারের চেষ্টায় তিলমাত্র খামতি নেই। কালচিনির বন্ধ দলসিংপাড়া ও দলমোর চা বাগান খুলতে শ্রম দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।' পালটা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'রাজ্যের এসওপিতে কী লাভ হচ্ছে জানা

নেই। টি বোর্ডের তালিকায় যেসব বাগান রয়েছে সেগুলি বন্ধই। দু'একটি খোলা থাকলেও কোনও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি।'

টি বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়জুড়ে বন্ধ ১৮টি বাগান হল পানিঘাটা, লঙ্কাপাড়া, ধোতেরিয়া, রায়পুর, রুংমুক-সিডার্স, রায়মাটাং, দলমোর, দলসিংপাড়া, কালচিনি, রামঝোরা, বামনডাঙ্গা-টন্ডু, ঢেকলাপাড়া, সামসিং, সোনালি, আম্বুটিয়া, চংটং, নাগরি ও মুন্ডাকোঠি।

গোটা দেশে মোট বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা ২১ বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। বাকি তিনটি বাগান কেরলের। বন্ধ বাগানের পাশাপাশি ওই রিপোর্টে চা সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবে 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা' নামে যে প্রকল্পটির কথা বলা হয়েছিল তাতে উত্তরবঙ্গের জন্য চলতি ও আগামী অর্থবর্ষ মিলিয়ে ৩১৩.৩০ কোটি টাকা, অসমের জন্য ৬৮৫.৭০ কোটি টাকা সংস্থানের কথা বলা হয়েছে।

শ্রমিকের কাজ ছেড়ে স্কুলে

প্রথম পাতার পর

আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠবে। কিন্তু এক লহমায় স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

সাধারণত গ্রামীণ এলাকার ট্রেন্ড হল একবার স্কুল ছেড়ে দিলে পরে আর ফিরে আসে না পড়ুয়ারা। কিন্তু সোহেলের জীবনের গল্পটা যেন সে নিজেই লিখতে চাইল। সোহেলের কথায়, 'চায়ের দোকানে কাজ করার জন্য সামান্য টাকা পেতাম। পুরোটাই বাবাকে দিতাম। কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে কাজ করতে মোটেও ভালো লাগছিল না।' তারপর সে মনস্থির করে নেয়, তার পড়াশোনার জন্য তাকেই লড়াই সংগ্রাম চালাতে হবে।

এরপর বাজার থেকে মাটির ঘট কিনে এনে তাতে নিজের সামান্য উপার্জন থেকে রোজ এক-দু'টাকার কয়েন জমানো শুরু করল সে। আর সেই জমানো টাকা নিয়ে এসেই এদিন অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে সে। কেমন অনুভূতি তার? বলল, 'এখন খুব ভালো লাগছে।' যেন স্বপ্নপূরণের পথে প্রথম ধাপটা পার করে নিয়েছে সে। ছেলের এই ছক ভাঙা কাণ্ড দেখে যারপরনাই খুশি বাবা আবু কালাম। বললেন, 'স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার পর ছেলেটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখন ওর মা অনেকটা সুস্থ। আমার যতই কষ্ট হোক ছেলেকে আর কাজ করতে দেব না। সে পড়াশোনা করে এগিয়ে যাক।'

সোহেল আগে চাকুলিয়া হাইস্কুলেই পড়ত। হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় তার কোনও হদিস পাননি স্কুলের শিক্ষকরা। এমনকি পরিবারের অনটনের কথা সোহেল আগে শিক্ষকদের জানায়নি। প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে বলছিলেন, 'এক বছর ধরে ওর খোঁজ পাচ্ছিলাম না। ওর পরিবারের অনটনের কথা এতদিন আমরা জানতে পারিনি। আমরা চাই, সোহেল পড়াশোনা চালিয়ে যাক। তার জন্য যতটুকু পারব সাহায্য করব।' তিনি প্রশাসনকেও ছেলেটির পড়াশোনায় সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন।

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলেছেন, 'সোহেলের ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। ও যদি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়, আমরা সব ধরনের সহযোগিতার চেষ্টা করব। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধরও পড়াশোনায় সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাংবাদিক খুনে

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে উদ্ধার হয় মুকেশের মৃতদেহ। তিনজন গ্রেপ্তার হলেও অন্যতম মূল অভিযুক্ত সুরেশের খোঁজ শনিবার রাত পর্যন্ত মেলেনি। ডাকাবুকো সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন মুকেশ। ২০২১ সালের এপ্রিলে অপহৃত সিআরপিএফের কোবরা টিমের কমান্ডো রাকেশ্বর সিং মানহাস তাঁর মধ্যস্থতায় মাওবাদীদের ডেরা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। বস্তারের ঠিকাদার লবির প্রভাব প্রচণ্ড। তাদের দুর্নীতি নিয়ে খবর করায় এর আগেও আক্রান্ত হয়েছিলেন অনেকে। মুকেশের মৃত্যুর পিছনে এই লবিই রয়েছে বলে অনুমান। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ড সাংবাদিকতা ও সমাজের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। দোষী যে বা যারাই হোক, কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।' তবে ছত্তিশগড়ের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বেইজ রাজ্যে আইনের শাসন ব্যর্থ বলে কাঠগড়ায় তুলেছেন বিজেপি সরকারকে। বিজেপির পালটা দাবি, খুনে অন্যতম ঠিকাদার সুরেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বেইজের ঘনিষ্ঠ। এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া ঘটনাটি 'গভীর উদ্বেগজনক' বলে মন্তব্য করেছে। প্রেস কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে মহিলা সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় সংগঠন উইমেন প্রেস কর্পস।

রুষ্ট গৌতম

প্রথম পাতার পর

একজনকে দেখছি, অন্যজন কোথায়?'

সেই সময় পুর কমিশনার বলেন, 'দ্বিতীয় আইনজীবী আসছেন না। তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।' মেয়র বলেন, 'প্রয়োজনে ওই আইনজীবীকে সরিয়ে দিন। একটা বেআইনি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেল অথচ একজন ব্যক্তি বারবার অভিযোগ করার পরেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।' মেয়র আধিকারিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা আজই দেখবেন, না আমি নিজেই যাব?' এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কেন এতদিন আইনি সেল ব্যবস্থা নেয়নি সেই প্রশ্ন তুলে লিখিত জবাবদিহি চান মেয়র। তিনি বলেন, 'আমাকে এতদিন কেন এসব বিষয় জানানো হয়নি? কোনও একটা অঘটন হলে তো সবাই মেয়রকে ধরবে। আর আপনাদের এই ঢিলেমির জন্য আমাকে মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।'

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারির অভিজিৎ গুপ্তও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে এর আগেও একাধিকবার পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়ে কাজ হয়নি।' আধিকারিকরা মেয়রকে জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য লোক গিয়েছিল। সেখানে একটি বহুতল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ওই বাড়ির মালিককে পাওয়া যায়নি।

মেয়র আবার পুরনিগমের আইনজীবীকে বলেন, 'আপনারা কাজ করলে ভালোভাবে করুন। কেন নোটিশ দেওয়া হয়নি? নির্মাণ অবৈধ হলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ভেঙে দিন।' অভিযোগকারী ফের মেয়রকে বলেন, 'পুরনিগম থেকে একজন আধিকারিক গিয়ে ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করে ২০ মিনিট বৈঠক করে গিয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছিলেন, কিন্তু কিছুই হয়নি।' এটা শোনার পরেই মেয়র বলেন, 'কোন আধিকারিক সেখানে গিয়ে অবৈধ নির্মাণকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সেটা এখনই খুঁজে বের করে শোকজ করুন। আমি দ্রুত পদক্ষেপ চাই।'

এরপরই চটে যান গৌতম। তিনি বলেন, 'আপনাদের বারবার করে বলছি, কিন্তু কোনও কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না। আমাকে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমি টক টু মেয়র বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব। মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়ে দেব যে আধিকারিকরা সহযোগিতা না করায় আমি এই কর্মসূচি বন্ধ করেছি।'

জেলা নিয়ে সুর

প্রথম পাতার পর

২০২৩ সালে রেজা কমিটির তরুণরা জেলার দাবিতে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর থেকে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। কিন্তু বিশেষ কোনও লাভ হয়নি। ওই বছরই আচমকা জেলার দাবিতে মাঠে নামে ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন (ফিটো)। কিন্তু জেলা নিয়ে ফিটোর তৎপরতা হঠাৎ ভ্যানিশ হয়ে যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ইসলামপুর পুলিশ জেলা হওয়ার পর সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক জেলার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু কৃতিত্ব নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত গিয়ে ইস্যুটি ঠান্ডাঘরে চলে যায়।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তাই নতুন বছরের শুরুতেই জেলার দাবি তুলে ভোটবাজারে ইস্যু তৈরি করতে চাইছে একাধিক সংগঠন। ফলে শাসকদল তৃণমূল জেলার ইস্যু নিয়ে ভোটের আগে কোনও মাস্টারস্ট্রোক দেবে, নাকি বিরোধীরা এই ইস্যুতে শাসককে নাকানিচোবানি খাওয়াবে, তা নিয়েও চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে।

রেজা কমিটির সভাপতি মাশরুর আলম বলছেন, 'জেলার দাবিতে পদযাত্রায় পায়ের চারটি আঙুলের নখ উঠে গিয়েছিল। আমরা ভুলে যাইনি সেই দিনগুলি। আসলে রাজনৈতিক চালে ইস্যুটিকে মেরে ফেলার কৌশল নেওয়া হয়েছিল।' মাশরুরের সংযোজন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০০ যানবাহন নিয়ে জেলার দাবিতে আমাদের রায়গঞ্জ মার্চ আন্দোলন শুরু হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না।'

উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম মহকুমা ইসলামপুর। চিকেন নেক তকমা পাওয়া এই মহকুমার ভৌগোলিক গুরুত্বও জাতীয় নিরাপত্তার নিরিখে অপরিসীম। সঙ্গে এলাকার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের রোজকার ভোগান্তি জেলার ইস্যুতে অন্যতম 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' তা বলাই বাহুল্য। (চলবে)

ডাকাত নিহত

কিশনগঞ্জ, ৪ জানুয়ারি : বিহার সরকার তার মাথার দাম রেখেছিল দেড় লক্ষ টাকা। তাকে ধরতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছিল পুলিশের। অবশেষে এল সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর এসেছিল, তারাবাড়ি ঘাটের কাছে মহানন্দা নদীর চরে দলবল নিয়ে জমা হয়েছে কুখ্যাত ডাকাত সুশীল মোচি। এরপর এসটিএফ, পূর্ণিয়ার অমৌর ও আনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছে চারিদিক ঘিরে ফেলে। তারপর প্রায় ১০ মিনিট চলে গুলির লড়াই। এরপর ভুট্টার খেত থেকে সুশীলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পূর্ণিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, মৃত ডাকাতের দলের নেটওয়ার্ক বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গে ছড়ানো ছিল। পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ সহ ভিনরাজ্যে শতাধিক ডাকাতি ও খুনের মামলা দায়ের ছিল সুশীলের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে সে আদালতের নির্দেশে জামিনে মুক্তি পায়।

১০ ফুট নীচে পড়লেও ভাঙবে না ডিম

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : 'সানডে হো ইয়া মনডে, রোজ খাও আন্ডে'। ডিমের পুষ্টিগুণ বোঝাতে এই একটি লাইনই যথেষ্ট। প্রতিদিনের ডায়েটে ডিম রাখতে বলেন চিকিৎসকরাই। চোখ, হাড়, চুল, নখ- সব কিছুরই খেয়াল রাখে ডিম। কিন্তু ডিম সামলে রাখা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। হাত ফসকে পড়লেই সব জলে। তবে আর চিন্তা নেই, খুব শিগগিরই এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে চলেছে। সৌজন্যে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। প্লাস্টিকের স্ট্র, সেলোটেপ দিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা তৈরি করে ফেলেছেন পিরামিড আকৃতির এক কনটেনার। যার মধ্যে ডিম রাখলে থাকবে অক্ষত। এমনকি এর ভেতরে ডিম রেখে ১০ ফুট নীচে পড়ে গেলেও কুছ পরোয়া নেহি। স্ট্র দিয়ে বানানো আবরণের কারণে ফাটবে না ডিম। এই আবিষ্কার সাড়া ফেলেছে যথেষ্ট। কলেজ সূত্রের খবর, ২ জানুয়ারি থেকে স্টুডেন্টস উইক পালিত হচ্ছে কলেজে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে শনিবার 'এগ ড্রপিং প্রোগ্রাম' আয়োজিত হয়। এদিন ছিল প্রতিযোগিতার মধ্যে ট্রায়াল। স্ট্র, সেলোটেপ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির ডিম বাঁচানোর আবরণ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পড়ুয়ারা।

দোকান থেকে দুটো ডিম প্যাকেট করে আনতে গেলে অনেক সময় হালকা চাপে ফেটে যায়। আবার ক্রেটের সবগুলি ডিমকে আস্ত নিয়ে আসাও ঝক্কির। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি মডেল অনুসরণ করে আগামীদিনে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলতে পারে বলে মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিন কলেজের অডিটোরিয়াম চত্বরে আয়োজিত এগ ড্রপিং প্রোগ্রামে ২৬ জন পড়ুয়াকে ভাগ করা হয় ১৩টি গ্রুপে। প্রতিটি গ্রুপে ছিলেন ২ জন করে। ১ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে প্রতিটি টিমের হাতে দেওয়া হয় ১৮টি স্ট্র, সেলোটেপ, কাঁচি ও একটি করে ডিম।

সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কনটেনার বানাতে। শর্ত একটাই, এমন আবরণ বানাতে হবে যাতে প্রায় ১০ ফুট উপর থেকে ডিমকে ফেললেও, তা ফাটবে না।

প্রায় ১ ঘণ্টা পর সকলকেই অডিটোরিয়ামের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। নীচে পেতে দেওয়া হয় কাঠের টেবিল। শুরু হয় ট্রায়াল। ৪টি গ্রুপ এতে সফল হয়।

১৪টি স্ট্র ব্যবহার করে পিরামিড আকৃতির ডিম বাঁচানোর কনটেনার তৈরি করেন ইনফরমেশন টেকনলজি বিভাগের প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রী আকৃতি পাল ও সুপ্রভা হাঁসদা। তাঁরা এতে প্রথম হয়েছেন।

আকৃতি বলছেন, 'এমনভাবে বানিয়েছি যাতে উপরে ধরাও যায়, আবার নীচে পড়লে বাউন্স করে।' সুপ্রভার বক্তব্য, 'সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে।

প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক চিন্ময় ঘোষের কথায়, '১৩টি গ্রুপের মধ্যে ৪টি গ্রুপ সফল হয়েছে। এবার ওদের পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ শুরু হবে। আগামীতে কোনও ফার্ম বা কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলব।'

এই আবরণের জন্য উপর থেকে ডিম ফেললেও ভাঙবে না।

১৪ ট্রাভেল ব্লগ : মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

১৫ গল্প সুনন্দ অধিকারী এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত

কবিতা : মৈনাক ভট্টাচার্য, রবীন বসু, সুবীর সরকার, তাপস ওঝা, অমিতাভ সরকার, জয়তী ঘোষ ও দীপশেখর চক্রবর্তী

উত্তরের স্বপ্ন, উত্তরের আশা

নতুন বছর চলে এল। নতুন দিনগুলোয় কী আশা থাকতে পারে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মহলে। তিনটি প্রতিবেদন।

বাগ্রাকোটে লুপ পুলের ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রক্ষিত।

সুলভে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা চাই

‘গ্লোকাল’ ভাবতে ভালোবাসি

শুভময় সরকার

ভুবনায়নের প্রবল হাওয়ায় গত তিন দশকে আমাদের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক যাপনচিত্র অনেকটাই এলোমেলো। সময়ের সঙ্গে আমরাও ‘লোকাল’ থেকে ‘গ্লোবাল’ হয়ে উঠলাম। টেলিভিশনের পর্দায় দেখা ‘চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান’ আচমকাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক কিশোরীর হাতের নাগালে পৌঁছে গেল। আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করলাম – ‘কেন্দ্র ভেঙে গেছে’...! কথাটা আপাতভাবে সত্যি হলেও সম্পূর্ণ সত্যি নয় কারণ কেন্দ্র ভেঙে যাওয়ার অর্থ বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু কীসের বিকেন্দ্রীকরণ? ব্র্যান্ড-আউটলেট খুলে যাওয়া কিংবা নতুন নতুন ঝাঁ-চকচকে শপিং মল চালু হওয়ার অর্থ কখনোই বিকেন্দ্রীকরণ নয়। এই রাজ্যে নিঃসন্দেহে কলকাতাই কেন্দ্র এবং মফসসলগুলো প্রান্ত। তো তেমনই এক মফসসলের নাগরিক হিসেবে ভুবনায়নের তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই আমার ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষাগুলো নিয়ে সামান্য কথা বলা যাক বরং...!

পেশার বাইরে আমার সামান্য যা পরিচয় তা একজন লেখক বা সাহিত্যকর্মী হিসেবেই। তো নিজের সেই লেখকসত্তা এবং অবস্থান থেকে আজ যদি কয়েক দশক আগে ফিরে যাই তবে মনে হয় অনেকটাই সুবিধাজনক, স্বস্তিকর একটা অবস্থানে আছি এখন। আমাদের লেখা এবং পত্রপত্রিকা স্যোশাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের দৌলতে যে কোনও জায়গাতেই পৌঁছে দিতে পারি আজ কিন্তু ওটুকুই, পাশাপাশি বিষণ্ণ হই এই ভেবে যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আজও খুব উন্নতমানের মুদ্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। মুদ্রণ বলতে ছাপাখানার কাজ বলতে চাইছি এবং সেখানে ছাপা, বাঁধাই সহ প্রকাশনার যে আধুনিক ব্যবস্থা সেটার অভাব আমার মতো লেখালেখি জগতের সবাই অনুভব করেন প্রতিনিয়ত। যে মুষ্ঠিমেয় কিছু জায়গায় আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে খরচ অনেকটাই বেশি, ফলে এই উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যাঁরা করে চলেছেন, তাঁরা আজও কলকাতার মুখাপেক্ষী।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আজও খুব উন্নতমানের মুদ্রণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করে। বেশ হত, যদি একটা রিডার্স মিট-এর আয়োজন করা যেত বলে সাহিত্যিকরা স্বপ্ন দেখেন।

রিডার্স মিট-এর ব্যবস্থা হলে সাহিত্যিকদের পরিচিতি বাড়বে

অনন্ত তৃষ্ণা

শ্যামলী সেনগুপ্ত

এক হাতে পেন্সিল, নোটবই এক হাতে। একটা করে বই কিনছেন আর পেন্সিল দিয়ে ট্যারা কাটছেন। সারাবছরের রসদ। তন্দুরি চা খেতে খেতে লক্ষ করছিলাম তাঁকে। উনি স্টলে ঢোকেন, আমি স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করি। আমার দুই কাপ চা শেষ হল। একলা মানুষ, এত দুধ মশলার চা খাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, বন্ধুরা দেখে ফেললে বলবে, ‘ওমা! যাওনি এখনও? এই যে বললে, বাড়ি যেতে হবে। শরীর ঠিক নেই।’

আসলে তো পর্যবেক্ষণ। একটু কৌতূহল নিয়েই দেখছিলাম তাঁকে। আগের দিন দেখেছি ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে একটু হেলে পড়েছিলেন। উনি বেরোলেন। হাসলাম। ‘প্রচুর বই কিনলেন। কালও তো কিনেছেন। একটু চা খাবেন?’ উনি প্রশ্নে যাওয়ার আগে বলি, ‘এত বই কিনলেন। তাই একটু কথা বলতে ইচ্ছে করল। চা খেতে খেতে একটু গল্প হোক, কী বলেন?’ আমি মিডিয়ার কেউ নই বলাতে আশ্বস্ত হলেন। ব্যাগ ভর্তি বাণী বসু, অনীতা অগ্নিহোত্রী, কণা বসুমিশ্র, মহাশ্বেতাও আছেন। আছেন অজিত কৌর, অনুবাদে। নবনীতার ‘আমি অনুপম’ দেখে প্রলুব্ধ হলাম। বঙ্গ নারীর গল্প শতক দেখে বললাম, ‘এই শহরে অনেকে লিখছেন। পড়েছেন? তাঁরা কিন্তু ভালো লেখেন। পড়েছেন?’

দৃষ্টিতে সন্দেহ মিশল তাঁর। বললেন, ‘আপনি লেখেন নাকি?’

‘ওই একটু আধটু।’ বললেন, ‘কী লিখেছেন, দেখান।’ ‘আমার কাছে তো নেই। আমি বিক্রি করছি না।’ বললাম, এখানকার আমার পরিচিত কয়েকজনের নাম। উত্তরে বললেন, পড়া উচিত। জানি না তো কোথায়, কোন স্টলে পাওয়া যায়। উৎসাহিত আমি বললাম, ‘কিনবেন?’

‘এ বছরের কোটা শেষ। সামনের বার কিনব। বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন তো দেখি না। জানব কী করে?’

উনি পড়তে ভালোবাসেন। উনি কিন্তু অমিয়ভূষণের কথা বললেন। তাহলে, প্রকাশক আর বই ব্যবসায়ীদের স্টলগুলির বাইরে একটু বিজ্ঞাপন থাকলে বেশ ভালোই হয়, না? পাঠক আমাদের লেখাও পড়ুন, এটা শুধুই একটা সাধারণ চাওয়া নয়, অনন্ত তৃষ্ণাও বটে।

‘তুই জানিস না। ওঁরা আসেন। দুপুরবেলা যখন মেলার মাঠে বাউকুমটা বাতাস উলুঝুলু, তখন।’

‘কেন? আমি তো দেখেছি আগে লাইব্রেরিয়ানদা ঘুরে ঘুরে বই দেখছেন। এমনকি ছোট পত্রিকার স্টলে এসে খোঁজখবর করছেন। আর স্থানীয় যে লেখকদের বই বেরোল, তাঁদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করছেন। দেখেছি তো।’ বন্ধু ফোনের ওপার থেকে হাসে। ‘তুই সত্যিই বুড়ো হয়েছিস। ভাবতে শেখ। সে আমলে পরিচিতদের বই ঠাঁই পেত লাইব্রেরিতে। এ আমলে পরিচিত অপরিচিত সকলের। কাটমানির খেলা।’ মুষড়ে পড়ি। মুষড়ে পড়ি এই জন্য নয় যে, আগে যেমন পাঠ্য অপাঠ্য সবই ঢুকে যেত লাইব্রেরির তাকে, এখনও তাই। খারাপ লাগে এইজন্য যে, স্থানীয় দুটি লাইব্রেরিতে বই সংরক্ষণের হতশ্রী চেহারা দেখা আছে বলে।

‘কী? চললে? তোমরা কিন্তু বেশ আছ।’ এসব বলতে বলতে প্রশ্ন ছুড়ে দেন ডাক্তার গিন্নি, ‘তোমার এবার বই বেরোল?’ ‘ওই আর কি। কিনবে তো এসো। আমি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব।’

‘না, না। আর যাব না। এখন তো পরপর বিয়ের নেমন্তন্ন।’

‘তাই! তো অন্য জিনিসের সঙ্গে না হয় বই একটা দিতে।’

‘ধুসস! পড়েই না কেউ।’

মনে পড়ে যায়, কয়লার তোলা উনুনে ভাত চাপিয়ে শাশুড়ি ইস্পাত পড়ছেন। সেদিন আরেক বন্ধুর বাড়িতে দেখলাম, বাড়তি বই আলাদা করে রাখা আছে। তার মধ্যে ইস্পাতও আছে।

সুতরাং, যারা লিখছে, তারাই কিনছে। তরুণ বন্ধু এসে বলে যায়, তার গদ্যের বইটি সাতাত্তর নং-এ। স্টলের বাইরে একটা তালিকা ঝোলানো থাকলে ভালো হত।

রেক তরুণ সঙ্গের ঝোলায় নিয়ে ঘুরছেন। তোর বইটা কোন স্টলে রে? বলতেই ঝুলি থেকে বের করল।

অথচ উত্তরবঙ্গের আরেক শহরে দেখলাম, বন্ধুদের বই কেনার হিড়িক। ভালো লাগল। আমরা, এই শহরের মানুষরাও তো এমন হতে পারতাম!

স্থানীয় কবিদের কবিতা কি বাচিকশিল্পীদের কণ্ঠে আলোড়িত হয়? তাঁরা তো সেই-ই কোথায় যেন একটা স্টপকক এঁটে দিয়েছেন। বিমূর্ত কবিতা আবৃত্তি যোগ্য নয়। কেন, তাকে আবৃত্তির উপযুক্ত করে নেওয়া যায় না?

সবে তো শুরু। সারাবছর এমন অলীক স্বপ্ন দেখব। বেশ হত, যদি একটা রিডার্স মিট-এর আয়োজন করা যেত। আমরা জানি না কে বা কারা আমাদের পাঠক।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হাজার উদ্যোগ সত্ত্বেও চিকিৎসায় নজর সেই দক্ষিণেই, পড়াশোনায় ভরসা বেসরকারি স্কুলই

দু’চোখ পেতেছে

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

মালদা থেকে যোগবাণী এক্সপ্রেসে চড়লেই মনে হবে ছুটির মেজাজ এসে গেছে বুঝি। মনে হবে বেড়াতে যাওয়ার হাওয়া এসে সবাইকে নিয়ে চলেছে পাহাড়ি ফুলের দেশে। রং ভরা জেরেনিয়াম ডেকে নিচ্ছে টকটকে গুরাসের আগুন উৎসবে।

কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জমালেই জানা যাবে অনেকেই চলেছেন নেপালে চোখের চিকিৎসায়।

বালুরঘাটে নতুন বেশ কয়েকটি ট্রেন হওয়া সত্ত্বেও বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনের দাবি ওঠার কারণ উন্নত চিকিৎসা পেতে কলকাতা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে ছুটছে সবাই। উত্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মান উন্নয়নের আশা বাস্তবায়ন থেকে অনেক যোজন দূরে আছে বলেই হয়তো এইমস-এর মতো হসপিটাল উত্তরবঙ্গের বদলে কল্যাণীতে হতে পারে কিন্তু তাতে এখানকার প্রয়োজন তো মেটেনি।

আসলে ভৌগোলিক সীমারেখার ফারাকে প্রয়োজন ও সমস্যা তো আলাদা হয়ে যায় না। উত্তর, দক্ষিণ দুই বঙ্গেই এমনকি আমাদের গোটা দেশেও মূলত সমস্যাগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের। তবু আঞ্চলিক সমস্যার আঁধার কিছু থেকেই যায়।

নতুন বছরে সেসব অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার আশা রাখছে উত্তরবঙ্গ।

উত্তরের অর্থনীতির অনেকখানিই নির্ভর করে যে চা শিল্পের ওপর সেখানে বহু চা বাগানেরই বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ধুঁকতে থাকা সত্ত্বেও বাগানগুলির উন্নয়নে সরকারি সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের আগে শোনা গেলেও পরে তা আর কার্যকর হয় না। এসব কারণেই দার্জিলিং চায়ের সেরা গুণমান থাকলেও এগিয়ে যাচ্ছে অসম টি এবং আন্তর্জাতিক চায়ের বাজার দখল করছে চিন।

বছর কয়েক আগেও বালুরঘাটে বেসরকারি স্কুল ছিল দুটি আর এখন অন্তত আট-ন’টি স্কুল রমরমিয়ে চলছে। যে মেয়েটি পাঁচ বাড়িতে কাজ করে আর বর টোটো চালায়, মাইনের সবটুকু দিয়ে ছেলের ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলের খরচ চালায় সে।

অপরূপ গজলডোবা। বাপ্পা রাহার ক্যামেরায়।

কষ্ট করে হলেও ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর কারণ রাজ্যজুড়েই সরকারি স্কুলগুলির মুমূর্ষু অবস্থা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগে বেসরকারি স্কুলের ক্রমবর্ধমান বেসাতি। আর এত কষ্ট করে ডিগ্রি অর্জন করেও চাকরির সোনার হরিণের পিছনে ছুটে খোলা আকাশের নীচে বসে থাকা অথবা কলকারখানা না থাকায় শিক্ষাগত ডিগ্রি নিয়ে বা স্কুলছুট হয়ে ভিনরাজ্যের ঠিকানা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও গবেষণার সুযোগসুবিধার ঘাটতিও যথেষ্ট।

তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, আত্রেয়ী নামের অপূর্ব নদীগুলিতে বেআইনি বালি পাচারে নদীর প্রোটেক্টিভ কভার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নদীতীর ভেঙে নিরন্তর লাগোয়া এলাকা গ্রাস করছে। নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। উপযুক্ত ড্রেজিং না করায় নাব্যতাহীন নদী বন্যাও উপহার দেয় ফি বছর। চরের চাদরে বুক ঢেকে নদীও কি স্বপ্ন দেখে না?

বাগডোগরা বিমানবন্দরে সন্ধের পরপরই মলিন মুখে বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। যদি একমাত্র বিমানবন্দরটি উন্নতির মুখ দেখে বা আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠে তাহলে যোগাযোগের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে বহু মানুষ কাজেরও সুযোগ পাবেন।

উত্তরবঙ্গ থেকে বহু পণ্যই বাংলাদেশে রপ্তানি হয় কিন্তু তার পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় শহরে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেড একটি কৃষিভিত্তিক রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল যা আঞ্চলিক চল্লিশ হাজার মানুষকে কাজ দিয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারলে এপারের উত্তর অঞ্চলও তেমন আশা করতেই পারে।

এত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে থাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতি পুরাতত্ত্ব বিভাগ উদাসীন না থেকে যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়, গড়ে উঠতে পারে নতুন ট্যুরিস্ট স্পট। উত্তরে প্রকৃতি ঢেলে দিয়েছে তার রূপের ঐশ্বর্য এবং তা উপভোগ করতে পর্যটকরাও উন্মুখ। অন্য রাজ্য অনেক কম সম্পদ নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে ট্যুরিজমে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

নিবিড় পর্বতমালার পাথুরে ভাস্কর্য

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

কোন এক বন্ধুকে খুঁজে পাওয়ার কথা ছিল। অকালে হারিয়ে ফেলা মানে হেরে যাওয়া। কে যেন বলেছিল চলে যাও... তপোবন দেবভূমি, যে কোনও মন্দিরে পাবে। সে সবের জন্য নয়। সবুজ ধীরে ধীরে মুছে যাওয়া, খাদ্য অন্বেষণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যদের কষ্ট আর দেখা যায় না এ উত্তরের আনাচকানাচে। পাহাড়ি এলাকায় দু'চোখ ভাসিয়ে দিতাম গভীর নিবিড় ধোঁয়া ধোঁয়া সবুজ পার করে অনন্ত নীল পারাবারে। সেসব কোথায়! হোমস্টে, রিসর্ট গজিয়ে ওঠা সবুজ কেটে নেওয়া মাটি বড় কাঙাল এখন।

কেন এত কথা! হ্যাঁ এবার চলে গিয়েছিলাম লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণ কোজাগরি চাঁদ আকাশে থাকতেই প্রস্তুতি। চল ত্রিপুরা। শুধু বেড়ানো নয়। প্রথম দিনই আগরতলার মাঝবরাবর মাঝারি হোটেল রয়্যাল রিসর্টে উঠে আশপাশের সবুজ আর পরিচ্ছন্ন শহরের রাস্তাঘাট, ঐতিহাসিক রাজবাড়ি 'উজ্জয়ন্ত ভবন' এদিক ওদিক রেখে, জগন্নাথ বাড়িকে নিজের করে নিয়ে 'লিটল ম্যাগ মেলা' ত্রিপুরায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পত্রিকা প্রতিনিধি 'নীরজকোরক' দুটো দিন বড় অদ্ভুত মন কেমনের নতুন পুরোনো বইয়ের পৃষ্ঠার গন্ধ নিতে নিতে কাটিয়ে দিলাম। দেওয়া নেওয়ায় বেশ সম্পর্ক তৈরি হয়। আর ঠিক তখনই লেখালেখির সতীর্থ কনিষ্ঠ দিব্যেন্দুকে পেয়ে গেলাম যার বাড়ি কাঞ্চনপুর। সে বর্ণনা দিচ্ছিল তার বাড়ি থেকে কত কাছে 'ঊনকোটি', কত কাছে 'ছবিমুড়া'। যে কোনও একটায় মন দিতে হবে। হাতে দিন,ক্ষণ দুই-ই কম। ফিরে যেতে হবে দ্রুত। তাই ঝটিকা সিদ্ধান্তে আখাউড়া বর্ডারে ভারত-বাংলাদেশ পতাকা অভিবাদন আর করিডর সেনা প্যারেড উপভোগ করে নিলাম লিটল ম্যাগ মেলার দ্বিতীয় দিন।

আর তার পরদিনই ভোর ভোর বেরিয়ে যেতে হবে ঊনকোটির উদ্দেশে।

সকাল সকাল অ্যালার্মে ঘুম ভাঙা, আগরতলা রেলস্টেশনে আমাদের নিয়ে ছুটল ওখানকার সিটি অটো। সময়মতো সাতটার শিলচরগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠলাম। আমাদের নামতে হবে ধর্মনগর। রাস্তার সবুজ আর অগুনতি টানেল পেরিয়ে ধর্মনগর স্টেশনে নেমেই আবার অটো রিজার্ভ করে ঊনকোটির উদ্দেশে রওনা। ঊনকোটির নামের যেমন রহস্য ঠিক তেমনিই প্রত্নতাত্ত্বিক এই জায়গার গুরুত্ব পর্যটকের কাছে অনেকখানি। ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন স্থান। ঊনকোটিকে উত্তর-পূর্বের আঙ্করভাটও বলা হয়। এখানে ভাস্কর্য প্রতীক কিংবা পাথরে খোদাই প্রাকৃতিক দেবদেবীর মূর্তি সত্যি রহস্যময় আর খোলা আকাশের নীচে অসীম গভীর সবুজের মাঝবরাবর অজস্র জলপ্রপাত ঝরনার চারদিকে ছড়িয়ে আছে 'এক কোটির থেকে এক কম' এই ঊনকোটির আশ্চর্য ভাস্কর্য। স্থানীয় ককবরক ভাষায় একে বলে সুব্রাই খুং। জানা গেল ২০২২ সালে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অস্থায়ী তালিকায় রাখা হয়েছিল একে। অদ্ভুত এ জায়গা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার ঊনাকটি জেলার প্রধান পর্যটন স্থান।

প্রাকৃতিক এ ত্রিপুরার রঘুনন্দন পর্বতশ্রেণির মধ্যে একটি পাহাড়ে এ খোদাই ভাস্কর্য রয়েছে। আমরা অবলীলায় এই ঘন সবুজের ভিতর পাথরের ছায়াশরীরে ঢুকে গেলাম। গেটপাস বা টিকিটের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাথুরে পুরোনো শুকনো শ্যাওলা ধরা সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করলাম। জানা যায় এখানে নিরানব্বই লাখ নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বইটি মূর্তি পাওয়া গেছে।

ঊনকোটি রাজধানী আগরতলা থেকে ১৭৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। কৈলা শহর থেকে ৮ কিমি দূরত্ব এর। সেই কৈলা শহরের একজন ছড়াকার তরুণ অমর আমাদের সঙ্গী হয়েছিল সেদিন। দিব্যেন্দু তো ছিলই। অদ্ভুত ছায়ামাখা বিরাট বিরাট কালো ধূসর পাথরের চাঁই।

প্রাকৃতিক এ ত্রিপুরার রঘুনন্দন পর্বতশ্রেণির মধ্যে একটি পাহাড়ে এ খোদাই ভাস্কর্য রয়েছে। আমরা অবলীলায় এই ঘন সবুজের ভিতর পাথরের ছায়াশরীরে ঢুকে গেলাম। গেটপাস বা টিকিটের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাথুরে পুরোনো শুকনো শ্যাওলা ধরা সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করলাম।

দু'পাশে অরণ্য, চড়াই উতরাই পেরিয়ে প্রায় আনুমানিক ৫০০/৬০০ সিঁড়ি ধরে ওঠা নামা চলল আর অদ্ভুত এ মূর্তিগুলির রহস্যভেদ করার ইচ্ছেয় গল্প কাহিনী কিংবদন্তি জেনে নিলাম। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, ভগবান শিব একবার কাশী যাওয়ার পথে এখানে একটি রাত কাটিয়েছিলেন ৯৯,৯৯,৯৯৯ দেবদেবী তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে কাশীর দিকে যেতে বলেছিলেন। দুর্ভাগ্য এমনই যে, ভগবান শিব ছাড়া কেউ জেগে ওঠেনি। তিনি একাই কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করার আগে অন্যদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তারা পাথরে পরিণত হবে। আর এভাবেই জায়গাটির নাম হয়েছিল ঊনকোটি।

স্থানীয় আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে, এই মূর্তিগুলির নির্মাণ করে কাল্লুগুর্জার। তিনি পার্বতীর ভক্ত। শিবপার্বতীর সঙ্গে সে কৈলাসে যেতে চেয়েছিল। শিব একটি শর্ত দেন, কৈলাসে সে যেতে পারে কিন্তু তাকে এক রাতের মধ্যে এক কোটি শিবের মূর্তি তৈরি করতে হবে। কাল্লু তখনি কাজে লেগে যায়। ভোর হলে দেখা গেল মূর্তিগুলির মধ্যে 'এক কোটির থেকে একটি মূর্তি' (ঊনকোটি) কম।

ব্যাস, কাল্লুর কাছ থেকে শিব রেহাই পেয়ে মূর্তিগুলো ঊনকোটিতে রেখে যান।

যত মিথই থাক, বোঝা যায় অদ্ভুত নিপুণ ভাস্কর কর্তৃক এ মূর্তিগুলি নির্মিত।

কত শতাব্দী ধরে যে এ গঠন চলেছে তাও গবেষণার বিষয়। তবে স্থানীয় অধিবাসী, সিকিউরিটি গার্ড বা ধর্মনগরের 'জলজ' পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সন্তোষ চক্রবর্তীও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতিচারণে বলেন, বহু মূর্তি লুট হয়ে গেছে। কিছু মূর্তির কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। দেবতার পাশাপাশি বহু জীবিকার মানুষমূর্তিও সেখানে ছিল। যেমন গোরু নিয়ে যাওয়া গোয়ালা বা রাখাল, গাছের ডালে কাক ইত্যাদি, সেগুলো কালের অতলে তলিয়ে গেছে।

এখানকার বহু মানুষের ধারণা, প্রাচীনকালে কোনও রাজার দণ্ডাদেশে কোনও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনও শিল্পীমানব তাঁর জীবন দিয়ে গড়ে গেছেন এসব অবিশ্বাস্য বৃহৎ ও নিপুণ শিব, নটরাজ, দেবী দুর্গা, মহিষাসুরমর্দিনী রূপ ও নানা শৈল্পিক ভঙ্গির গণেশমূর্তি ও নানা দেবদেবীর মূর্তি। দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

ঝরনার জলের ধারে কোনও কোনও মূর্তির পুজোও হয়। কিছু মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়েছে বাগান, গাছ বা পুজো প্রচলনে।

শান্তির জায়গা ত্রিপুরায় আজও পর্যটক আসে এই গহন পাহাড় শ্রেণির ভিতর এ মূর্তিগুলির রহস্য ও কালো পাথরের রূপসজ্জা দর্শন করতে। আর মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ফিরেও যায়। ত্রিপুরার বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন, মন্দির আর কবিগুরুর অদ্ভুত সংযোগ ও আত্মীয়তায় এ রাজ্য কখন নিজস্ব হয়ে ওঠে।

ঊনকোটি ত্রিপুরার বহু আশ্চর্যের মধ্যে একটি। চারদিকে যখন অবিশ্বাস দুর্বিনীত মানুষের ভিড়, ওরই মাঝখানে ত্রিপুরার মানুষের ভালোত্ব মহত্ত্ব খুঁজে নিয়ে ঊনকোটির সে পাহাড়শ্রেণির নির্জনেই উচ্চারিত হয় ছড়াকার অমরের আয়োজনে সাহিত্য কথা, কবিতার পংক্তি, এমনকি ঊনকোটির সিকিউরিটি গার্ড পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগ দেন সাহিত্য উচ্চারণে। রহস্যময়তাকে সহজ করে দেন। আমরাও ফিরি ওই অসামান্য যাপন বুকের আখরে তুলে নিয়ে। সে সব ছবি হয়ে থাকে।

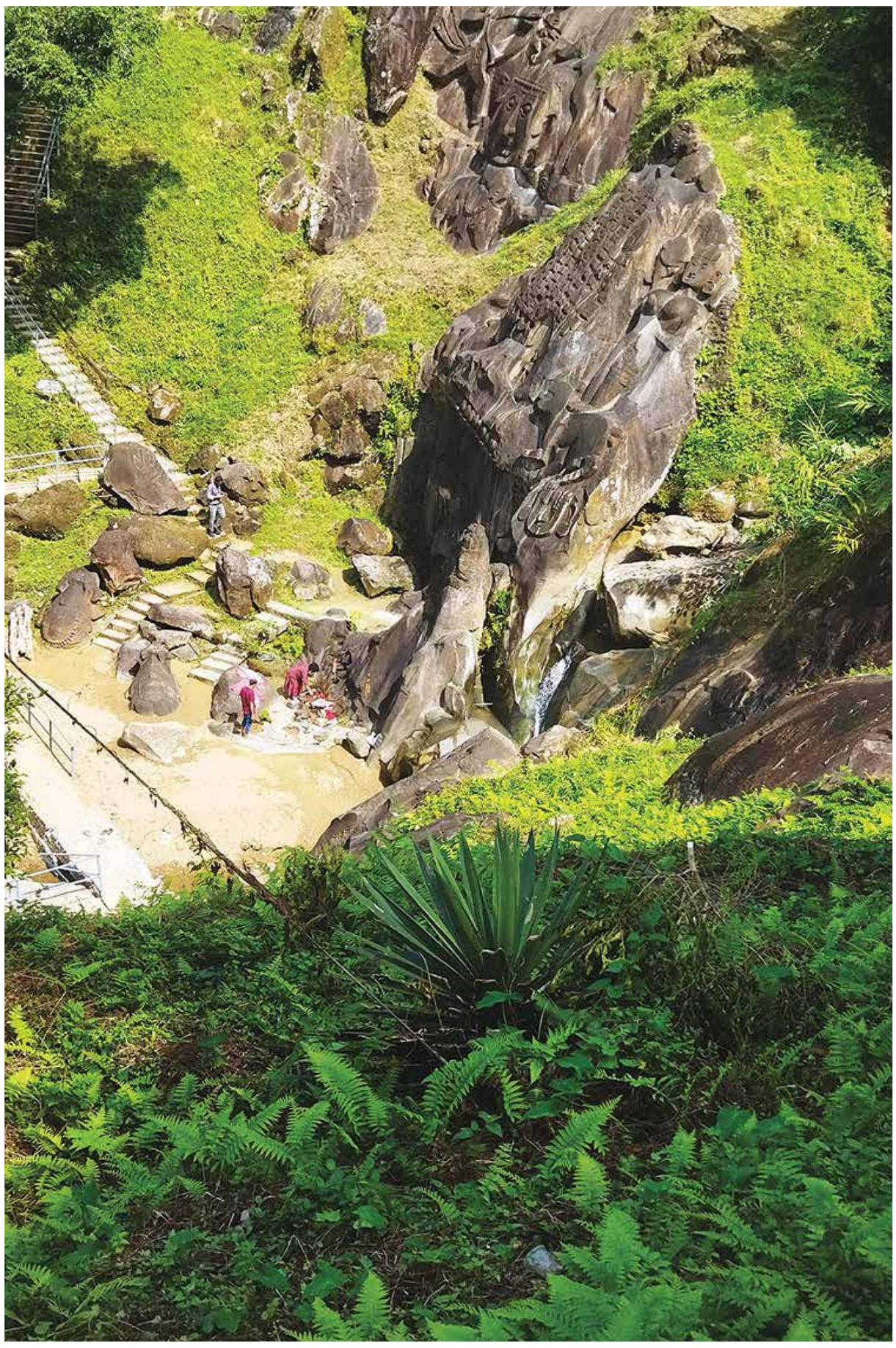

'গ্লোকাল' ভাবতে ভালোবাসি

তেরোর পাতার পর

নতুন বছরে দাঁড়িয়ে এটুকু হতাশার প্রকাশ খুব অন্যায্য নয় বোধহয়।

আমার কলেজ জীবন কেটেছে জলপাইগুড়ি শহরে, যার ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় ছাড়াও অন্য একটি পরিচয় উত্তরবঙ্গের, বিশেষত ডুয়ার্সের চা শিল্পের কেন্দ্রভূমি হিসেবে কারণ এখানেই একদা বড় বড় চা বাগানগুলোর এক বিরাট অংশের হেড অফিস ছিল। বিখ্যাত সব চা শিল্পপতিরা বাস করতেন এই শহরেই কিন্তু সময়ের স্রোতে আজ জলপাইগুড়ি চা বাগানগুলোর মূল কেন্দ্র নয়। বাঙালি চা শিল্পপতিরাও ধীরে ধীরে কেমন হারিয়ে গেলেন। যেহেতু উত্তরবঙ্গের মূল শিল্প বলতে চা, তো উত্তরের শহরগুলোই তো চা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল ভূমি হয়ে উঠতে পারে কিন্তু হল কই...! এই হতাশাটুকুও বোধহয় অনিবার্য। বনেদি শহর জলপাইগুড়ির অলিগলিতে আজ আর চা শিল্পের প্রলম্বিত ছায়াটুকু অনুভব করি না, একদা যা অনুভূত হত।

উত্তরবঙ্গকে তিন 'টি'-তে পরিচিত করানো যায়– টি-টিম্বার-ট্যুরিজম। তো এই তিন শিল্পকে ভিত্তি করে আমাদের স্বপ্নের এক উড়ান তো হতেই পারে আর সেই স্বপ্নের উড়ান যদি নিখুঁত হয়, আমার বিশ্বাস সুযোগসুবিধার প্রান্তিক বাধাগুলো স্বাভাবিকভাবেই সরে যাবে। বিখ্যাত এক চিন্তনবিদের কথায়– অর্থনৈতিক উন্নতিই বাকি সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। আমাদের মূল স্তম্ভ যে তিন শিল্প, তার ডানাতে ভর করেই 'আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে' কারণ আমি কেন্দ্রের সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে বাস করেও নিজেকে 'গ্লোবাল' এবং 'লোকাল'-এর সমন্বয়ে গ্লোকাল ভাবতেই ভালোবাসি।

আপাতত এই স্বপ্নটুকু, আকাঙ্ক্ষাটুকু নিয়েই তাকাই আগামীর দিকে।

উত্তরবঙ্গকে তিন 'টি'-তে পরিচিত করানো যায়– টি-টিম্বার-ট্যুরিজম। তো এই তিন শিল্পকে ভিত্তি করে আমাদের স্বপ্নের এক উড়ান তো হতেই পারে আর সেই স্বপ্নের উড়ান যদি নিখুঁত হয়, আমার বিশ্বাস সুযোগসুবিধার প্রান্তিক বাধাগুলো স্বাভাবিকভাবেই সরে যাবে। বিখ্যাত এক চিন্তনবিদের কথায়– অর্থনৈতিক উন্নতিই বাকি সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

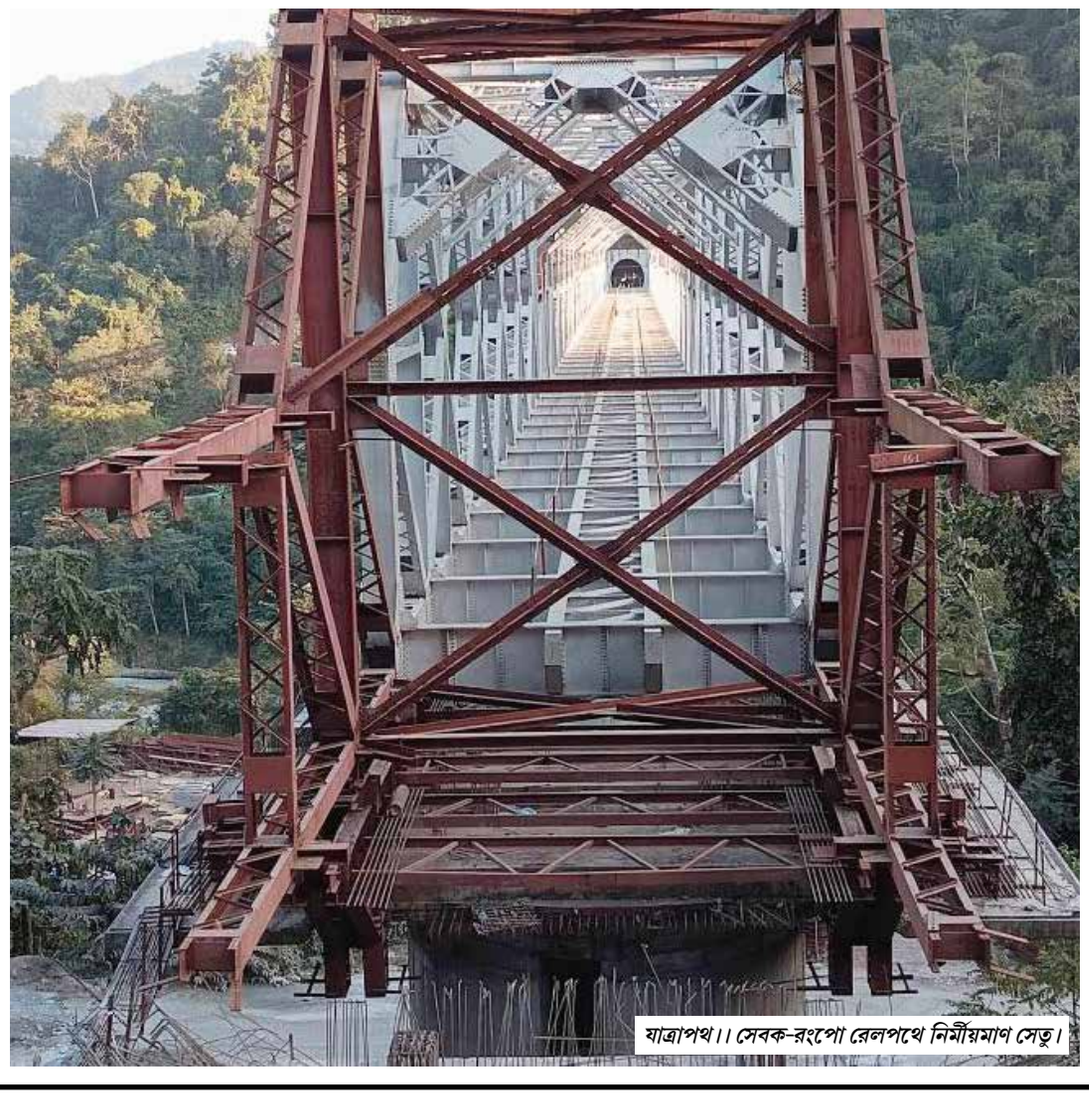

যাত্রাপথ।। সেবক-রংপো রেলপথে নির্মীয়মাণ সেতু।

দু'চোখ পেতেছে

তেরোর পাতার পর

কাজেই পর্যটন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর আশা থেকেই যায়।

দক্ষিণবঙ্গে তরুণী চিকিৎসকের হত্যার মতো ভয়াবহ নারী নির্যাতনের ঘটনায় এই বঙ্গও কিছু পিছিয়ে নেই। এই সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের স্বাধীন ও নিরাপদ জীবন আদৌ সম্ভব কি না জানা নেই তবু শীত ঋতুর কুয়াশা যখন চা বাগান আর ধানবতী মাঠ ভাসিয়ে ভ্রান্ত ভূগোল রেখা মুছে সময়ের রাস্তা ধরে এসে দাঁড়ায় তাদেরই সামনে, যারা ভালোবাসে এই পৃথিবীর আপামর মুক্ত স্বাধীন সত্যকে, মানুষের বাঁচা মরা যাদের এখনও ভাবায়, যাদের ভালোবাসা এখনও গোলাপে ফোটে, তাদের গানের আখরে আজও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে উত্তরবঙ্গের। আস্থা হারানো মন আর দু'চোখের অগাধ শূন্যতা নিয়ে সে দাঁড়িয়েছে আবার।

স্বপ্ন দেখছে অপূর্ব নদীগুলি নাব্যতা ও প্রাণ পেয়েছে, নারীরাও নদীর মতন 'পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ' এই গান বা তত্ত্বে ভেসে না গিয়ে সত্যি হয়ে উঠেছে উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত মানচিত্রের সীমানা ছাড়িয়ে। নতুন করে স্বপ্ন দেখবে বলে সে দু'চোখ পেতেছে।

অনন্ত তৃষ্ণা

তেরোর পাতার পর

পাঠকরা জানেন না তাঁদের হাতের কাছেই লেখক কবিরা। তাঁদের সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্ট-এ বাস করেন। এ বিষয়ে এক কবিবন্ধু বললেন, 'তা কেন? কে লিখছেন, কী লিখেছেন, এসব খুঁজে নেওয়া পাঠকের দায়িত্ব।' বেশ। না হয় তাই-ই হল।

পাঠকদের তো জানতে হবে কী বই বেরোল, কার বই? কোন প্রকাশনা থেকে? প্রকাশকের দায়িত্বটি কিন্তু থেকেই যায়। প্রোমোট করতে হবে। এখন তো আমাদের এই বঙ্গে বেশ কিছু প্রকাশনী খুলেছে। পাণ্ডুলিপির ঝাঁপি নিয়ে এখানে ওখানে দৌড়াতে হচ্ছে না। অনেক প্রকাশক নিজের উদ্যোগে, নিজের আইডিয়ায় করে ফেলছেন নতুন নতুন বইয়ের সম্ভার। এই অভিনব উদ্যোগে শামিল করছেন কবি-লেখকদের। খুব আশাব্যঞ্জক। স্বপ্নকে সত্যি করার কারিগর তাঁরা। সুতরাং, স্বপ্ন দেখা আর তাকে সত্যে রূপায়িত করার মধ্যে দূরত্ব কমছে। পাঠক-লেখক-প্রকাশকের একটা সুন্দর সহাবস্থানের স্বপ্ন তো দেখাই যেতে পারে। কী বলেন?

গুছিয়ে গুছিয়ে যে ক্রেতা সারাবছরের রসদ সঞ্চয় করছিলেন, তাঁর কাছে স্থানীয় লেখকদের বই পৌঁছে যাওয়ার উপায়টি চাই। তিনি বইয়ের কাছে আসুন অথবা বই তাঁর কাছে পৌঁছে যাক। এই বিজ্ঞপ্তি সর্বাত্মকভাবে সার্থক হোক, এটুকুই চাওয়া।

লোকটা

সুনন্দ অধিকারী
আঁকা : অভি

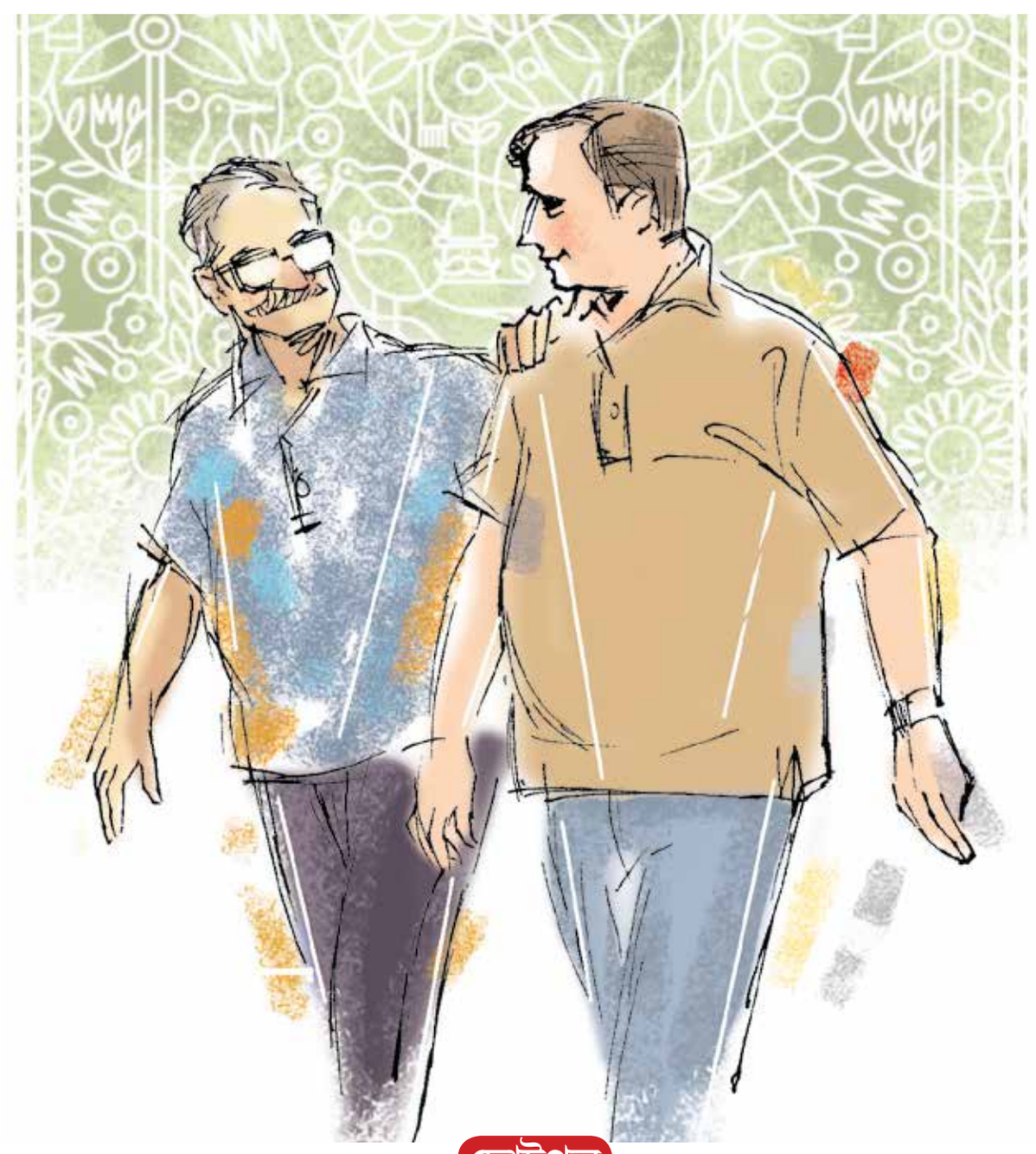

ছোটগল্প

এই পর্যন্ত শুনে আমার মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগল। ঝাঁঝাঁ করে উঠল কানটা। সেটা ট্রিলিয়নের পরিমাণ আমার মতো গোবর পোরা মাথায় আন্দাজ করতে গিয়ে। নাকি আমেরিকার বাজেট হয় শুনে। তা বলতে পারব না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে তিন পেগ মতো হুইস্কি পেটে পড়লে যেমন একটা ঝিমঝিম অবস্থা হয়। মনে মনে একটু বড় যোগ-বিয়োগ করতে গিয়ে গুলিয়ে যায় সব।

লোকটার সঙ্গে আমার দ্যাখা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে। আমাকে দেখতে পেয়েই আলাপ করল যেচে এসে। আলাপ বলা ভুল হবে। কথা বলা শুরু করে দিল একবারে। যেন চেনা কতদিনের। অথচ আমি কোনওদিন দেখিনি তাকে।

"এত সকাল সকাল হাঁটতে চলে এসেছো! কাল তো সারারাত ঘুমোওনি। কীসব যেন লিখছিলে...।"

আমি অবাক! আমি তো একাই ছিলাম বাড়িতে। তবে এটা ঠিক কাল সারারাত আমি ঘুমোইনি। বেশ ক'দিন ধরেই একটা প্লট ঘুরছিল মাথায়। কিন্তু সেটাকে জব্দ করতে পারছিলাম না কিছুতেই। কাল খেয়েদেয়ে শুতে যাব। হঠাৎ সেটা ছবির মতো ফুটে উঠল সামনে। আমিও আর দেরি না করে বসে গেলাম লেখার টেবিলে। কিন্তু...

লোকটা পড়ে ফেলল আমার মনের কথা।

"কি অবাক হচ্ছো তো! ভাবছ আমি কী করে জানলাম গতরাতের কথা। আবার এখন তুমি কী চিন্তা করছ। সেটাও বুঝে গেলাম আমি। শোনো এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি হ্যামলেটের গল্প জানো তো। সেখানে হ্যামলেট তো নিজে মুখেই বলেছিল, 'টু বি। অর নট টু বি। দ্যাট ইজ দি কোয়েশ্চন।' এখানেও ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম।"

"মানে!" এবার আমার ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। লোকটা বোধহয় এটাও বুঝে ফেললে।

"আরে এত সোজা একটা জিনিস বুঝতে পারছ না। কেন অযথা কঠিন করছ বিষয়টা। আমরা বাইরে একা হলেও, আদতে কেউ আমরা একা নই। তোমার সঙ্গে একজন আছে। আমার সঙ্গে একজন আছে। পৃথিবীর সব মানুষের সঙ্গে আরও একজন মানুষ থাকে। হ্যাঁ। তাকে বাইরে থেকে দ্যাখা যায় না ঠিকই। কিন্তু সে থাকে। আর সে থাকে বলেই এত কবিতা এত গান এত গল্প এত সুর এত চিত্র এত ভাস্কর্য এত নাটক এবং আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে চলেছে বিরামহীনভাবে। তবে আমাদের ভেতরের সেই লোকটা যদি কোনওদিন মরে যায়। তাহলে কিন্তু সব বন্ধ হয়ে যাবে রাতারাতি।"

না আর প্রশ্রয় দেয়া যায় না। এবার প্রতিবাদ করে উঠি আমি।

"কী যা তা বলছ তখন থেকে। ভেবেছ কিছুই বুঝি না। তুমি আসলে একটা চোর। ঠগবাজ। ধান্দাবাজ এক নম্বরের। যা মনে আসে তাই বলে একটা ঢিল ছুড়ে দাও লোকের দিকে। আর সেটা মিলে গেলেই। ঠিক আজ সকালে যেমন এসেছ আমাকে টার্গেট করে।"

ভাবলাম আমার এইকথা শুনে লোকটা রেগে যাবে খুব। দারুণ চোটপাট করে উঠবে আমার ওপর। পারলে এই মারি কি সেই মারি।

কিন্তু না। একদম উলটো হল ব্যাপারটা। ঠিক জোঁকের গায়ে নুন দিয়ে দিলে তার যা অবস্থা হয়। লোকটারও ঠিক তাই হল। না। বাইরে রক্ত দ্যাখা গেল না ঠিকই। কিন্তু বুঝলাম যে লোকটার ভেতরে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমার কেমন অপরাধী লাগল নিজেকে। মনে হল লোকটার কিছু না জেনে তাকে চোর ঠগবাজ বলে আমিই অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু তূণীরের তির। আর মুখের কথা। একবার বেরিয়ে গেলে তো আর ফেরানো যায় না তাকে। এখন কী করি। চিন্তায় পড়ে গেলাম খুব।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কথা নেই কারও মুখে। তারপর হঠাৎ একটু দূরে আমার চোখে পড়ে গেল একটা কাঠচাঁপা গাছ। তার পাশেই একটা ফাঁকা কাঠের বেঞ্চ। অবশ্য এত সকালে কে আর এসে বসবে সেখানে। তবে তার ওপর সদ্য ঝরে পড়া দুটো টাটকা ফুল। আর ওই ফুল দেখতে পেয়েই একটা মতলব খেলে গেল আমার মাথায়। আমি তাকে বললাম, "চলো ওই ফাঁকা বেঞ্চটায় গিয়ে বসি। ঝগড়া না করে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক দুজনে। কি রাজি?"

এই কথা শোনার পর দেখলাম তার মুখের ওপর জমা মেঘটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। মনে হল সেও বোধহয় মনে মনে এইরকমই কিছু একটা ভাবছিল। কিন্তু আমার ওই রুদ্রমূর্তি দেখে ঠিক সাহস করে উঠতে পারছিল না বলতে। এই প্রথম সে আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। কী বলব। বুকটা আমার ছ্যাঁত করে উঠল মুহূর্তে! লোকটা কে? তবে আমাকে ভাবার সুযোগ না দিয়েই সে বলে উঠল, "চলো, ওই বেঞ্চটাতে গিয়েই বসা যাক আপাতত। কথা হোক কিছু সুখদুঃখের।"

কথাটা আমার অন্তরকে একেবারে দুলিয়ে দিল! শিহরন খেলে গেল মনটায়! মনে মনে এই ভেবে খুশি হলাম যে, লোকটা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। ওর উদ্দেশে বলা আমার নেতিবাচক কথাগুলো মনে রাখেনি একদম। তবেই না বলছে আমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলবে। আমি আমার ডানদিকে পড়ে থাকা চাঁপা ফুলটা তুলে ওর হাতে দিলাম। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁ দিকের ফুলটা তুলে উপহার দিল আমাকে। সঙ্গে একটা মিষ্টি হাসি। আর তারপরই বলে উঠল, "আচ্ছা বলো তো দেখি। আমাদের সিপিইউ কে?"

আমি কাঁদব। হাসব। নাকি সজোরে চিৎকার করে এই ব্রাহ্ম মুহূর্তের যুগপৎ নীরবতা ও অসীম বাত্ময়তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেব চরাচরে...! আর সে আঘাতে দিকচক্রবাল ভেঙে পড়বে ধরিত্রীর বুকে। আর তখনি একটা মহাপ্রলয় ঘটে যাবে পৃথিবীতে। আমি কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছি না এখন কী করা আমার কর্তব্য।

লোকটা অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। বোধহয় ভেবেছিল আমি তার প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু যখন দেখল বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু তারপরও আমি নীরব। তখন হ্যা-হ্যা করে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলে উঠল।

"পারলে না তো। জানতাম পারবে না। তোমার ঘটের। থুড়ি মাথার আকৃতি দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি মানুষটা নিতান্ত গবেট। তবু ভাবলাম অনেক সময় তো ভুলও হয় বুঝতে। তাই একবার কথা বলেই দ্যাখা যাক। অবশ্য মানুষের আকৃতি পেলেই কি আর মানুষ হয় সবাই। মানুষ তো আর গোরু, ভেড়া, বাঘ, সিংহ নয়। সে এক এবং অদ্বিতীয় মানুষ।"

এবার আমার রক্ত চড়ে গেল মাথায়। হয় লোকটাকে আমি খুন করে ফেলব। নতুবা নিজেই আত্মহত্যা করব ওই চাঁপাগাছে ঝুলে।

"আহা এত উত্তেজিত হও কেন! সহজ সরল একটা প্রশ্ন করলাম তোমাকে। আর তাতেই তুমি এত রেগে গেলে? না না। এ একদম ভালো নয়। এত রাগ করে নাকি কেউ একটা সামান্য ব্যাপারে। রাগই মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু জানো তো।"

আবার আমি অবাক! লোকটা কি মনের কথা পড়তে জানে নাকি? নিশ্চয়ই জানে। না হলে আমি মনে মনে রেগে গেলাম। অথচ আচরণে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেল না। কিন্তু সেটাও ধরে ফেলল লোকটা। কে লোকটা?

আমি ওর উপহার দেওয়া ফুলটা নাকের কাছে নিয়ে ভালো করে তার গন্ধ নিলাম। একবার। দু'বার। তিনবার। আর ওই তিনবারে পৌঁছে বুঝলাম ওই ফুলটার সৌরভের মধ্যে একটা ব্যথার সুবাসও জড়িয়ে আছে তীব্র ভাবে! তবে সে সুবাস ঠিক বৃন্ত থেকে জোর করে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো সম্পূর্ণটাই ব্যথার নয়। সে গন্ধে মিশে আছে এক বেদনাসঞ্জাত আনন্দ! আসলে এটা তো চাঁপাগাছটা নিজেই উপহার দিয়েছে পৃথিবীর মানুষদের। আমার মনটা এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে গেল। এবারও লোকটা বুঝে নিল আমার গোপন কথা।

"কি এবার শান্ত হয়েছে মনটা। তবে আমার প্রশ্নের উত্তর আমিই তোমায় দিয়ে দিচ্ছি শোনো। আচ্ছা তবে তার আগে আরও একটা প্রশ্ন করি তোমায়। অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও তবেই।"

আমি অনুমতি দিলাম। লোকটা হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করল, "ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে রহস্যময় জিনিস কোনটা?"

এবার আমি আর সময় নিলাম না এক মুহূর্ত। ওর প্রশ্নটা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলাম, "এটা একটা প্রশ্ন হল। ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে রহস্যময় জিনিস হল গিয়ে মহাকাশ!"

"জানতাম তুমি এই উত্তরটাই দেবে। এবং যথারীতি ভুল করবে। সবাই এই উত্তরটাই দিয়ে থাকে।"

"মহাকাশ নয়? তাহলে কী?"

"তাহলে হল গিয়ে মাথা। মানুষের মস্তিষ্ক। আর ওটাই হল গিয়ে আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং চোদ্দোশো গ্রাম ওজনের জটিলতম বস্তুও বটে।"

আমি স্তব্ধ। নির্বাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এবার লোকটা বলে চলল তার মতন। নিজেই প্রশ্ন করছে। আবার উত্তরও দিচ্ছে নিজেই।

"আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি, সেই মিল্কিওয়ের দূরত্ব কত জানো? ভুল হল। দূরত্ব নয়। দৈর্ঘ্য। একলক্ষ আলোকবর্ষ। যদি আলোর গতিতেও আমরা সেটা পেরোতে চাই। তাহলে তার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছোতে আমাদের সময় লাগবে একলক্ষ বছর।

মিল্কিওয়েতে কমবেশি একশো বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। আর আমাদের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা ছিয়াশি বিলিয়ন। একটা নিউরনের সঙ্গে তার আশপাশের নিউরনের দশ হাজার সংযোগ থাক। তাই পুরো মস্তিষ্ক মিলিয়ে সেই সংযোগের পরিমাণ একশ ট্রিলিয়ন। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ। এক বিলিয়ন মানে একের পরে ন'টা শূন্য। গোদা বাংলায় একশো কোটি। আর এক ট্রিলিয়ন হল একের পরে বারোটা শূন্য। আমেরিকার বাজেট হয় ট্রিলিয়নে।"

এই পর্যন্ত শুনে আমার মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগল। ঝাঁঝাঁ করে উঠল কানটা। সেটা ট্রিলিয়নের পরিমাণ আমার মতো গোবর পোরা মাথায় আন্দাজ করতে গিয়ে। নাকি আমেরিকার বাজেট হয় শুনে। তা বলতে পারব না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে তিন পেগ মতো হুইস্কি পেটে পড়লে যেমন একটা ঝিমঝিম অবস্থা হয়। মনে মনে একটু বড় যোগ-বিয়োগ করতে গিয়ে গুলিয়ে যায় সব। রাস্তা পেরোতে গিয়ে ঠিক ঠাওর করা যায় না গাড়ির দূরত্ব। হেডলাইটগুলোকে কেমন বড় বড় তারার মতো লাগে। এইসব মেলানো একটা কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি। লোকটা কিন্তু তার বলা থামাল না। সে বলে যেতে লাগল তার মতন।

"জানো তো। আমরা যে নানারকম কাজ করি তার জন্য আমাদের মাথায় আলাদা আলাদা জায়গা আছে। আর ওইসব উঁচুদরের কাজগুলো দেখে সেরেব্রাল কর্টেক্স। এছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার আছে বুঝলে।"

কী যে বুঝলাম। আর কীই বা বুঝছি। সে আমিই জানি। তবে আমার বোঝাবুঝির তোয়াক্কা করে কে।

"..আমাদের মাথা দু'ভাগে ভাগ করা। তবে ডান মাথা আর বাঁ মাথা পুরো একরকম। এদেরকে বলে হেমিস্ফিয়ার। তাদের কাজের ধরন কিন্তু খুব মজার। ডানদিকেরটা কন্ট্রোল করে আমাদের শরীরের বাঁ দিকের অংশ। আর বাঁ হেমিস্ফিয়ারের দায়িত্ব হল দেহের ডানদিকের ফাংশানগুলো দ্যাখা। নর্মালই অবশ্য একে অন্যের পরিপূরক। এদেরকে দুজনকে জুড়ে রেখেছে করপাস ক্যালোসাম।"

"কী বললে? ক্যালিপসো। আরে ওই নামে তো রাম আছে একটা।"

"আহ্! একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা চলছে। তুমি আবার তার মধ্যে রাম-বাম আনছ কেন? অবশ্য পাতাল বা স্বর্গ যাই বলো। সবই ওই মাথারই কারসাজি। তারপর যা বলছিলাম।"

আবার তার কথাস্রোত বইতে লাগল তোড়ে। বালির বস্তায় কি আর সেই প্রবাহ আটকানো যায়।

"শোনো বারবার বাধা দিও না। আমার হাতে সময় খুব কম। তাই এবার যা বলব সেটাই সবচাইতে আশ্চর্যের। এইবার ধরা যাক কোনও কারণে মাথার ওই দু'দিকের জোড় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অথবা রেয়ারেস্ট অফ দি রেয়ার কেস। মানে যে বিচার করে তোমরা আসামির প্রাণদণ্ড দাও। সেই রকমই কোনও কারণে রোগীর চিকিৎসার স্বার্থেই তার ওই জোড় বিচ্ছিন্ন করতে হল। যেহেতু দু'মাথার আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে। তখন কিন্তু সেই মানুষটার ডানমাথা একরকম বলবে। আবার বাঁ মাথা সম্পূর্ণ উলটোটাও বলতে পারে। বাস্তবেও এরকমই এক মানুষের কথা বলেছেন পৃথিবী বিখ্যাত এক স্নায়ুবিজ্ঞানী। তুমি জানো সেটা?"

এতক্ষণ আমি লোকটার কথা শুনছিলাম। নাকি শুনছিলাম না। সত্যি বলতে এর উত্তর আমি নিজেও দিতে পারব না। তবে একটা জিনিস বলতে পারি। কোনও ভ্রমর আশপাশে থাকলে যেমন একটা গুনগুন আওয়াজ সবসময় আসতে থাকে কানের ভেতর। আমার কানেও তেমনি একটা শব্দস্রোত বয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। তবে একেবারে শেষকালে করা লোকটার প্রশ্নটা আমি স্পষ্ট শুনেছি। তাই উত্তরে বললাম।

"না জানি না তো।"

"তাহলে জেনে নাও। সেই স্নায়ুবিজ্ঞানীকে সেই রোগীর ডান হেমিস্ফিয়ার বলেছিল, সে গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী। অথচ সেই মানুষটারই বাঁ হেমিস্ফিয়ারের উত্তর ছিল, সে নাস্তিক।"

"মানে! সেই তখন থেকে কীসব...।"

আমার কথা শেষ করতে দেয় না লোকটা। সেই রেশ ধরেই বলে ওঠে।

"না। কোনও উলটোপালটা বকছি না আমি। বিশ্বাস না হয় নিজেই খোঁজ নিয়ে দেখো। তবে তোমার মাথায় যে এতসব কিছু ঢুকবে না সেটা আমি তোমাকে দেখেই আন্দাজ করেছিলাম। গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া হয় না। সে আমি বিলক্ষণ জানি। তবু চেষ্টা করে দেখলাম একবার। যাক। কি আর করা। তবে আশা করি একটা জিনিস তোমার মাথায় ঢুকবে। ঢুকবেই।"

"কী জিনিস?"

"একজন ভিখিরিরও অতীত নিশ্চিত। অথচ একজন সম্রাটেরও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ!"

"কী সম্বুদ্ধবাবু। আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি মর্নিং ওয়াকে চলে এসেছেন। আবার এর মধ্যে পাক কমপ্লিট করে বিশ্রাম নিচ্ছেন বেঞ্চে বসে। তা ভালো। আমিও রোজ ভাবি আরও একটু আগে উঠব। কিন্তু ওই যে অ্যালার্মটা বন্ধ করে আর একটু শোয়ার লোভ ছাড়তে পারি না কিছুতেই। আর তাতেই দেরি হয়ে যায়। কিন্তু একটা কথা বলুন তো। আপনি একটু আগে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? আমি কাছাকাছি এসে দেখলাম আপনার মুখ নড়ছে। অথচ আপনার আশপাশে তো কাউকে চোখে পড়ল না!"

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কী দেব। আমার দৃষ্টি এখন দূরে মাঠের প্রবেশ পথে। যেখানটা এই শীত বিদায় কালে এখনও কুয়াশার চাদরে ঢাকা। কিন্তু ওই কুয়াশার ভেতর দিয়ে কেউ একজন চলে যাচ্ছে না...

এডুকেশন ক্যাম্পাস

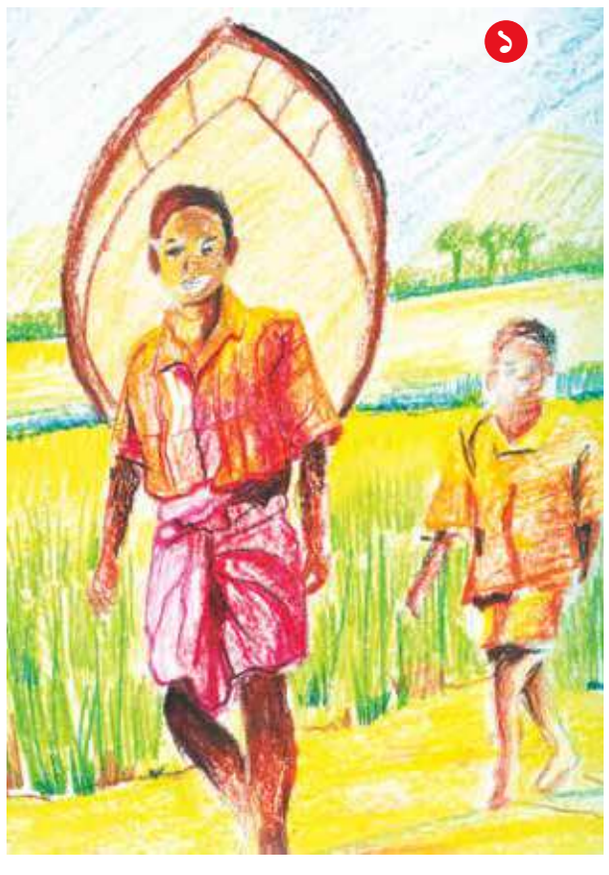

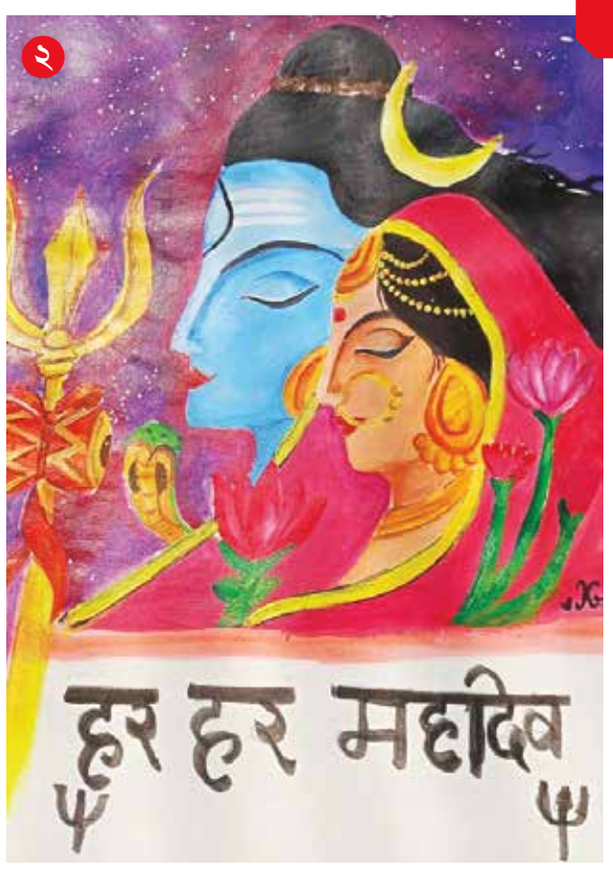

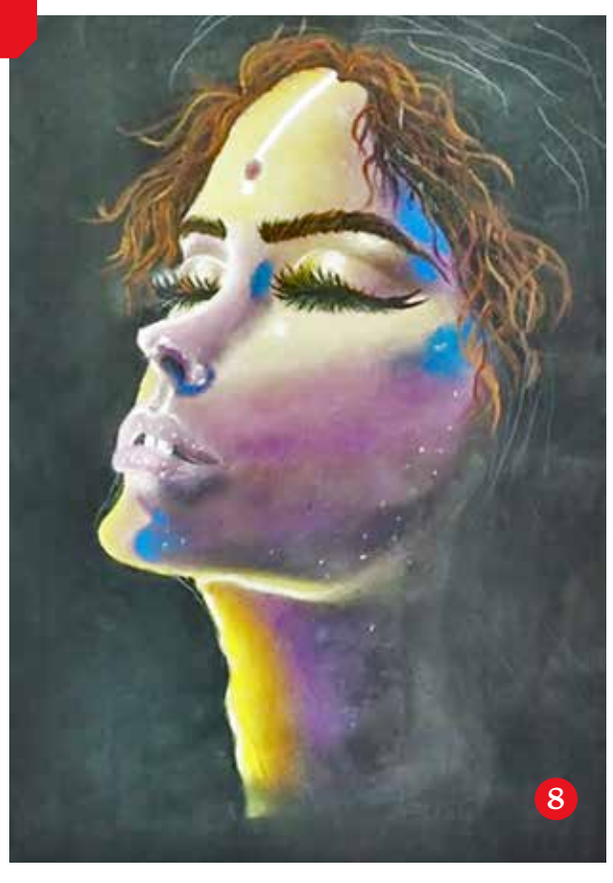

১) কিয়াশ মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল।
২) কৃতী সাহা, অষ্টম শ্রেণি, বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।
৩) শ্রেষ্ঠা পাল, নবম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
৪) অদ্বিতীয়া দাস, অষ্টম শ্রেণি, রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির (সিবিএসই) ।

সপ্তাহের সেরা ছবি

দুঃসহ।। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায় ভেঙে পড়া বিমানের দ্বিতীয় ইঞ্জিনটি। - এএফপি

কবিতা

সাতক্ষীরার ধানবউ
মৈনাক ভট্টাচার্য

খাঁ খাঁ মাঠ,
ধানবউ ধানবউ বলে কত দাপাদাপি।
জমিভেজা হাজা ধরা পা, রোদপোড়া খিদের শরীর-
আইবুড়ো থেকে টলোমলো ধানদুধ সফর
ফসল সোহাগের সবটুকু জানে এই সাতক্ষীরা

খাঁ খাঁ মাঠ,
বছরকীর ধানবউ মৌলবিচালির মোথা হয়ে
পড়ে আছে বুকের হাপরে,
বহুব্রীহির মাস, অঘ্রান নিষ্ফলা করার এত যে বিচ্যুতি
কে জানত?

কে জানত?
ফলানো সোনা ক্রসেডের ধান হলে
খেলা করে কানামাছি কান্নার চোখে

জলদাপাড়া
সুবীর সরকার

বিষণ্ণতা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা জনপদ।
সেখানে বাঘের ডাক।
সেখানে ভাঙা হাটে ছড়িয়ে থাকে মাটির
পুতুল
নদী শিশামারা শিস দিলে দুলে ওঠে
সুপারিবাগান
আর জলের ওপর ছায়া ফেলে ফরেস্ট
জলদাপাড়া।

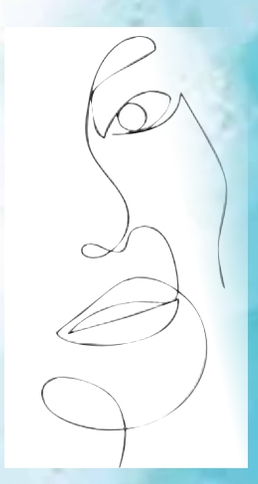

ভিজে পালক ও নতুন সূর্যালোক
রবীন বসু

রাত্রিচর পাখিদের ভিড়ে আমার যাবতীয় দুঃখ
হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে; কুয়াশায় ভিজছে ভাঙা সাঁকো
তাকে দেখছে নির্লজ্জ চাঁদ—
পেঁচা চোখে পিচুটি নিয়ে উড়ে যায় অন্ধকার ডালে
ঠিকানাহীন মানুষ উৎখাত হচ্ছে, সীমান্তের সুড়ঙ্গ
ধরে কুঁজো হয়ে কাঁটাতার পার হতে গিয়ে
ধরা পড়ে লোহার গারদে ঢোকে!
অবলম্বনহীন এই অন্ধকার, মৌলবাদী আগ্রাসন—
টুঁটি টিপে ধরে মানবতার! আমরা আজ অসহায়!
রাত্রিচর পাখির ঠোঁটে ইতিহাস প্রতিলিপি খোঁজে
পথে পথে দেশে দেশে অজানা আতঙ্ক কাঁপে
ভিত ভেঙে চুরমার, অবশিষ্ট সৌধ ধ্বংসস্তূপ—
তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি
মানুষ তাকিয়ে আছে, মানুষ খুঁজছে কিছু—
রাত্রি শেষ হোক! কুয়াশায় ভিজে যাওয়া পালক
নতুন সূর্যালোকে গা-শুকিয়ে উড়ে যাক দ্রুত!

তখন গভীর রাত
তাপস ওঝা

স্থিতি খুঁজে খুঁজে পূর্ণতম হবে ভেবে
গান রচনা করছিল বিষণ্ণ বাউন্ডুলে!
দস্যুদের নিন্দে করে করে গান রচনা
করছিল সে –
গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে পুতুলের মতো
ঘাড় নাড়ছিল তখন কয়েকটি পোষা বৃক্ষ,
সংযম পালন করে
খিলখিল করে হেসে উঠছিল
না-ফুটে-ওঠা ফুলগুলি।

অলংকার আর ব্যঞ্জনার সবটুকু নিয়ে
বেয়াড়া মৃত্যু ছদ্মবেশে এগিয়ে আসতে আসতে
স্থিতিরই সুর গুনগুন করছিল তখন।

‘ইচ্ছে গাঁও’ এর সারাৎসার
জয়তী ঘোষ

কে যেন বলেছিল,
মানুষের ভালো লাগার ইচ্ছেগুলো
ভালোবাসার ইচ্ছেগুলো
বেঁচে থাকে শুধু ‘ইচ্ছে গাঁও’ এ!
এখানে বিস্তীর্ণ পাইনের বনের নরম ছায়ায়
পরিযায়ী আমি, বেড়াই এক বুক বিষণ্ণতায়...

পাইনের ঝরা পাতার নরম গালিচায়
পা দুখানি ডুবে যায় আয়েশে...
নাম না জানা পাখির অনুপ কূজন
পাইনের পাতায় শিরশিরে শিহরন
কখন যেন, বিষাদকে দিই বিসর্জন !

পাইনের গায়ে লেখা যেন সময়ের এপিটাফ
...
ভালো লাগার আবেশে রোমাঞ্চিত
আমি, ভিজে যাই ভালোবাসায়!
কুড়িয়ে নিই ভালো থাকার রসদ।

বাঁশি
দীপশেখর চক্রবর্তী

হাওয়ায় এসেছি এতদূর
হাওয়ায় মিলিয়ে যাব দ্রুত

তার মাঝে
দুয়েকটি পাতা, ফুল
কিছুদূর বয়ে নিয়ে যাওয়া

যদি ভালো লাগে তার
যদি পুনরায় সে ঘর ছেড়ে আসে।

মর্মন্তুদ
অমিতাভ সরকার

কথাগুলো আজ বড্ড বেমানান
রাস্তাটা মেঘ দেখলে পোশাক বদলাচ্ছে
এসব তো আগেও ছিল
দেখে দেখে আর কিছু মনে হয় না
রোজ রোজ ফোন হাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুম পেয়ে যায়
একটু জল খেয়ে আসি
জঙ্গল দেখলে অক্ষরের পাদদেশে ক্ষোভ নামে- লাল
রঙের ব্যাপারে সুযোগের এ বয়সেও কোনও বাছবিচার নেই
ভুল করে ভাবনার সাজানো চুপ গাছে আজও ফুল তোলা সেই
একইরকম-নিষিদ্ধ
একইরকম।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

বরানগরের এঁড়েদহ গ্রামের মা মুক্তকেশী ও বুড়ো শিবের গল্প

পূর্বা সেনগুপ্ত

সমস্ত বঙ্গভূমিজুড়েই নানা দেবস্থান গড়ে উঠেছে, যাদের স্থাপনাকালের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আবার এমন এমন দেবস্থান আছে যাদের কালনির্ণয় করার কোনও উপায় নেই। সেইসব মন্দির আমাদের চারপাশে বা অতি নিকট স্থানেই বিরাজিত। কিন্তু তাদের প্রাচীনত্ব আমরা নির্ণয় করতে পারি না।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবাসী পত্রিকায় ‘পল্লীর দেবদেবী’ নামে একটি প্রবন্ধে বলছেন, “চব্বিশ পরগণার থানা বরানগরের অন্তর্গত এঁড়েদহ গ্রাম। শ্মশানঘাটের নিকট ভাগীরথী তীরে পাকা পোস্তার উপর একটি মন্দিরে ‘বুড়ো শিব’ আছেন। কেহ কেহ বলেন ইঁহার নাম দক্ষিণেশ্বর-লিঙ্গার্চন তন্ত্রে নাকি ইঁহার উল্লেখ আছে; এবং ইঁহারই নাম অনুসারে এককালে ইঁহার দেবোত্তরভুক্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উৎপত্তি।”

এই বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের চেনা দক্ষিণেশ্বর কেমন যেন পালটে যায়। যে স্থানে পরবর্তীতে রানি রাসমণি বিরাট দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। যার চৌহদ্দিতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর তপস্যার মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। সেই দক্ষিণেশ্বর গ্রামের পুরোটাই দেবোত্তর সম্পত্তির অধীনে ছিল? আগে থেকেই এই অঞ্চল দেবতা তাঁর ঠাঁই পেতেছিলেন? কিন্তু কত আগে?

কখন এই বুড়ো শিব প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? যতীন্দ্রনাথ লিখছেন, “এঁড়েদহ গ্রামের উল্লেখ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম করিয়াছেন- কিন্তু মৌজা হিসেবে এঁড়েদহ এখন কামারহাটির সহিত মিলিত এবং দক্ষিণেশ্বর ছিল একটি আলাহিদা মৌজা।’ বাণ রাজার ‘বুড়ো শিবের’ পোস্তা বাঁধাইয়া দেন। বাণ রাজার বাড়িও লোকে দেখিয়া থাকে। বাণ রাজার বাড়ির ভিতরে ইষ্টক নির্মিত বৃহৎ পাকা ইঁদারা আছে। ইঁদারার ইট ছোট ছোট এবং তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমাণ এইরূপ যে, বাবুরাম মিস্ত্রি বলে- এই সব ইট নবাবী আমলের আগেকার ইট।”

অর্থাৎ ‘বুড়ো শিব” যে যথার্থই বুড়ো বা প্রাচীন এ আমরা বুঝতে পারি। বাণ রাজার বাড়ি যদি নবাবি আমলের থেকে প্রাচীন হয়, বুড়ো শিবের প্রতিষ্ঠার কাল আরও প্রাচীন যুগে। এটি তাহলে বোঝা গেল অঞ্চলটি ও বুড়ো শিব অতি প্রাচীন। আড়িয়াদহ অঞ্চলে দক্ষিণেশ্বর বুড়ো শিব স্বয়ম্ভু। বিরাট গোলাকার বপু নিয়ে তিনি মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

কথিত আছে গৌড়ে যখন রাজা হোসেন শাহ রাজত্ব করছেন, সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখেন, মহাদেব স্বয়ং তাঁকে বলছেন- বহুদিন গঙ্গার ধারে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। তুমি আমায় প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা করো। পরদিন ব্রাহ্মণ সেই গঙ্গার ধারে উপস্থিত হয়ে দেখেন সত্যই একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। তিনি তখন সেই লিঙ্গকে বিধিসম্মতভাবে পুজো করলেন। শোনা যায়, বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এই কাহিনী শুনে শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু কি না তা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং লিঙ্গের চারপাশ খুঁড়তে আদেশ দিলেন। কিন্তু অনেক গভীর পর্যন্ত খুঁড়েও তার কোনও তল পাননি।

তখন তিনি সেই চেষ্টা থেকে বিরত হন এবং এরপর সকলে বুঝতে পারে এই বুড়ো শিব সত্যই স্বয়ম্ভু। শিবলিঙ্গের আকৃতি সত্যই অদ্ভুত। এত বড় স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সত্যই দেখা যায় না। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ‘উনপঞ্চাশী’ গ্রন্থে বলেছেন, বাংলায় বিখ্যাত বিখ্যাত শিবলিঙ্গের অবস্থান একদিনের হাঁটাপথের ব্যবধানে। যেমন কালীঘাটের নকুলেশ্বর, বালিতে কল্যাণেশ্বর, চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর, তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথ ইত্যাদি। পূর্বকালে হয়তো এইসব স্থানে শৈব মঠ ছিল। শৈব সন্ন্যাসী একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিভ্রমণের সময় মঠগুলিতে আশ্রয় লাভ করতেন। তারকেশ্বরে শৈব মঠের অবস্থিতি একটি বিরাট ইতিহাস। এখনও সেখানে শৈব আখড়া বা সাধুদের মঠের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ কথা স্মরণে রাখতে হবে এই শৈব ধারার পাশাপাশি শাক্ত ধারাও বাংলায় পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। এরকম অনেক স্থান আছে দুই ধারাই প্রাচীনকাল থেকে শিব ও শক্তিরূপে বিরাজিতা। ঠিক বর্তমানের আড়িয়াদহে যেমনটি হয়েছে। বুড়ো শিব ছাড়াও আরেক দেবী এই অঞ্চলে মান্যতা লাভ করেছিল। এই দেবীর নাম ‘মুক্তকেশী’। শোনা যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউসি ব্যানার্জির পিতা এক মোকদ্দমায় জয়ী হয়ে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুক্তকেশী দেবী এখনও বিরাজিতা।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর লেখা প্রবন্ধে বলছেন, ‘এককালে সারা বাংলায় বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলে তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল এবং এখনও বহুস্থানে সেই প্রাধান্যের ধ্বংসাবশেষ মেলে। সেইজন্য প্রাচীন শক্তিমূর্তি গ্রাম্যদেবী রূপে পূজিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারও কারও মতে, তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি বাংলায় হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি প্রবচন শুনতে পাওয়া যায়। প্রবচনটি হল,

“গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।।”

বলা হয় ভারতে তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে।

‘‘সম্প্রদায় নাথ বম্মিগৌড় কাশ্মীর কেরলাম।’’

দক্ষিণ ভারতের আচার্য শঙ্কর তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শ্রীবিদ্যার বা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর উপাসনা করিতেন। ভারতের সমস্ত শঙ্কর মঠে শ্রীযন্ত্র স্থাপিত আছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনিও তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত। অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য-পরিকর আচার্যকুল তান্ত্রিক উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র আছে। এখনও সেই বংশধরেরা তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এখানে আমরা যে তান্ত্রিক ক্ষেত্রটির আলোচনা করলাম সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন দেবস্থান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত করা হবে। এখন আমরা বুড়ো শিবের আলয় আড়িয়াদহ বা এঁড়েদহতে ফিরে যাব। যেখানে শিবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন কালী মুক্তকেশী।

মা মুক্তকেশী কংগ্রেস নেতা ডব্লিউসি ব্যানার্জির পিতার প্রতিষ্ঠিত এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

এই ছবিতে রঘু ডাকাতের শিলাও দেখা যাচ্ছে।

এঁড়েদার মুক্তকেশী

ইতিহাস বলে এই কালী মন্দির শ্রীচৈতন্যের আগে প্রতিষ্ঠিত। এঁড়েদহ বা আড়িয়াদহ বহু প্রাচীনকাল থেকেই তন্ত্রসাধনার প্রকৃষ্ট অঞ্চল। বলা হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে বেহুলা বা বেহালা পর্যন্ত ধনুকাকৃতি অঞ্চল হল শক্তিসাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। আড়িয়াদহ যে সেই অঞ্চলভুক্ত, তা স্পষ্ট।

যে শ্মশানের পাশে দেবী মুক্তকেশী ও বুড়ো শিব বিরাজিতা সেই শ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা চন্দ্রামণি দেবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। একচালা বিশিষ্ট দালান মন্দির পশ্চিমমুখী। কিন্তু মায়ের গর্ভগৃহ দক্ষিণমুখী। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ একটি শ্বেতফলকে লেখা আছে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৪৭ বঙ্গাব্দে। তবে এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে স্থানীয় এক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার এই মন্দিরের দেখাশোনা করেন। শোনা যায়, এই পরিবার ডব্লিউসি ব্যানার্জির বংশ নয়।

এই বংশের জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিষ্ঠাতা জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নিয়ে আসেন এবং পূজারি রূপে দায়িত্ব দিয়ে সেখানে বসবাস করার জায়গা করে দেন। তিনি ডব্লিউসি ব্যানার্জির পিতা কি না তা জানার উপায় নেই। মন্দির ফলকে লেখা আছে- ‘হয় নিযুক্ত সেবায়েত জগবন্ধু নাম’, তবে আমাদের মনে হয়, মন্দিরটি ডব্লিউ সি ব্যানার্জির পিতা নয়, তাঁর কোনও পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন। তাঁরা আহিরীটোলার জমিদার ছিলেন।

পর্ব - ২৮

কথিত আছে গৌড়ে যখন রাজা হোসেন শাহ রাজত্ব করছেন, সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখেন, মহাদেব স্বয়ং তাঁকে বলছেন- বহুদিন গঙ্গার ধারে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। তুমি আমায় প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা করো।

শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে আসতেন। কেবল তাই-ই নয়, তিনি আসনে বসে দেবীকে পুজোও করেছেন। তাঁর সঙ্গে দেবীর সম্বন্ধহেতু তিনি এই মুক্তকেশী মাতাকে ‘মাসি’ বলে সম্বোধন করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী ছিলেন তাঁর মা আর মুক্তকেশী ছিলেন মাসি অর্থাৎ দুই দেবী হলেন দুই বোন! শোনা যায়, এক চোর মায়ের শ্রীঅঙ্গ থেকে গহনা চুরি করার জন্য রাতে মন্দিরে ঢোকে, কিন্তু বের হতে পারে না। কারণ, তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

যুগ বদলেছে, তন্ত্রসাধনার এই স্থানে এখন আর সমারোহের সঙ্গে ছাগবলি দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে চালকুমড়ো, আখ, কলা ও শসা বলি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী, কার্তিক মাসের দীপান্বিতা কালীপুজো, মাঘ মাসের কৃষ্ণা রটন্তী কালীপুজো এই স্থানে মহাসমারোহে পালিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বুড়ো শিব ছাড়াও এই মুক্তকেশী মায়ের ভৈরব রূপে শান্তিনাথ শিবকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভবতারিণী ও মুক্তকেশী দেবীর আলোচনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরেক মুক্তকেশী দেবীও এঁদের দুজনের মধ্যে রয়েছেন বা বলা যায় ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন আরেক মুক্তকেশী দেবী। তাই আড়িয়াদহের মুক্তকেশী দেবীর বর্ণনার পরে আমরা উত্তরপাড়া সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত দেবী মুক্তকেশীর প্রসঙ্গে আসতে পারি।

বর্তমানে বালি ব্রিজ বা বিবেকানন্দ ব্রিজ থেকে দেখলে দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির আর মুক্তকেশী দেবীর মন্দির দুটিই দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার দুই পাড়ে দুই মন্দির অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দুই পাড়ে দুই মন্দির যেন প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। একটি রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির। যেখানে দেবী ভবতারিণী প্রতিষ্ঠিত, আর তার ঠিক অপর পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের দেবী মুক্তকেশী। দেবী যখন রানি রাসমণিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির আদেশ প্রদান করেন তখন রানি গঙ্গার পশ্চিমকূলেই মন্দির গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে থেকেই গঙ্গার পশ্চিম কূলে মা মুক্তকেশী বিরাজিত থাকায় জমি পাওয়া সম্ভব হয়নি। তার সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না- এটিও একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই গঙ্গার পশ্চিম কূলে, মুক্তকেশী মন্দিরের বিপরীতেই তিনি মন্দিরটি গড়ে তোলেন। দেবীর গঠন কিছুটা ভবতারিণী দেবীর মতোই। মাথায় কালো ঝাঁপরি চুল কপাল ঢেকে দেয়। কখনও তাঁর সেই কেশদাম নিয়ে বাঁধা হয় খোঁপা। দেবী তাতেও সুন্দর হয়ে ওঠেন। দেবীর চরণামৃত ও ফুল মাথায় লাগালে কেশশূন্য কন্যার কেশলাভ হয় বলে জনশ্রুতি। এই দেবী আবার স্থানীয় অঞ্চলে ‘বুড়ি মা’ নামেও পরিচিতা।

প্রায় তিনশো বছর আগে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী এই মুক্তকেশী দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু গবেষক এই মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখে অনুমান করেন এই মন্দির পাল শাসনকালে আনুমানিক ৭৫০-১১৭৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছিল। কীভাবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন তা নিয়ে মত ভিন্নতার দেখা পাই। একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, এই দেবীকে পুজো করতেন রঘু ডাকাত। রঘু ডাকাতের মৃত্যুর পর তাঁর পূজিত বিগ্রহকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দেবী একজনকে স্বপ্নদান করেন, ‘‘আমি গঙ্গায় ভাসছি আমাকে উদ্ধার কর।’’ তিনি তখন এক দৈব প্রস্তরখণ্ড, যা নদীর জলে ভাসছিল তাকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশধর রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী দেবী মূর্তি তৈরি করে সেটির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। সেই সময় তিনি অনুকূল মজুমদার নামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে মন্দিরে পুজোর দায়িত্ব প্রদান করেন। শোনা যায় এই মজুমদার পরিবারের আসল উপাধি ছিল ঘোষাল। তাঁরা কোনও জমিদারের দেওয়ান বা মজমুদার ছিলেন। সেই থেকে মজুমদার পদবি লাভ করেন। এই মজুমদার বংশই এখন মন্দিরের পুরোহিত ও সেবায়েত। রঘু ডাকাতের পুজো করা সেই প্রস্তরখণ্ডটি এখনও দেবীমূর্তির পাশে রাখা আছে। বিরাট এক কালো রঙের শিলাখণ্ড। এমনিতে উন্মুক্ত থাকেন, শুধু বিশেষ পুজোর দিন বেনারসী শাড়ি পরানো হয়, ফুলের সাজ দেওয়া হয়। দেবীর পুজো হয় তান্ত্রিক মতে। দেবী রাবড়ি, রসগোল্লা ও রাজভোগ খেতে ভালোবাসেন। দেবী মৎস্যপ্রিয়।

দ্বিতীয় মত অনুসারে মুক্তা নামে এক মেয়ের কাছে দেবী স্বপ্নাদেশ প্রদান করেন- কলা গাছের তলায় আমি আছি। মাটি খুঁড়ে আমায় তুলে আন এবং প্রতিষ্ঠা কর। মুক্তা সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে কলা গাছের তলা থেকে দেবীকে উদ্ধার করেন এবং সেই থেকে দেবী পূজিত হতে শুরু করেন। মেয়েটির নাম মুক্তা ছিল বলে দেবীকে মুক্তকেশী বলা হয়। দেবীর কেশ যথার্থই আলুলায়িত।

এই মুক্তকেশী দেবীকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। এর মধ্যে একটি হল দেবী নাকি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে দেখা করতে ও গল্পগাছা করতে যান। অনেকেই লালপেড়ে শাড়ি পরিধানে, চুল খোলা এক বধূকে মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত আসতে দেখেছেন। কিন্তু সেখান থেকে মেয়েটি কোথায় যেন চলে যায় তা কেউ বুঝতে পারেন না। এতদিন আমরা লোকায়ত দেবীদের পরস্পর পরস্পরের বোন রূপে চিহ্নিত হতে দেখেছি, এখানে আবার সখী বা বান্ধবী রূপেও দেখতে পেলাম। তবে পরস্পরকে বোন রূপেও চিহ্নিত করেন অনেকে। উত্তরপাড়ার মুক্তকেশী মা এমনিতেই চঞ্চলা। তাঁর পায়ের নূপুরের ধ্বনি প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়। তিনি সমস্ত মন্দিরে হাঁটাচলা করে বেড়ান।

এই দেবী মন্দিরের ইতিহাস খুব প্রাচীন। শোনা যায় প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আবার নতুন মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরটি ভূমিকম্পতে ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হয়। মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে দেবী কালিকার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারার জগন্নাথদেবও পূজিত হন। এই বৈষ্ণব ধারাটি মনে হয় পুরোহিত বংশের সংযোজন।

মন্দিরের গায়ের ফলকে লেখা আছে, ‘প্রাচীন গ্রামীণ দেবী মুক্তকেশী’। অর্থাৎ এই দেবীর প্রতিষ্ঠা যখন হয়েছিল তখন উত্তরপাড়া ছিল একটি গ্রাম। রটন্তী, ফলহারিণী ও দীপাবলিতে এই মন্দিরে ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন হয়।

দক্ষিণেশ্বর, বুড়ো শিব, আর দুই মুক্তকেশী দেবী যেন এক অজানা বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। যুগের পৃষ্ঠা এক থেকে আরেক অধ্যায়ের অভিমুখে ধাবমান হয়। এক স্রোত স্বাক্ষর রেখে যায় আরেকটি স্রোতের।

লাগবে অভিভাবকের অনুমতি, উদ্যোগী কেন্দ্র

১৮ বছরের কমে সমাজমাধ্যমে 'বিচরণ'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : এখন প্রায় সবার হাতে দেখা যায় স্মার্টফোন। ৮ থেকে ৮০, সমাজমাধ্যমে সক্রিয় সবাই। 'সামাজিক-সমুদ্রে' অবাধে সাঁতার কাটার যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে, তেমনি আছে কিছু অসুবিধাও। কিশোর-কিশোরীদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও নানা সময় বিতর্ক হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ১৮ বছরের কম বয়সিদের সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অভিভাবকদের অনুমতি বাধ্যতামূলক করতে চলেছে কেন্দ্র। বাবা-মা কিংবা তাঁদের অবর্তমানে অন্য কোনও অভিভাবকের অনুমতিসাপেক্ষে সমাজমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ছোটরা। কেন্দ্রের ডিজিটাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩-এর খসড়ায় এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আইনটি পাশ হওয়ার ১৪ মাস পর এর নিয়মের খসড়া প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সেখানে ১৮ বছরের কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলতে অভিভাবকের সম্মতি বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'মাই গভর্নমেন্ট ডট ইন' ওয়েবসাইটে গিয়ে এই খসড়া নিয়ম সম্পর্কে আপত্তি এবং প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে। সেইসব মতামত এবং আপত্তি ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যালোচনা করা হবে।

কয়েকমাস আগে শিশুদের সমাজমাধ্যম ব্যবহার ঠেকাতে আইন পাশ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতও সেই পথে হাঁটছে। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, শিশুদের তথ্য সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজমাধ্যমে কোনও ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে পড়লে সেটি মুছে দেওয়ার দাবি জানাতে পারেন তিনি। সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ওই আপত্তিকর তথ্য মুছে ফেলতে হবে। তবে খসড়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিশুকল্যাণ সংস্থার ক্ষেত্রে নিয়মে কিছুটা ছাড় রয়েছে। কেন্দ্রের প্রস্তাব, সমাজমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার আগে বাবা-মায়ের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। অনুমোদনের জন্য সরকারের তরফে জারি করা পরিচয়পত্র অথবা ডিজিটাল পরিচয়পত্র ব্যবহার করা যাবে।

কোনওভাবে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হলে সংশ্লিষ্ট সমাজমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ২৫০ কোটি টাকা জরিমানার প্রস্তাবও করা হয়েছে খসড়াতে। সমাজমাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম কার্যকর হলে নজরদারির জন্য কেন্দ্রের একটি তথ্য সুরক্ষা বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

একনজরে

- বাবা-মা কিংবা তাঁদের অবর্তমানে অন্য কোনও অভিভাবকের অনুমতিসাপেক্ষে সমাজমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ছোটরা
- ডিজিটাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩-এর খসড়ায় এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে
- ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে পড়লে সেটি মুছে দেওয়ার দাবি জানাতে পারেন
- নজরদারির জন্য তথ্য সুরক্ষা বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা

বিজেপির স্বার্থেই জ্বলছে মণিপুর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং যতই বিরসবদনে ক্ষমা চেয়ে নিন, মণিপুরে গত দেড় বছর ধরে চলতে থাকা হিংসার জন্য তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার এবং বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুলল কংগ্রেস। দলের সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের তোপ, বিজেপির কায়েমি স্বার্থের কারণেই মণিপুরে হিংসার আগুনে জ্বলছে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'বিজেপি হল সেই দেশলাইবাক্স যা মণিপুরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খাড়গের তির, 'রাজধর্ম পালন না করে উনি কিছুতেই নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। নরেন্দ্র মোদিজি আপনি শেষবার মণিপুরে বিজেপির জন্য ভোটভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলেন। সেটা ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস। ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে রাজ্যে হিংসা শুরু হয়েছে। ৬০০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের একের পর এক গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আপনার অযোগ্য এবং নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী দুঃখপ্রকাশ করেছেন বটে। কিন্তু রাজ্যে আপনার অনুপস্থিতি ঠিকমতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

২০২৪-এর শেষ দিনে মণিপুরে হিংসার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন বীরেন। কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়কে সমস্ত অতীত ভুলে সবাইকে ক্ষমা করে দিতেও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও হিংসা থামেনি। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পর কেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুর গেলেন না তা নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন তোলায় বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার পালটা অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদির

তোপ খাড়গের

সমালোচনা করে খাড়গে বলেন, '৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের তরফে আপনার কাছে তিনটি নির্দিষ্ট এবং সহজ অনুরোধ করা হয়েছিল। ২০২৪ শেষ হওয়ার আগে মণিপুর যান। মণিপুরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলুন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে নিজের দপ্তরে ডাকুন। কিন্তু আপনি কিছুই করেননি।' কাংপোকপি জেলায় শুক্রবার হিংসার কবলে পড়েন পুলিশ সুপার। তিনি গুরুতর আহত হন।

জম্মু ও কাশ্মীরে খাদে ট্রাক, হত ৪ জওয়ান

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি : ফের দুর্ঘটনায় পড়ল সেনাবাহিনীর গাড়ি। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার সদর কুট পাইয়েন এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলে চার জওয়ানের মৃত্যু হয় এবং তিনজন আহত হন। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, বান্দিপোরার এসকে পাইয়েন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাহাড়ি রাস্তার এক জায়গায় গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন সেনার ট্রাকচালক। সেই কারণেই খাদে পড়ে যায় গাড়ি। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে রয়েছেন সেনার উচ্চপদস্থ কর্তারা।

কয়েকদিন আগে ৩৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিল সেনারই আরও একটি গাড়ি। ওই ঘটনায় ৫ জন জওয়ান নিহত হন। ঘটনাটি ঘটে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চের বালনোই এলাকায়। ১০-১১ জন জওয়ানকে নিয়ে নীলম সদর দপ্তর থেকে বালনোইয়ের ঘোরা পোস্টের দিকে যাচ্ছিল ১১ এমএলআই-এর সামরিক গাড়িটি। সেইসময় চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালে দুর্ঘটনা ঘটে।

পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৭

কুয়াশায় বিপর্যস্ত রেল, উড়ান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ডে বরফ পড়ছে। শৈত্যপ্রবাহ অনুভূত হচ্ছে পঞ্জাব, হরিয়ানার বিস্তীর্ণ অংশে। এদিকে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্য। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবনে। শনিবার হরিয়ানার হিসারে কুয়াশার কারণে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পঞ্জাবের বাথিন্দা-ডাবওয়ালি সড়কে অপর একটি বাস দুর্ঘটনায় ৩ মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। আহত ১৫ জন। হতাহতরা সবাই বাসে করে একটি কিষান মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।

শুক্রবারের মতো এদিনও কুয়াশার জেরে বাতিল হয়েছে বেশ কয়েকটি উড়ান ও ট্রেন। ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার প্রভাব পড়েছে কলকাতা বিমানবন্দরেও। দুপুর পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দরে ৫টি উড়ান বাতিলের কথা জানা গিয়েছে। গন্তব্যের উদ্দেশে দেরিতে

পাড়ি জমিয়েছে আরও ৪০টি উড়ান। দিল্লিগামী ১৯টি বিমানের গতিপথ বদল করা হয়েছে। বাতিল উড়ানের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ২০০টি বিমান দেরিতে উড়েছে। এর সঙ্গে উত্তর ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য বিমানবন্দরকে যোগ করলে অন্তত ৩৭০টি বিমানের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।

রেল পরিষেবার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে খারাপ আবহাওয়া। দিল্লি হয়ে যাতায়াত করা ৮১টি দূরপাল্লার ট্রেন সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে। উত্তর রেল সূত্রে খবর, ৫৯টি ট্রেন ছয় ঘণ্টা করে এবং ২২টি প্রায় আট ঘণ্টা দেরিতে চলছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পালামে এবং শনিবার সফদারজংয়ে দুপুর ১২টা থেকে দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকাল ৭টা থেকে দৃশ্যমানতা শূন্য হয়ে যায়।

এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বায়ু দুষণ।

প্রয়াত 'পোখরান নায়ক' চিদম্বরম

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি : ভারতে পরমাণু শক্তি গবেষণার কান্ডারি, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী রাজাগোপাল চিদম্বরমের জীবনাবসান হয়েছে। শনিবার সকালে মুম্বইয়ের যশলোক হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৮।

বিশ্ববরেণ্য এই বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ প্রমুখ। পরমাণু শক্তি দপ্তরের সচিব অজিত কুমার মোহান্তি বলেন, 'চিদম্বরম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে একজন দিকপাল। তাঁর অবদান ভারতের পরমাণু শক্তি ও কৌশলগত স্বনির্ভরতাকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যু বিজ্ঞানী সমাজ ও জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।'

রাজস্থানের পোখরানে ১৯৭৪ সালের 'স্মাইলিং বুদ্ধ' ও ১৯৯৮ সালের পোখরান-২ পরমাণু পরীক্ষা (শক্তি)-র অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন চিদম্বরম। তাঁর এই অসামান্য অবদান ভারতের পরমাণু শক্তিকে বিশ্ব-মানচিত্রে স্থান দেয়।

১৯৩৬ সালে জন্ম চিদম্বরমের। চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রাক্তনী। ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। তার আগে তিনি ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক (১৯৯০-১৯৯৩), পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরমাণু শক্তি দপ্তরের সচিব (১৯৯৩-২০০০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরমাণু গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৯৯ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করে।

কেজরির বিরুদ্ধে প্রার্থী কট্টরপন্থী পরবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : আপের সঙ্গে পোস্টার ও বাগযুদ্ধের মধ্যেই এবার প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। শনিবার ২৯ জন প্রার্থীর তালিকা বিজেপি প্রকাশ করেছে, তাতে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লি আসনে প্রার্থী করা হয়েছে দলের কট্টরপন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত প্রাক্তন সাংসদ পরবেশ সাহিব সিং বর্মাকে। কংগ্রেস ওই আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপকে প্রার্থী করেছে।

কালকাজি আসনে দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে দলেরই আরও এক প্রাক্তন সাংসদ তথা বিতর্কিত নেতা রমেশ বিধুরিকে। পাঁচ বছর আগে শাহিনবাগে সিএএ-এনআরসি বিরোধী প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন পরবেশ। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'দল আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে আশা করি তা পূরণ করতে পারব।'

আলোচ্যসূচিতে বাংলাদেশ, চিন

ভারত-বাংলাদেশের বন্দি মৎস্যজীবীদের বিনিময় আজ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ জানুয়ারি : হিন্দু নির্যাতন নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যেই রবিবার বাংলাদেশে বন্দি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ঘরে ফেরানো হবে। ভারতের হাতে বন্দি বাংলাদেশের ৯০ জন মৎস্যজীবীকেও সেদেশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রবিবার বঙ্গোপসাগরে এই বন্দি বিনিময় হবে। সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবে ভারত ও বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। শনিবার সকালেই ১২ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে হলদিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পারাদ্বীপ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আরও ৭৮ জনকে। বাংলাদেশের হাতে বন্দি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীদের অধিকাংশই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ও নামখানার বাসিন্দা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, তাঁদের সোমবার গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইসময় গঙ্গাসাগরে থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গত অক্টোবর-নভেম্বরে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন ভারতীয় মৎস্যজীবীরা। বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৬টি ট্রলার সহ তাদের আটক করেছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব লুৎফুন নাহার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, ওই ৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। একদিকে যখন বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়ছে তখন এই বন্দি মৎস্যজীবীদের বিনিময়ের প্রক্রিয়া দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তৈরি হওয়া টানাপোড়েন কতটা মেটাতে পারবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিকে ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর জামিন নামঞ্জুর হওয়ায়া নিন্দা জানিয়েছে আওয়ামি লিগের যুব সংগঠন আওয়ামি যুবলিগ। শনিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাটি করা হয়েছে সেটি মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র। অথচ চিন্ময়ের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন চট্টগ্রামের জনৈক বিএনপি নেতা ফিরোজ খান।

ভারত সফরে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : চলতি মাসে আমেরিকায় ক্ষমতার হাত বদলের আগে রবিবার শেষবার ভারতে সরকারি সফরে আসছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। দেখা করতে পারেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গেও। আইআইটি দিল্লিতে বিদেশনীতি সংক্রান্ত একটি আলোচনায় যোগ দেবেন তিনি। সীমান্তে চিনের আগ্রাসি মনোভাব ও শেখ হাসিনাহীন বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষিতে সুলিভানের ২ দিনের আসন্ন সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ব্রহ্মপুত্রের যে অংশটি চিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একাধিক বাঁধ তৈরি করছে চিন। এর ফলে ভারতে জলের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই বাঁধ নিয়ে আপত্তি রয়েছে আমেরিকার। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'আমরা অবশ্যই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরে অবাধ বিচরণের পক্ষপাতী। মেকং অঞ্চল সহ চিনারা নদীর উচ্চপ্রবাহে যেসব বাঁধ তৈরি করেছে, সেগুলি পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে।' নিম্নপ্রবাহের দেশগুলির জলবায়ুর ওপর এই ধরনের নির্মাণ গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

সিআইএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যা

সুরাট, ৪ জানুয়ারি : এক কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল সুরাট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। নিহত জওয়ানের নাম কিষান সিং (৩২)। তিনি জয়পুরের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ২টো ১০ মিনিটে শৌচাগারে ওই জওয়ান নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে পেটে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১টা নাগাদ বিমানবন্দরের ডি-১ গেটের ডিউটিতে যোগ দেন কিষান। পরে বিশ্রামকক্ষে যাবেন বলে ভিতরে ঢোকেন। দেরি হচ্ছে দেখে ওই সহকর্মী কিষানের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। সাড়া না পেয়ে তিনি দেখেন ভিতরে শৌচাগারের মেঝেতে পড়ে রয়েছেন কিষান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

কংগ্রেসের সঙ্গে পদ্মের আঁতাত

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। অন্তত দিল্লিতে তো বটেই। কংগ্রেসকে ইন্ডিয়া জোট থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন তিনি। এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ তুলে সুর চড়ালেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্জাবের মহিলাদের নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না কংগ্রেসকে। যে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা মোটেই পঞ্জাব থেকে আসেননি। তাঁরা কংগ্রেস ও বিজেপির সমর্থক। পঞ্জাবের মহিলারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কংগ্রেস এবং বিজেপির উচিত, তারা যে দিল্লিতে আপের বিরুদ্ধে একসঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করছে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দেওয়া।' আপ সুপ্রিমোর কটাক্ষ, 'কংগ্রেস ও বিজেপির এত লুকোচুরি করে আড়ালে থেকে জোট করা ঠিক নয়। আমরা কংগ্রেসকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছি না। কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখাক। মানুষ আমাদের ভরসা করেন।'

অভিযোগ কেজরির

দিল্লিবাসীর জলের বিল নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তারও নিরসন করেন কেজরি। তিনি বলেন, 'আপ ক্ষমতায় এলে যাঁদের ভুল বিল পাঠানো হয়েছে তাঁদের সকলের বিল মাফ করে দেওয়া হবে।' এদিন পঞ্জাবের মহিলাদের নিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। সেখানে দিল্লি ও পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতারা হাজির ছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, পঞ্জাবে ভোটের সময় মহিলাদের ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আপ। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই টাকা দেয়নি। এবার দিল্লিতেও ২১০০ টাকা করে প্রত্যেক মহিলাকে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেজরিওয়াল। কিন্তু এদিন বিক্ষোভকারীরা সাফ জানান, 'পঞ্জাবের মতো রাজধানীর মহিলাদেরও ঠকাবেন।' কংগ্রেস নেতা পবন খেরা কেজরিকে বিঁধে বলেন, 'উনি কি ভয় পাচ্ছেন। দিল্লির মানুষজন বোকা নন। মানুষ ওঁকে এবার শিক্ষা দেবে।'

মোদির পর এদিন অমিত শা কেজরিকে শিশমহল নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, 'আজ উনি দিল্লিবাসীর টাকায় শিশমহল খাড়া করেছেন। কেজরিওয়ালকে দিল্লির মানুষের কাছে হিসাব দিতে হবে।'

শপথের আগে সাজা ঘোষণা ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ৪ জানুয়ারি : জো বাইডেনের উত্তরসূরি হিসাবে শপথ নেবেন ২০ জানুয়ারি। তার আগেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলকে ঘুষ দেওয়া সংক্রান্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা হতে চলেছে। নিউ ইয়র্ক আদালতের বিচারক জুয়ান মার্চান জানিয়েছেন, আগামী ১০ তারিখ মামলার রায় ঘোষণা করবেন তিনি। আমেরিকার আইন অনুযায়ী ঘুষ দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে জেল, জরিমানা বা দুই হতে পারে। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় সাংবিধানিক সংকট এড়াতে ট্রাম্পকে আপাতত 'শর্তহীন খালাস' ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিচারক মার্চান। আদেশপত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট চাইলে সশরীরে বা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ওই দিনের শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন।'

মার্চান জানিয়েছেন, ট্রাম্প তাঁর আবেদনে বলেছেন, এমন কোনও রায় ঘোষণা করা অনুচিত যার ফলে প্রেসিডেন্ট পদের কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। সেই পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সেজন্য সবদিক বিবেচনা করে রায় ঘোষণা করবেন তিনি। মার্চান জানান, তাঁর সামনে ২টি পথ রয়েছে। এক, এমন রায় ঘোষণা করা যার জেরে

ট্রাম্পকে জেলে যেতে হবে না। দুই, ২০২৯ অর্থাৎ, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত রাখা। বিচারক নমনীয় হওয়ার বার্তা দিলেও ক্ষোভ গোপন করেননি ট্রাম্প। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তিনি ঘুষ মামলাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বেআইনি মামলা' এবং 'সাজানো পরিহাস' বলে উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্পের মুখপাত্র স্টিভেন চিয়াংয়ের বক্তব্য, 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ট্রাম্পের আমেরিকার শীর্ষপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা অনুচিত। তাঁকে অবশ্যই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।' চিয়াং আরও বলেন, 'এই মামলায় ট্রাম্পের সাজা হওয়াই উচিত নয়। তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।'

ডেটিং অ্যাপে ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারণা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : লেডিজ ভার্সেস রিকি বহেল সিনেমার কথা মনে আছে। রণবীর সিং, অনুষ্কা শর্মা অভিনীত ২০১১ সালে নির্মিত ওই বলিউডি সিনেমায় দেখানো হয়েছিল কীভাবে একজন ছেলে বারবার নাম ভাঁড়িয়ে তিনজন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সে তো গেল রিল লাইফের কথা। কিন্তু এবার রিয়েল লাইফে এই ধরনের একজন রিকি বহেলের সন্ধান পেল দিল্লি পুলিশের সাইবার সেলের আধিকারিকরা। একটি ডেটিং অ্যাপে নিজেকে ফ্রিল্যান্স মার্কিন মডেল বলে পরিচয় দিয়ে কয়েকশো মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছিল গুণধর তুষার বিশত। সম্প্রতি দিল্লির শাকারপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্ত একজন বিবিএ স্নাতক। গত তিন বছর ধরে নয়ডার একটি সংস্থায় সে কর্মরত।

পুলিশ তার ফোন থেকে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে ৬০টিরও বেশি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট রেকর্ড খুঁজে পেয়েছে। বাম্বল, স্ন্যাপচ্যাটের মতো একাধিক অ্যাপে নিজের ভুয়ো পরিচয় তৈরি করেছিল তুষার। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বাম্বলে-তে ৫০০-রও বেশি মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অভিযুক্তের। স্ন্যাপচ্যাট ও হোয়াটসঅ্যাপে ২০০ জন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। পুলিশ তুষারের ফোন থেকে একাধিক মহিলার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রথমে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ জমাত তুষার। সেই আলাপ জমে পরিণত হত বন্ধুত্বে। সেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে মহিলাদের সঙ্গে চলত টক-ঝাল-মিষ্টি কথোপকথন। তারপর

পুলিশের জালে অভিযুক্ত

ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন এবং সেই থেকে ঘনিষ্ঠ ছবি পাঠানোর পর্বও শুরু হত। এরপরই নিজের ভালোমানুষির মুখোশ খুলে ফেলে মহিলাদের ব্ল্যাকমেল শুরু করত তুষার। ব্যাপারটি দিব্যি চলছিল। কিন্তু প্রথম খটকা লাগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর। গতবছর জানুয়ারি মাসে তুষারের সঙ্গে বাম্বলেতে আলাপ হয়েছিল তাঁর। নিজেকে মার্কিন মডেল পরিচয় দিয়ে ওই তরুণীর আস্থা অর্জন করেছিল তুষার। তাতে সমর্থ হতেই স্ন্যাপচ্যাট এবং হোয়াটসঅ্যাপে ওই তরুণীর থেকে ব্যক্তিগত ছবি পাঠাতে বলে সে। কিন্তু তুষারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সে তাতে রাজি হয়নি। নানাবিধ অজুহাতের পাশাপাশি ওই ব্যক্তিগত ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল তুষার। শেষমেশ তাকে টাকা দিতে বাধ্য হন ওই তরুণী। কিন্তু তারপর পরিবারের কাছে সবকিছু খুলে বলেন তিনি এবং পুলিশের দ্বারস্থ হন।

ডিসিপি (পশ্চিম) বিচিত্র বীর বলেন, তদন্তের সময় প্রযুক্তিগত অনুসন্ধান এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে অভিযুক্তের হদিস মেলে। জেরায় তুষার পুলিশকে জানিয়েছে, তার কাছে গত ২ বছর ধরে একটি ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক মোবাইল নম্বর রয়েছে। সেই নম্বর দিয়েই সে একাধিক ডেটিং অ্যাপে নিজের ভুয়ো পরিচয় করে ১৮ থেকে ৩০ বছরের তরুণীদেরও টার্গেট করেছিল তুষার। যাদের ব্ল্যাকমেল করে প্রচুর অর্থ আদায় করত অভিযুক্ত।

ঋষভপন্তিতে স্বস্তি
বুমরাহর চোটে উদ্বেগ

ভারত-১৮৫ ও ১৪১/৬ অস্ট্রেলিয়া-১৮১

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : গৌতম গম্ভীরের মুখ আরও গম্ভীর হয়েছে!

রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দররা যখন দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্যাভিলিয়নে ফিরছেন, টিভির পর্দায় ক্ষণিকের জন্য কোচ গম্ভীরকে দেখা গেল। শরীরীভাষায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

এমন রুদ্ধশ্বাস, রোমহর্ষক, কাঁটে কা টক্করের টেস্ট ম্যাচ বহুদিন দেখেনি ক্রিকেট দুনিয়া। সিডনি টেস্টের আগামীকাল তিন নম্বর দিন। রবিবারই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উত্তেজক সমাপ্তির যাবতীয় মালমশলা তৈরি। শেষ পর্যন্ত যে দলই জিতুক, সিডনি টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে অমরত্ব পেতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে পালটা আগ্রাসন দেখিয়ে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত গতকালই দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৩৩/২)। আজ তাঁর সঙ্গে সমানভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিলেন মহম্মদ সিরাজ (৫১/৩), প্রসিধ কৃষ্ণা (৪২/৩), নীতীশ কুমার রেড্ডিরাও (৩২/২)। নিট ফল, টিম ইন্ডিয়ার ১৮৫ রানের সামনে আজ ১৮১-তে শেষ অস্ট্রেলিয়া। চার রানের লিড সহ ভারতীয় জোরে বোলারদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের চূড়ান্ত আগ্রাসন দেখালেন ঋষভ পন্থ। মূলত ৩৩ বলে ৬১ রানের 'ঋষভপন্তি'-তে ভর দিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ১৪১/৬। আপাতত মোট ১৪৫ রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। পরিসংখ্যান বলছে, সিডনির মাঠে দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া সহ দুনিয়ার সব দলই সমস্যায় পড়েছে। ১২ ইনিংসে জয়ের নজির মাত্র এক। তাই আগামীকাল ভারতের লিডটা অন্তত ২০০-র ঘরে পৌঁছে গেলে প্যাট কামিন্সদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে থাকবে নিশ্চিতভাবেই।

টিম ইন্ডিয়ার জন্যও ভালোরকম দুশ্চিন্তার মেঘ থাকছে। সৌজন্যে দলের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক বুমরাহ। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে নেমেছিলেন। তারপরই মাঠ থেকে তিনি বেরিয়ে যান। সাজঘরে ভারতীয় দলের চিকিৎসক, ফিজিওরা তাঁকে পরীক্ষা করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। পিঠে স্ক্যান হয়েছে বুমরাহর। জানা গিয়েছে, বুমরাহর ব্যাক স্প্যাজম হয়েছে। আগামীকাল তিনি বল করতে পারবেন কিনা, পারলে পুরো রানআপে সঠিক ছন্দে বল করতে পারবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংস ধরলে এখনও পর্যন্ত সিরিজে মোট ৩২টি উইকেট পেয়েছেন বুমরাহ। তাঁর পেশ, গতি, সুইংয়ের সামনে স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনরা বারবার অস্বস্তিতে পড়েছেন। এমন অবস্থায় আগামীকাল বুমরাহকে ছাড়া সিডনি টেস্ট জেতার কথা ভাবা অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠার মতোই চ্যালেঞ্জিং হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার। এভাবেও ফিরে আসা যায়!

উত্তেজক সমাপ্তির পথে সিডনি টেস্ট

গতকালের ৯/১ থেকে শুরু করে আজ দ্বিতীয় দিনে অজি ব্যাটাররা সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের সবুজ বাইশ গজে কখনই স্বস্তিতে ছিলেন না। ট্রাভিস হেড (৪), স্যাম কনস্টাস (২৩), লাবুশেন (২), স্মিথরা (৩৩) বারবার সমস্যায় পড়েছেন সিরাজদের সামনে। একমাত্র বিউ ওয়েবস্টার (৫৭) চেষ্টা করেছিলেন বড় রান করার। পারেননি। চার রানে পিছিয়ে থেকে যখন ১৮১ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল দিনের বাকি সময়টা সতর্কভাবে ব্যাটিং করে পার করে দেবেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা। মিচেল স্টার্কের প্রথম ওভারে টানা চারটি বাউন্ডারি মেরে ধারণাটা বদলে দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (২২)। লোকেশ রাহুলও (১৩) শুরুটা খারাপ করেননি। যদিও স্কট বোল্যান্ডের (৪২/৪) লেংথ বোলিংয়ের সামনে ভারতীয় ওপেনারদের প্রতিরোধ ভেঙে যায়। তিন নম্বরে শুভমান গিল (১৩) অযথা আগ্রাসী হতে গিয়ে ফের হতাশ করেছেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি (৬) আজ বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর থেকে বড় রানের আশা ছিল ভারতের। বদলে কোহলি ফের বোল্যান্ডের শিকার হলেন অফস্টাম্প লাইনের বলকে তাড়া করে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে। মাঠেই নিজের উপর ক্ষোভপ্রকাশও করলেন বিরাট। হয়তো স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংসটা স্মরণীয় করার পরিকল্পনা ছিল কোহলিরও। ঠিক যখন ফের টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তখনই আগ্রাসনের রূপকথা উপহার দিলেন ঋষভ। মাঠে নেমে প্রথম ডেলিভারিটাই লং অনের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকালেন। ২৮ বলে দ্রুত হাফ সেঞ্চুরি করলেন। বোল্যান্ড, কামিন্সদের বিরুদ্ধে এমন চার-ছক্কার খেলা শুরু করলেন যা অতীতে কখনও দেখেনি সিডনি। ছয়টি বাউন্ডারি ও চারটি ছক্কায় ইনিংস গড়তে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজিরও গড়লেন ঋষভ।

কামিন্সের অফস্টাম্প লাইনের বলে ব্যাট বাড়িয়ে ঋষভ আউট না হলে টিম ইন্ডিয়ার রান ও লিড আরও মজবুত হতে পারত। জাদেজা-ওয়াশিংটনরা আগামীকাল ব্যাট হাতে দলকে কতটা ভরসা দিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, শীতের ঠকঠকানির বদলে ক্রিকেটীয় উত্তাপ ছড়াতে তৈরি এসসিজি।

অস্ট্রেলিয়াকে ১৮১ রানে আটকে রাখার অন্যতম কারিগর মহম্মদ সিরাজও।

টেস্টে দ্রুততম অর্ধশতরান
(ভারতীয়দের)

বল	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
২৮	ঋষভ পন্থ	শ্রীলঙ্কা	বেঙ্গালুরু	২০২২
২৯	ঋষভ পন্থ	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	২০২৫
৩০	কপিল দেব	পাকিস্তান	করাচি	১৯৮২
৩১	শার্দূল ঠাকুর	ইংল্যান্ড	ওভাল	২০২১
৩১	যশস্বী জয়সওয়াল	বাংলাদেশ	কানপুর	২০২৪

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে সর্বাধিক ছক্কা
(সফরকারী ব্যাটার)

ব্যাটার	ছক্কা	ম্যাচ	রান
ঋষভ পন্থ	১৫	১২	৮৭৯
ক্রিস গেইল	১২	৫	৪৪৯
ভিভিয়ান রিচার্ডস	১২	২২	১৭৬০
স্টুয়ার্ট ব্রড	১১	১৫	৩৩৩
ক্লাইভ লয়েড	১০	২০	১৬১৬

বিরাটের ফুটওয়ার্কেই ভুল দেখছেন সানি
পন্থের ব্যাটিং মানে বিনোদন : শচীন

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : সবুজ পিচ। পেসারদের স্বর্গ। দুই দলের তাবড় ব্যাটাররা রান করতে হিমসিম খেয়েছে। সেই পিচে ঋষভ পন্থ-ধামাকা দেখে মুগ্ধ শচীন তেন্ডুলকার। মিচেল স্টার্ককে ছক্কা হাঁকিয়ে ২৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ। ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিদেশি ব্যাটারদের দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির।

৩৩ বলের ইনিংসে ৬১। ৬টি চার, ৪টি ছক্কা। বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতেই ৪৮ রান। তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শচীন প্রতিক্রিয়ায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পিচে বেশিরভাগ ব্যাটারের স্ট্রাইক রেট ৫০ বা তারও কম, সেখানে ঋষভের স্ট্রাইক রেট ১৮৪! সত্যিই অসাধারণ। প্রথম বল থেকে এদিন অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। দুর্দান্ত ইনিংস। ওর ব্যাটিং দেখাটা সবসময় আনন্দদায়ক, পুরোদস্তুর বিনোদন।'

বিরাট কোহলি অবশ্য সেই কানাগলিতেই। অস্ট্রেলিয়া সফরে অষ্টমবার অফস্টাম্প লাইনের ফাঁদে পা দিয়ে উইকেট খোয়ানোর দৃষ্টিকটু দৃশ্য এদিন অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। সুনীল গাভাসকার-ইরফান পাঠানদের মতে, বারবার একই ভুল, বিরাটের মতো গ্রেট ক্রিকেটারের পক্ষে যা শোভা দেয় না।

গাভাসকারের মতে, শুধু মানসিক নয়, টেকনিকেও ভুলচুক থেকে যাচ্ছে। বল খেলার সময় পায়ের মুভমেন্টেই গলদ। সামনের পায়ের পজিশন ঠিক থাকছে না। ফলে অফস্টাম্পের বাইরের বল না খেলার পণ নিয়ে মাঠে নামলেও শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদ এড়াতে পারছেন না বিরাট।

ইরফানের যুক্তি, বিরাটের উচিত ছিল, নিজের ব্যাটিং স্টাইলে পরিবর্তন করে অন্যরকম কিছু চেষ্টা চালানো। তাহলে অজি বোলাররাও বাধ্য হত, বিরাটকে নিয়ে 'প্ল্যান বি' নিয়ে মাথা ঘামাতে। অথচ, গোটা সিরিজে তা দেখা যায়নি।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সম্ভবত বিরাটের শেষ টেস্ট ইনিংস। গোটা মাঠ তাকিয়ে ছিল বিরাটের ব্যাট থেকে দারুণ কিছু দেখার অপেক্ষায়। যদিও মাঠে হাজির অনুষ্কা শর্মা সহ ভক্তদের হতাশ করে ফেরা। স্কট বোল্যান্ডের বলে ক্যাচ দেওয়ার পর হতাশা ঝরে পড়ছিল বিরাটের আচরণেও।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার মনে করেন, বিরাট নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করেছেন। বদলেছেন ব্যাটিং স্টান্সও। সাধারণ ক্রিজে বাইরে দাঁড়িয়ে খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু এখানে ক্রিজের ভিতরে থাকার চেষ্টা করছিলেন। যাতে বলটা শেষপর্যন্ত দেখে খেলা যায়। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। কাজে আসেনি কোনও প্রচেষ্টাই।' নিটফল, পাঁচ টেস্টের শেষে সিরিজে প্রাপ্তি মাত্র ১৯০ রান। ব্যাটিং গড় মাত্র ২৩.৭৫।

এদিকে, দ্বিতীয় দিনে ১৫ উইকেট পড়া সিডনি পিচ নিয়ে এদিনও সমালোচনায় মুখর গাভাসকার। দ্বিচারিতার দাবিও তুললেন। বলেছেন, 'ভারতে একদিনে ১৫ উইকেট পড়লে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা হইচই বাধিয়ে দিত। গ্লেন ম্যাকগ্রাথকে পর্যন্ত বলতে শুনছি এত ঘাস কখনও দেখেনি। হারলেও পিচ নিয়ে কখনও আমরা প্রশ্ন তুলি না। যে পিচ দেওয়া হয়, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থাকে। গতকালই বলেছিলাম, এই পিচ গোরু চরার জন্য ঠিকঠাক। আজও বলছি, এটা মোটেই টেস্ট উপযুক্ত পিচ নয়।'

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে দ্রুততম অর্ধশতরান (সফরকারী ব্যাটার)

বল	ব্যাটার	স্থান	সাল
২৯	ঋষভ পন্থ	সিডনি	২০২৫
৩৩	রয় ফ্রেডরিক্স	পারথ	১৯৭৫
৩৪	জনি ব্রাউন	মেলবোর্ন	১৮৯৫
৩৪	ক্রিস গেইল	পারথ	২০০৯

এভাবেও চার-ছয় মারা যায়। করা যায় অর্ধশতরান। শনিবার আবারও দেখালেন ঋষভ পন্থ।

প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নিয়ে লাফ প্রসিধ কৃষ্ণার। শনিবার সিডনিতে।

টার্গেট নিয়ে ভাবতে নারাজ
পিঠের পেশিতে চোট বুমরাহর, বলছেন প্রসিধ

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : উত্তেজক পরিণতির পথে সিডনি টেস্ট।

মেলবোর্নে দুরন্ত দ্বৈরথের রেশ নিউ ইয়ার টেস্টেও। ভারতীয় বোলিং ঋষভ পন্থের ব্যাটিং জৌলুসে দুরন্ত প্রত্যাঘাত টিম ইন্ডিয়ার। অজিদের দুশোর মধ্যে গুটিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৪৫ রানের লিড। হাতে শেষ চার উইকেট। সিডনি বোলিং সহায়ক পরিস্থিতি জয়ের স্বপ্ন দেখাই যায়।

যদিও সেই স্বপ্নের মাঝে আতঙ্ক হয়ে হাজির জসপ্রীত বুমরাহর চোট। অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের সময় মাঠ ছেড়ে হাসপাতালে দৌড়োতে পর্যন্ত হয়েছে। পিঠের পেশির চোট ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে। ব্যাটিং করতে পারবেন। কিন্তু বোলিংয়ের কী হবে? আগামীকাল সকালের আগে বুমরাহকে নিয়ে ছবিটা পরিষ্কার হওয়া মুশকিল।

দ্বিতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ কৃষ্ণা উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেও দিচ্ছেন ব্যাক স্প্যাজমই হয়েছে বুমরাহর। রবিবার বোলিং করতে না পারলে, নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। সুনীল গাভাসকারদের কথায়, বুমরাহ থাকলে ১৪৫-১৫০ রান নিয়েও টক্কর দেবে ভারত। কিন্তু বুমরাহহীন বোলিংয়ের পক্ষে ২০০ রানও হয়তো কম হবে।

ভারতীয় শিবির যদিও নেতিবাচক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। প্রসিধ জানান, কত স্কোর ঠিকঠাক হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। হাতে যা পুঁজি থাকবে, তা নিয়েই লড়াইয়ে ঝাঁপাবেন। তবে যত বেশি স্কোর হবে ততই ভালো। রবিবারের সম্ভাব্য নির্ণায়ক দিনে মূল লক্ষ্য স্কিল আর পরিকল্পনার যথাযথ মিশেল ঘটানো। পারলে ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-২ করা সম্ভব, দাবি তরুণ স্পিডস্টারের।

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের পিচ নিয়েও প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দিলেন, এই পিচে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়া সহজ নয়। কঠিন পিচ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বল নীচু হচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় পড়ে বল অতিরিক্ত লাফাচ্ছে। বোলারদের জন্য পিচে বন্ধুত্বের হাতছানি। যা কাজে লাগাতে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় বোলাররা।

বুমরাহর চোট প্রসঙ্গে প্রসিধ পরিষ্কারই জানিয়ে দেন, পিঠের পেশির সমস্যা। স্ক্যান করাতে হয়েছে। ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বুমরাহ। মেডিকেল টিমের রিপোর্টের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। সেদিকেই তাকিয়ে দলের সবাই।

মধ্যাহ্নভোজের পর বুমরাহ মাঠ ছাড়েন। স্ক্যানের পর সাজঘরে ফিরলে, আর মাঠে নামেননি। নেতৃত্ব দেন বিরাট। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে বোলিংয়ে ভরসা জোগান চলতি সিরিজে প্রথমবার মাঠে নামা প্রসিধও (৪২/৩)। জানান, নেতৃত্বে বদল হলেও তার প্রভাব পড়েনি দলে। একই পথে হেঁটেছে দল। যেভাবে পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন, তারই প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

নিজের বোলিং নিয়ে বলেছেন, 'রাজ্য দলের হয়ে নতুন বলে শুরু করি। এখানে ওয়ান চেঞ্জ বোলার। লক্ষ্য একটাই ছিল, বল হাতে অবদান রাখা। নিয়ন্ত্রিত লাইন, লেংথে বল করা, সেটাই কাজ দিয়েছে।'

দিনের ভারতীয় নায়ক ঋষভ পন্থকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রসিধ। দলের সবাই মিলে বসে আগ্রাসী ব্যাটিং উপভোগ করেছেন। দলের সঙ্গে সিডনিতে না থাকলে হয়তো বাড়িতে বসে দেখতেন। তবে মাঠে বসে দেখার অনুভূতি আলাদা। ইনিংসে ঝুঁকি থাকলেও দিনটা ছিল ঋষভের।

পিঠের স্ক্যানের জন্য হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

আকাশে বুমরাহ মাটিতে কোহলি

৩২ চলতি সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহর উইকেটের সংখ্যা। অ্যাওয়ে টেস্ট সিরিজে যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক। বুমরাহ টপকে গেলেন বিষেণ সিং বেদিকে।

১১ চলতি সিরিজে বুমরাহ ১১ বার ওপেনারদের আউট করেছেন। যা ২০০২ সালের পর থেকে সবাধিক।

২২ প্রথম ইনিংসে বুমরাহর ২২ রান চলতি সিরিজে ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সবাধিক। আবার কোনও টেস্ট সিরিজে অন্তত ৭ ইনিংসের নিরিখে বুমরাহর এই রান ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন।

১০ ২০২৪-'২৫ মরশুমে বিরাট কোহলি ১০টি এক অঙ্কের রান করেন। যা কোনও টেস্ট মরশুমে প্রথম সাত ব্যাটারদের মধ্যে যুগ্ম সবাধিক। রোহিত শর্মারও ২০২৪-'২৫ মরশুমে ১০টি এক অঙ্কের রান রয়েছে।

২৩.৭৫ চলতি সিরিজে বিরাট কোহলির ব্যাটিং গড়। যা কোনও টেস্ট সিরিজে অপরাজিত শতরান করার নিরিখে ব্যাটারদের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন।

১২.৬ ২০২৪-'২৫ মরশুমে প্রথম ইনিংসে বিরাটের ব্যাটিং গড়। যা এক টেস্ট মরশুমে অন্তত ১০ ইনিংসের নিরিখে দলের প্রথম সাত ব্যাটারদের মধ্যে সর্বনিম্ন।

একনজরে পরিসংখ্যান

১৮৫	৮	১৮.৭৪
সিডনিতে ভারতের প্রথম ইনিংসের স্কোর। যা ২০০১ সাল থেকে সিডনিতে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।	ভারত ২০২৪-'২৫ মরশুমে আটবার ১৮৫ বা তার কম স্কোরে অল আউট হল। যা এক মরশুমে কোনও দলের সবাধিক।	২০২৪-'২৫ মরশুমে ভারতের প্রথম ইনিংসে উইকেট প্রতি রানের সংখ্যা। যা কোনও মরশুমে অন্তত পাঁচ ম্যাচ খেলার নিরিখে সর্বনিম্ন।

শুক্রবার দিনের শেষ বলে উসমান খোয়াজাকে আউট করার পর স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল জসপ্রীত বুমরাহর। এদিন সেই ঘটনার জন্য ভারতীয় দলকে বিদ্রূপ করে 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান' এই প্রচ্ছদটি তৈরি করেছে।

ডগসিটারের খোঁজে বিউয়ের পরিবার

বিউ ওয়েবস্টার

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে ১০৫ বলে ৫৭ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছেন বিউ ওয়েবস্টার। ছেলের অভিষেক টেস্টে মাঠে বসে এমন কীর্তির সাক্ষী থাকা আর একটু হলেই ফসকে যাচ্ছিল বিউয়ের বাবা-মায়ের। সৌজন্যে ওয়েবস্টার পরিবারের পোষ্য দুই কুকুর। সমস্যা সমাধানে বিউয়ের মায়ের বন্ধু সামাজিক মাধ্যমে ডগসিটার চেয়ে পোস্ট করেন। সেই কথা জানিয়ে বিউ বলেছেন, 'মা-বাবাকে অল্প সময়ের নোটিশে এখানে আসতে হয়। ওঁদের কাছে আমার পোষ্যকে রেখে এসেছিলাম। তাই বাড়ি ফাঁকা থাকলে পোষ্য দুইজনের কে দেখাশোনা করবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান বাবা-মা। সেই সময় আমার মায়ের বন্ধু ডগসিটার চেয়ে পোস্ট করেন। মনে হয় সাংবাদিকরাই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এই পোস্ট ভাইরাল করে দেয়। আমি দুইদিন আগেই পোস্ট দেখেছি।'

ওয়েবস্টার পরিবারের সেই বন্ধু লিখেছিলেন, 'আমার বন্ধুর ছেলে অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ পেয়েছে। ওদের তাড়াতাড়ি সিডনি যেতে হবে। কেউ কি আছেন যে ৪-৫ দিন বাড়ির দেখাশোনা করতে পারবেন? বাড়িতে দুটো পোষ্য আছে। আমার বন্ধুর বাড়ি নেলসনে।'

দ্বিশতরান রিকেলটনের

কেপটাউন, ৪ জানুয়ারি : টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মধ্যে শুক্রবার আক্রমণাত্মক শতরানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভরসা দেন রিয়ান রিকেলটন। শনিবার টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় তিন অঙ্কের রানটাই ২৫৯-এ পৌঁছে তিনি পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে দিলেন। প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬১৫ রানে। শতরান করেছেন টেম্বা বাভুমা (১০৬) ও কাইল ভেরিয়েন (১০০)। এদিকে, গতকাল ফিল্ডিং করার সময় পা মচকে গিয়েছিল পাক ওপেনার সাইম আয়ুবের। শনিবার এক্স রে ও মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর জানা যায় তিনি ছয় সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নামেন বাবর আজম। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৬৪ রান তুলেছে। ক্রিজে বাবর (৩১) ও মহম্মদ রিজওয়ান (৯)। কাগিসো রাবাদা নেন জোড়া উইকেট। মার্কো জানসেন প্রথম ওভারেই বিশাল নো বল করেন। যা অনেককেই ২০১০ সালে ইংল্যান্ড টেস্টে পাকিস্তানের মহম্মদ আমিরের করা নো বলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

দ্বিশতরানের পর রিয়াল রিকেলটন।

ঘোষণা অধিনায়ক রোহিতের

‘অবসর নিইনি, শুধু এই টেস্ট খেলছি না’

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : জল্পনায় জল। বিতর্কের অবসান। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে স্বস্তি!

রোহিত শর্মা আপাতত অবসর নিচ্ছেন না। তিনি কোথাও যাচ্ছেন না। দলের সঙ্গেই থাকছেন। শুধু সিডনিতে চলতি টেস্টে তিনি খেলছেন না। নিজের ব্যাটে রান নেই বলে দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হিটম্যান। তিনি নিজেই আজ সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে খুলে দিয়েছেন মনের জানলা। জল্পনা ও বিতর্কের অবসান করে দিয়ে রোহিত আজ বলেছেন, ‘আমি অবসর নিইনি। দলের সঙ্গেই থাকছি। কোথাও যাচ্ছি না। রান করতে পারছিলাম না বলেই দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে শুধু সিডনি টেস্টটা খেলছি না।’

অতীতে কোনও ভারত অধিনায়ক এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আগামীদিনেও পারবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। নিজের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বাকিদের চেয়ে আলাদা। তিনি আদর্শ টিমম্যানও। রোহিতের কথায়, ‘রান করতে পারছিলাম না। ব্যর্থ হলে সেটা মেনে নিতেই হবে। অধিনায়ক হিসেবে দলের কথাই আগে ভাবি। আমাদের দলের অনেক ব্যাটারই ছন্দে নেই। পরিস্থিতি বিচার করে আমি সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু দলের সঙ্গেই রয়েছি আমি। কোথাও যাচ্ছি না।’ রোহিত এখন দুই সন্তানের পিতা। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বাধিনায়কও। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আগে দলের স্বার্থের কথাই বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন। হিটম্যান তাই বলছেন, ‘ক্রিকেট ব্যক্তিগত খেলা নয়, দলগত খেলা। এমন খেলার মঞ্চে দলের স্বার্থের কথা আগে ভাবতে হবে। আমি টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচ, নির্বাচক সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিডনিতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মানে আমি অবসর নিয়ে নিলাম, এমন নয়।’

সম্প্রতি তাঁর ব্যাটে রান নেই। কিন্তু আগামী তিন বা ছয় মাস পরও রান থাকবে না, এমন নিশ্চয়তাও নেই। বাস্তববাদী রোহিত বাস্তব ভাবনার কথা তুলে ধরে বলেছেন, ‘সব বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। পরিস্থিতি বুঝে অনেক সময় কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হয়। তিন বা ছয় মাস পর কী হবে, আমি বা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে যা মনে হয়েছে, দলের স্বার্থের কারণে সেটাই করেছি। আসলে এসব নিয়ে বেশি ভাবনার কোনও মানে হয় না। দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম খেলার জন্যই তো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।’

চলতি সিডনি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইনাল খেলার বিষয়টি। রোহিত নিজেও সেটা জানেন। তাই মেলবোর্ন থেকে সিডনিতে হাজির হয়ে নববর্ষ পালনের পরই তিনি শেষ টেস্টে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, ‘সিডনিতে পৌঁছানোর পর নববর্ষ কাটিয়ে শেষ টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিডনি টেস্ট খেলছি না বলে পরের টেস্টও খেলব না, এমন নয় একেবারেই। ঠিক যেমন এখন রান পাচ্ছি না বলে তিন মাস পরও পাব না, সেটাও নয়।’

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ফল শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, পারফরমেন্সের কারণে দলের অধিনায়ক প্রথম একাদশের বাইরে থাকছেন, সিডনিতে রোহিত যে নজির গড়লেন, ভারতীয় ক্রিকেটে তা অমরত্ব পেতে চলেছে।

প্রথম একাদশে না থাকলেও জলপানের বিরতিতে মাঠে জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থকে পরামর্শ দিলেন রোহিত শর্মা। শনিবার সিডনিতে।

ঋষভ-ঝড়ে অবাক নন অজি হেডকোচ

কনস্টাস-ইস্যুতে সরগরম দুই শিবির

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : স্বমেজাজে প্রত্যাবর্তন ঋষভ পন্থের।

প্রথম ইনিংসে ৯৮ বলের ৪০ রানের মন্থর ইনিংস অবাক করেছিল অনেককেই। হেডস্যর গৌতম গম্ভীরের বকুনির ফল বলে, অনেকে মজাও করেছিলেন। কারও কারও পরামর্শ ছিল, ঋষভে সহজাত ক্রিকেট খেলতে দিলে লাভবান হবে দল।

শনিবাসরীয় সিডনিতে তারই প্রতিফলন। ২৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি। ৩৩ বলে ৬১-ঋষভের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচে টিকে থাকা ভারতের। অজি হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও পর্যন্ত বলছিলেন, প্রথম ইনিংসে ঋষভের ব্যাটিংই তাঁকে অবাক করেছে, এদিনেরটা নয়।

বলেছেন, ‘প্রথমেই বলে রাখি, আজকের ইনিংসে আমি মোটেই অবাক হইনি। ঋষভ এভাবেই খেলে। বরং প্রথম ইনিংসে ওর ব্যাটিং আমাকে কিছুটা অবাক করেছিল। বোলারদের পালটা চাপে ফেলার দুর্দান্ত দক্ষতা রয়েছে ওর মধ্যে।’

অজি কোচের মতে, ঋষভের জন্য গোটা সিরিজে বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। একটা ব্যর্থ হলে, পরিকল্পনা বদলেছেন। প্যাট কামিন্সের এদিনের ঋষভ শিকারের বলও সেই স্ট্র্যাটেজির ফসল। ঋষভের পাশাপাশি আলোচনাতে সিডনির পিচও।

প্রথমদিন ১১ উইকেট পড়ে। আজ ১৫ উইকেট। ব্যাটিং উইকেটের চিরাচরিত ধ্যানধারণা ঝেড়ে একেবারে ভোলবদল। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীরা অতিরিক্ত ঘাস নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রশংসা অজি কোচের। জানান, কিউরেটার দুর্দান্ত কাজ করেছেন। ম্যাকডোনাল্ডের যুক্তি, অতীতে প্রচুর ড্র ম্যাচ দেখা গিয়েছে সিডনিতে। যে ছবিটা বদলাতে এরকম পিচ প্রয়োজন ছিল।

স্যাম কনস্টাসকে নিয়ে সরগরম সিডনিও। গতকাল লেগে যায় জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে। যা নিয়ে ভারতীয় দলের দিকেই আঙুল তুলছেন ম্যাকডোনাল্ড। শুক্রবার উসমান খোয়াজাকে আউট করে যেভাবে বুমরাহরা কনস্টাসকে ঘিরে সেলিব্রেশন করেছে, তা নাকি দৃষ্টিকটু।

ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, এনিয়ে কোনও জরিমানা, শাস্তির কিছু হয়নি। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, এরকম আচরণ নিয়ে কোনওই সমস্যা নেই। মাঠে আম্পায়ার ছিল। ম্যাচ রেফারি রয়েছে। তারা যদি মনে করে এরকম চলতে পারে, তাহলে বলার কিছু নেই। বিষয়টি আইসিসির ওপর ছাড়ছেন।

ভারতীয় শিবিরের পালটা প্রশ্ন তুলছে কনস্টাসের আচরণ নিয়েই। প্রসিধ কৃষ্ণা যেমন বলেছেন, ‘আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে ও। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে, আমি লড়াই করতে চাই। তাহলে আমরাও ফাঁকা মাঠ দিতে রাজি নই। দলগতভাবেই জবাব দেব।’ ম্যাচে না থাকলেও রোহিত শর্মাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন, উসকানি দিলে পালটা প্রত্যাঘাত হবে। ভারতীয় ক্রিকেটাররাও ছেড়ে দেবে না। এসব না করে, খেলার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত অজি তরুণ ওপেনারের। রিকি পন্টিং আবার মনে করেন, ব্যাট-বলের লড়াইটা হচ্ছিল উসমান খোয়াজা-বুমরাহর মধ্যে। অযাচিতভাবে যার মধ্যে ঢুকে পড়াটা ভুল কনস্টাসের।

এদিকে, অভিষেকে কঠিন পিচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নজর কেড়েছেন বিউ ওয়েবস্টার। ভারতের ১৮৫ স্কোরের কাছাকাছি দলকে পৌঁছে দিতে পারার খুশির সঙ্গে এবার চোখ ভারত-বধে। তবে কৃষ্ণার মতো ওয়েবস্টার নিশ্চিত নন, এই পিচে কত টার্গেট তাড়া করা নিরাপদ। জানান, পেসারদের জন্য পিচে সাহায্য রয়েছে। পাশাপাশি ঋষভের মতো ইনিংসও দেখা গিয়েছে।

স্যাম কনস্টাসকে আউট করে মুখের সামনেই উচ্ছ্বাস মহম্মদ সিরাজের।

হিটম্যানের স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ রায়না

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : ভারতের মিশন অস্ট্রেলিয়ার শেষ ধাপে।

রবিবাসরীয় সিডনিতেই ম্যাচের তৃতীয় দিনেই হয়তো নির্ধারিত হতে চলেছে সিরিজের ভাগ্য। উত্তর মিলবে এক দশক ধরে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের আধিপত্য বজায় থাকবে কিনা।

সিরিজ শেষ ল্যাপে পৌঁছেও মহম্মদ সামির অভাব ঢাকা যায়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল প্রত্যাবর্তনের পর সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। যদিও তা হয়নি। বাড়তি চাপ, বাড়তি বোলিংয়ের ধকল নিতে গিয়ে বাধ সাধছে জসপ্রীত বুমরাহর শরীর।

> দলের প্রতি সততা ও স্বার্থত্যাগের উদাহরণ তৈরি করল রোহিত। ব্যক্তিগত সমস্যাকে সরিয়ে অগ্রাধিকার দিল দলকেই। দলের সাফল্যকে চলতি সিরিজে বারবার প্রাধান্য দিয়েছে ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়ার আগে।
>
> **সুরেশ রায়না**

এদিনও সামিকে নিয়ে একই সুর ব্রেট লি-র। প্রাক্তন অজি স্পিডস্টারের যুক্তি, সামি থাকলে তৃতীয় পেসারের অভাব, যা গোটা সিরিজে ভুগিয়েছে ভারতকে, তা হত না। আকাশ দীপ, হর্ষিত রানারা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

লি বলেছেন, ‘ভারতের তৃতীয় স্পিনারের পারফরমেন্স খুব সাদামাটা। হরসিত রানা ও আকাশ দীপ, দুজনের বোলিং গড় ৫০-র কাছাকাছি। বুমরাহ-সিরাজকে সাহায্য করতে ব্যর্থ। বুমরাহ গোটা সিরিজেই প্রায় অপ্রতিরোধ্য। সিরাজও ভালো বল করেছে। ভালো তৃতীয় পেসার দরকার ছিল। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে যে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে স্কট বোল্যান্ড। ১৫ বোলিং গড়ে ১৫ উইকেট, ওকে খেলা কার্যত দুষ্কর হচ্ছে। দুই দলের মধ্যে মূল ব্যবধান এটাই।’

প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার দীপ দাশগুপ্ত মনে করেন, কুলদীপ যাদবের মতো (অস্ত্রোপচার করে আপাতত রিহ্যাবে) একজনকে দরকার ছিল। অজি টেলএন্ডারদের বিরুদ্ধে কুলদীপের রিস্ট স্পিন বড় অস্ত্র হত। যে অস্ত্রও হাতছাড়া ভারতের।

আগামীকাল বুমরাহ বোলিং করতে না পারলে, বাকিদের পক্ষে সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে কিনা, তা বড় প্রশ্ন। তবে প্রাক্তন দুই অজি ক্রিকেটার কেরি ও’কিফি, ব্রেট লি মনে করেন, উত্তেজক সমাপ্তি হতে চলেছে।

প্রাক্তন অজি স্পিনার ও’কিফি বলেছেন, ‘এখনও বলা মুশকিল এই ম্যাচে কে এগিয়ে, কে এই মুহূর্তে ফেভারিট। অস্ট্রেলিয়ার কথা ভাবা যেতে পারে, কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে রহস্য, ভারতের ১৪৫ রানে এগিয়ে থাকা ফ্যাক্টরগুলি উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। লিড যদি ১৮০ প্লাস হয়ে যায়, ওরা কিন্তু কোমরবেঁধে ঝাঁপাবে।’

সামির অভাব বুঝছে ভারত : লি

লি বলেছেন, ‘নীতীশ কুমার রেড্ডি এদিন দুই উইকেট এমন একটা সময় নিল, যখন হাসপাতালের পথে বুমরাহ। ওদের মূল অস্ত্র বুমরাহকে নিয়ে সংশয় রয়েছে। ওকে না পেলে পরিস্থিতি বদলাবে। তবে অনেকসময় সেরা খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে বাকিদের মধ্যে বাড়তি তাগিদ দেখা যায়। তেমন কিছু সিডনিতে ঘটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।’

ভারতের যে লড়াইয়ে দ্বাদশ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রোহিত শর্মা। এদিনও মাঠের বাইরে থেকে সর্বক্ষণ দলকে উৎসাহ জোগালেন। রোহিতের যে আচরণ, দলের স্বার্থে সরে দাঁড়ানো নিয়ে প্রশংসার সুর সুরেশ রায়নার গলাতেও। প্রাক্তনের মতে, অধিনায়ক হিসেবে বাকিদের সামনে উদাহরণ রাখল রোহিত।

রায়না বলেছেন, ‘দলের প্রতি সততা ও স্বার্থত্যাগের উদাহরণ তৈরি করল রোহিত। ব্যক্তিগত সমস্যাকে সরিয়ে অগ্রাধিকার দিল দলকেই। দলের সাফল্যকে চলতি সিরিজে বারবার প্রাধান্য দিয়েছে ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়ার আগে। যথার্থ অর্থে ক্রিকেটের কিংবদন্তি রোহিত।’

রনজির বাকি দুই ম্যাচে নেই আকাশ

জিতলে বিজয়ের কোয়ার্টারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : পাঁচ ম্যাচে পয়েন্ট ১৮। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দারুণ ছন্দে বাংলা। সঙ্গে গ্রুপ শীর্ষে থাকার আত্মবিশ্বাস।

সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই আগামীকাল হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। যাদের এবারের মতো বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে রীতিমতো সতর্ক বাংলা দল। কারণটা পুরোপুরি ক্রিকেটীয়। রবিবার জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত বাংলা দলের। আর যদি হার মানে তবে খেলতে হবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বাংলা দলকে। ফের যেন তেমন না হয়, তা নিয়ে সতর্ক বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বলছিলেন, ‘ক্রিকেটে জয় একটা অভ্যাস। সেই অভ্যাস ধরে রাখতে হবে আমাদের। কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামছি আমরা।’

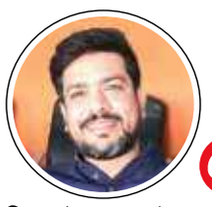

> ক্রিকেটে জয় একটা অভ্যাস। কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামছি আমরা। টানা ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তার মাঝে যতটা সময় বিশ্রামের জন্য পাওয়া যায়, সেটা দিতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

গতকাল বিহার ম্যাচ জয়ের পর আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল বাংলা দলের। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, মহম্মদ সামিরা অনুশীলন করেননি। জনা চারেক ক্রিকেটার হাজির হয়েছিলেন অনুশীলনে। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘টানা ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তার মাঝে যতটা সময় বিশ্রামের জন্য পাওয়া যায়, সেটা দিতে হবে।’ আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না বলে খবর। সামি-মুকেশ কুমারই নতুন বলে শুরু করবেন।

এদিকে, সামি-মুকেশকে পাওয়ার পর বাংলা দল যখন চনমনে হয়ে রয়েছে। তখন বিজয় হাজারে ট্রফির পরই রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বের বাকি থাকা দুই ম্যাচকে কেন্দ্র করে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে। মনে করা হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আকাশ দীপ বাংলা দলে যোগ দেবেন। খেলবেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিরুদ্ধে বাকি থাকা দুই ম্যাচে। বাস্তবে সেটা হচ্ছে না বলেই খবর। পিঠে চোট পেয়েছেন আকাশ। এই চোটের কারণে তিনি সিডনি টেস্টে খেলছেন না। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট বেশ গুরুতর। ভারতীয় দলের চিকিৎসক ও ফিজিও আকাশকে অন্তত এক মাস বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে বাংলার জার্সি গায়ে রনজির বাকি দুই ম্যাচে আকাশের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বিজয় হাজারে ট্রফি

বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ

সময় : সকাল ৯টা
স্থান : রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, উপ্পল

ডিফেন্ডারদের পারফরমেন্সে খুশি চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : নববর্ষে ভোল বদল মহমেডানের। যে দল এতদিন ম্যাচের শুরুটা ভালো করে শেষদিকে খেই হারিয়ে ফেলত, তারাই বছরের প্রথম ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট চোখে চোখ রেখে লড়াই করে গিয়েছে। কাশিমভ, আদিঙ্গার মতো ফুটবলারকে ছাড়াই নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট পাওয়াটা যথেষ্ট কৃতিত্বের।

মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেছেন, ‘শুক্রবার আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। নর্থইস্ট অনেক গতিময় ফুটবল খেলে। দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি। কারণ আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে পয়েন্ট পাওয়াটা বড় ব্যাপার।’

এখনও পর্যন্ত আইএসএলে সবচেয়ে বেশি গোল (২৯টি) করা দুটি দল হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও নর্থইস্ট। তাছাড়া এই মুহূর্তে আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা নর্থইস্টের আলাদিন আজারেই। কিন্তু শুক্রবার সেই আলাদিনকে পুরো ম্যাচেই আটকে রেখেছিলেন মহমেডান ডিফেন্ডাররা। আসলে প্রাক্তন ভারতীয় ডিফেন্ডার মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু সহকারী কোচ হওয়ার পর ধীরে ধীরে উন্নতি করছে সাদা-কালো রক্ষণ।

এমনিতেই চোট-আঘাতে জর্জরিত সাদা-কালো শিবির। জানুয়ারিতে দলে বেশ কিছু বদল চাইছেন কোচ চেরনিশভ। তিনি ইতিমধ্যে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সাদা-কালো কোচ বলেন, ‘দলে সিজার মানঝোকি, জোসেফ আদজেইয়ের চোট রয়েছে। সদ্য চোট সারিয়ে ফিরেছে গৌরব বোরা। ওডিশা ম্যাচে কালোসি ফ্রাঙ্কারও চোট লেগেছিল। আমি দলে কিছু অভিজ্ঞ ফুটবলারকে চাইছি। কোন পজিশনে খেলোয়াড় দরকার তার একটি তালিকা ম্যানেজমেন্টকে দিয়েছি। ওরা এই বিষয়ে কাজ করছে।’

মুম্বই ম্যাচে অনিশ্চিত সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের আগে চিন্তার ভাঁজ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কপালে। চোটের কারণে অনিশ্চিত দলের তারকা মিডিও সৌভিক চক্রবর্তী। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না তিনি। সাইডলাইনে রিহ্যাব করে গেলেন। তবে পুরো সময় অনুশীলনে ছিলেন না তিনি। আধঘণ্টা রিহ্যাব করেই বেরিয়ে চলে গেলেন। সৌভিক না থাকায় হয়তো আনোয়ার আলিকেই মাঝমাঠে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার। এদিন অবশ্য দলের সঙ্গে বল পায়ে চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন তিনি। আরেক ডিফেন্ডার লালচুংনুঙ্গাও তাই করেছেন। অনুশীলন শেষে আনোয়ার বলে গেলেন, ‘এখন আমি ফিট রয়েছি। কোনও অসুবিধা নেই।’ শনিবার প্রথমে ফিজিক্যাল ট্রেনিং করান অস্কার। তারপর সিচুয়েশন প্রাকটিস করান তিনি। এদিন অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন ডিফেন্ডার মহম্মদ রাকিপ। তিনি এখনও ম্যাচ ফিট হয়ে উঠেননি। আরেক ডিফেন্ডার মার্ক জোথানপুইয়াও এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। তিনিও রিহ্যাব করেছেন পুরো সময়টাই। মুম্বই ম্যাচে মাত্র চার বিদেশিকে পাচ্ছেন কোচ ব্রুজো। স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি। ফলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে কাজটা বেশ কঠিন হতে চলেছে অস্কারের পক্ষে।

ডার্বির আগে চোট সারানো লক্ষ্য মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : ডার্বি নিয়ে এদিনও সরকারিভাবে লিগের তরফে কোনও তথ্য নেই।

তবে শুরুতে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে না খেলার কথা বললেও শেষপর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এখন সেখানেই ডার্বি আয়োজনের ব্যাপারে নিমরাজি। তবে সদ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলা দলকে নিয়ে রাজ্য সরকারের নানা অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনা শেষ হওয়ার দিকেও সাগ্রহে তারা তাকিয়ে। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট এখনও মরিয়া চেষ্টা করে চলেছেন, যে কোনওভাবেই হোক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচটা করার। তবে এখনও নবান্ন বা ক্রীড়া দপ্তর থেকে এই বিষয়ে কোনও সবুজ সংকেত আসার লক্ষণ দেখা যায়নি। দর্শক সংখ্যা প্রায় অর্ধেক করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। তবে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অনড়। পুলিশ প্রশাসনও এই গঙ্গাসাগরমেলার মধ্যে বাড়তি কোনও দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের ঝামেলা বাড়াতে নারাজ। উপায়ান্তর না দেখলে শেষপর্যন্ত বাইরেই খেলতে হতে পারে মোহনবাগানকে।

এসব ঝামেলা নিয়ে না ভেবে অবশ্য দলকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন হেড কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এই মুহূর্তে তাঁর দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও আশিক কুরুনিয়ান ছাড়া বাকি সব ফুটবলারই ফিট। হাতে দিন ছয়-সাত আছে। এই সময়টা যে কাজে লাগবে একথা জানিয়ে মোলিনার মন্তব্য, ‘এই ফাঁকা সময়টাতে আমাদের চোট পাওয়া ফুটবলাররা আশা করি ফিট হয়ে যাবে। ইস্টবেঙ্গলেরও বেশকিছু ফুটবলারের চোট আছে। প্রত্যেককে ওই ম্যাচের আগে সুস্থ করে তুলতে হবে। আশা করি ডার্বিতে সকলকেই পাব। সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।’ কলকাতায় খেলা না হলে যে সমর্থকদের চিৎকার ও দলের জন্য গলা ফাটানোর অভাব অনুভব করবেন একথা স্বীকার করে বলেছেন, ‘ডার্বির ওই পরিবেশই আলাদা। শুধু তো আমাদের নয়, ইস্টবেঙ্গলেরও সমর্থকরা আসেন। ওরকম একটা পরিবেশে খেলার মজাই আলাদা। অবশ্যই বাইরে হলে সমর্থকদের অভাব অনুভব করব। আশা করব, ওরা বাইরেও খেলা দেখতে যাবেন আর আমরা জিতে ওদের খুশি করতে পারব।’

তাঁর নিজের কোনও পছন্দের মাঠ নেই। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ‘যে বিষয়টা আমার হাতের বাইরে সেটা নিয়ে ভাবতে যাব কেন? যেখানে খেলতে বলবে ম্যানেজমেন্ট আমার ছেলেরা সেখানেই খেলবে।’ তিনি বরং দলের পারফরমেন্স নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘এই মাঝের সময়টা কাজে লাগিয়ে সব বিভাগে উন্নতি করতে হবে। আমরা ভালো দল ঠিকই। কিন্তু নিখুঁত নই। এখনও সব জায়গাতেই উন্নতির অবকাশ আছে। সেরা দল হয়ে উঠতে গেলে সবদিক থেকে প্রতিমুহূর্তে উন্নতি করে যেতে হবে।’ তাঁর দল শেষপর্যন্ত আরও উন্নতি করে ডার্বি জিততে পারে কিনা, ডার্বিরই বা ভবিষ্যৎ কী, সেদিকেই এখন তাকিয়ে এদেশের ফুটবল মহল।

> ডার্বির ওই পরিবেশই আলাদা। শুধু তো আমাদের নয়, ইস্টবেঙ্গলেরও সমর্থকরা আসেন। ওরকম একটা পরিবেশে খেলার মজাই আলাদা। অবশ্যই বাইরে হলে সমর্থকদের অভাব অনুভব করব। আশা করব, তাঁরা বাইরেও খেলা দেখতে যাবেন আর আমরা জিতে তাঁদের খুশি করতে পারব।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

আল নাসেরকে আরও খেতাব জেতাতে চান রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৪ জানুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যে দুই বছর হয়ে গেল পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। আগামী মাসেই ৪০-এ পা রাখছেন পর্তুগাল অধিনায়ক। আল নাসেরের সঙ্গে রোনাল্ডোর চুক্তি শেষ হতে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্লাবের সঙ্গে নতুন কোনও চুক্তি করেননি তিনি। ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে।

যদিও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কিছু না বললেও রোনাল্ডো জানিয়েছেন, নাসেরকে আরও খেতাব জেতাতে চান তিনি। পর্তুগিজ মহাতারকা বলেছেন, ‘সৌদিতে আমি এবং আমার পরিবার খুব ভালো রয়েছি। এখানে দারুণ জীবনযাপন করছি। সৌদিতে প্রথম বছর খেতাব জেতার মুহূর্তটা অসাধারণ ছিল। তবে আমি চাই দলকে আরও ট্রফি জেতাতে। আশা করছি এই বছরটা আল নাসেরের জন্য ভালো যাবে।’

ইউরোপে থাকার সময় পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিলেন রোনাল্ডো। এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে পাখির চোখ করেছেন তিনি। পর্তুগাল অধিনায়ক বলেছেন, ‘এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এমন একটা ট্রফি যেটা আমি জিততে চাই।’

সৌদি প্রো লিগের আরও উন্নতি চান ফুটবল ইতিহাসের সর্বাধিক গোলদাতা। রোনাল্ডো বলেছেন, ‘আমার এটা ভেবেই ভালো লাগছে যে সৌদি লিগ আরও উন্নতি করছে। অনেক তারকা খেলোয়াড় এখানে খেলতে আসছে। আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে অন্যান্য দেশের লিগের সঙ্গে সৌদি লিগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শুধু দলগুলি নয়, এখানকার অ্যাকাডেমিগুলিরও উন্নতি করবে। তারজন্য আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব।’

আজ নামছে তিন প্রধান

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : রবিবার এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে খেলতে নামছে কলকাতার তিন প্রধান। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট প্রথম ম্যাচে খেলবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হবে অ্যাডামাস ইউনাভার্সিটির। অন্যদিকে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি খেলবে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিপক্ষে।

অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগ

চেনা মেজাজে ম্যান সিটি ■ জোড়া গোল হাল্যান্ডের

শেষ মরশুম স্মরণীয় করতে চাই : সালাহ

লিভারপুল, ৪ জানুয়ারি : অ্যানফিল্ডে রবিবাসরীয় লড়াইয়ে একদিকে আর্নে স্লটের লিভারপুল, যারা চলতি মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে মাত্র এক ম্যাচ হেরেছে। অন্যদিকে, রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, যারা শেষ তিন ম্যাচে হেরেছে একটিও গোল না করে। এমন অবস্থায় মহম্মদ সালাহ ঘোষণা করে দিলেন মরশুম শেষে তিনি ক্লাব ছাড়তে চলেছেন। এক সাক্ষাৎকারে সালাহর মন্তব্য, 'লিভারপুলে এটাই আমার শেষ মরশুম। তাই প্রিমিয়ার লিগ জিতে সেটা স্মরণীয় করতে চাই।'

আগামী জুনে চুক্তি শেষ হতে চলেছে লিভারপুলের তিন তারকা সালাহ, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড ও অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের। বেশ কিছু স্প্যানিশ মিডিয়ার খবর অনুযায়ী আর্নল্ডকে পেতে ঝাঁপাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর্নল্ড মুখ না খুললেও সালাহ স্বীকার করেছেন, 'নতুন চুক্তির বিষয়ে কোনও কথা এগোয়নি।' একইসঙ্গে মিশরীয় তারকা আরও যোগ করেছেন, 'শেষ লিগ জয়ী দলের অনেকেই এখনও ক্লাবে আছে। আমি, অ্যান্ড্রু রবার্টসন, আর্নল্ড, ভ্যান ডায়েক, অ্যালিসন বেকার।

চেনা মেজাজে ফিরে উচ্ছ্বাস আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। ম্যাঞ্চেস্টারে শনিবার।

আমাদের সবার ক্লাব ছাড়ার আগে আরেকবার লিগ জেতা উচিত। এবং সেটাই আমার লক্ষ্য।'

নতুন বছরের শুরুটা জয় দিয়ে করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৪-১ গোলে তারা হারিয়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে। ভ্লাদিমির কৌফলের আত্মঘাতী গোলে তারা ১০ মিনিটে এগিয়ে যায়। ৪২ ও ৫৫ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড জোড়া গোল করেন। ৫৮ মিনিটে ৪-০ করেন ফিল ফোডেন। ৭১ মিনিটে ওয়েস্ট হ্যামের হয়ে নিকলাস ফুলক্রুগ একটি গোল ফেরান। ২০ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে সিটি আছে ৬ নম্বরে। কোল পামারের গোলে এগিয়ে গিয়েও চেলসি ১-১ ড্র করেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে।

ঘরের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগে টটেনহাম হটস্পার ১-২ গোলে হেরেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। ৪ মিনিটে ডমিনিক সোলাঙ্কে এগিয়ে দেন টটেনহামকে। নিউক্যাসলের অ্যান্থনি গর্ডন ২ মিনিটের মধ্যেই সেই গোল শোধ করেন। ৩৮ মিনিটে আলেকজান্ডার ইসাকের গোলে জয় নিশ্চিত করে নিউক্যাসল। জিতে তারা ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে ৫ নম্বরে উঠল।

শেষমুহূর্তে জয় রিয়ালের

রেকর্ড মডরিচের, লাল কার্ড ভিনিসিয়াসের

মাদ্রিদ, ৪ জানুয়ারি : নাটকীয় জয় দিয়ে নতুন বছর শুরু করল রিয়াল মাদ্রিদ। ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে লা লিগার ম্যাচে তারা ২-১ গোলে হারাল ভ্যালেন্সিয়াকে। সেইসঙ্গে ১৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষেও উঠে এল কার্লো আন্সেলোত্তির দল।

ম্যাচের শুরুতেই ২৭ মিনিটে হুগো ডুরোর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল।

> প্রথমার্ধে আমরা খেলতেই পারিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াই। বিশেষ করে দশজন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দুর্দান্ত খেলেছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।
>
> **কার্লো আন্সেলোত্তি**

৮৫ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান ক্রোট মিডিও লুকা মডরিচ। এদিন নয়া নজিরও গড়ে ফেলেন তিনি। হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসকে টপকে মডরিচ (৩৯ বছর ১১৬ দিন বয়স) এখন রিয়ালের ইতিহাসে বয়স্কতম গোলদাতা।

তবে মডরিচ গোল করার আগে একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিল রিয়াল। ৭৯ মিনিটে ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক স্টোলে দিমিত্রিয়েভস্কিকে আঘাত করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখান। ফলে দশজনে হয়ে যায় রিয়াল। একটা সময় ম্যাচ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছিল কিলিয়ান এমবাপেদের সামনে। কিন্তু পরিবর্তরূপে মাঠে নামা মডরিচের গোলে অক্সিজেন পায় রিয়াল। সংযোজিত সময়ে গোল করে দলকে জয় এনে দেন ইংলিশ মিডিও জুডে বেলিংহাম। অবশ্য তার আগে একটি পেনাল্টি মিস করেছিলেন তিনি।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'প্রথমার্ধে আমরা খেলতেই পারিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াই। বিশেষ করে দশজন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দুর্দান্ত খেলেছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।' ভিনির লাল কার্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় ভিনি ও ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক দিমিত্রিয়েভস্কি উভয়কে হলুদ কার্ড দেখানো উচিত ছিল। কারণ ভিনি আঘাত করার আগে দিমিত্রি ওকে আঘাত করে। আমরা ভিনির লাল কার্ডের বিরুদ্ধে আপিল করব।'

রিয়াল মাদ্রিদকে জয় এনে দেওয়া জুডে বেলিংহামকে নিয়ে উল্লাস কিলিয়ান এমবাপের।

ক্লাবগুলিতে সন্তোষ ট্রফি পাঠাবে আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : 'ট্রফি টুর' কলকাতার ময়দানে। সন্তোষ ট্রফি পাঠানো হবে ক্লাবগুলিতে। তবে সেইসব ক্লাবেই ট্রফি যাবে যারা সন্তোষে খেলার জন্য ফুটবলার ছেড়েছিল। এদিনই আইএফএ-র তরফে চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলিকে এই খবর দেওয়া হয়। সন্তোষ ট্রফিতে খেলার জন্য বড় দলগুলির মধ্যে একমাত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোনও ফুটবলার ছাড়েনি। তাই মোহনবাগান তাঁবুতে ওই ট্রফি যাচ্ছে না পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে। ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভবানীপুর এফসি, ডায়মন্ড হারবার এফসি, ইউনাইটেড স্পোর্টসের মতো ক্লাবগুলি এই চিঠি পেয়ে গিয়েছে। এদিকে, এদিন চেতলা অগ্রণী সংঘ সংবর্ধনা দিল বাংলা দলকে। প্রথমে রাসবিহারী মোড় থেকে দুর্গাপুর ব্রিজ ঘুরে চেতলা অগ্রণীতে হুডখোলা গাড়ি ঘোড়ার গাড়িতে শোভাযাত্রা করে গোটা দলকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন ফুটবলারদের হাতে। কোচ সঞ্জয় সেন নিজেই এই ক্লাবের সদস্য। তাঁর সাফল্যে গর্বিত ক্লাবের তরফে ছিল সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তও।

উত্তরের খেলা

৩ উইকেট মুয়েশের

বড়দিঘি, ৪ জানুয়ারি : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার রহমান স্টোর ৪ উইকেটে ওভারে মুস্তফা সুপারকে হারিয়েছে। প্রথমে মুস্তফা ১২ ওভারে ১০৫ রান তোলে। মুস্তফা হোসেন ২৩ রান করেন। মুয়েশ আলি ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রহমান ৮ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মুয়েস আলম ২৪ রান করেন।

অন্য ম্যাচে সিরাজ ইলেভেন ৬ উইকেটে এলি একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে সিরাজ ১২ ওভারে ১০৩ রান তোলে। সাবির আলি ৫৫ রান করেন। মহম্মদ গোলাপ ২২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে সিরাজ ৪ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়।

সুপার ডিভিশন শুরু ১০ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট ১০ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শুরু হবে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, ১০ দলীয় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে এনআরআই মুখোমুখি হবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের।

মাদ্রাসা অ্যাথলেটিক্স

জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : জেলার ৮টি হাই মাদ্রাসার অ্যাথলেটিক্স মিট জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে শনিবার অনুষ্ঠিত হল। বালক এবং বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভাণ্ডারীগজ সরুবাড়ি হাই মাদ্রাসা। তাদের প্রাপ্ত পয়েন্ট ১৬৭। রানার্স হয়েছে শুখানী ভোলাপাড়া হাই মাদ্রাসা। তাদের পয়েন্ট ১৫১। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। অতিথি হিসাবে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে।

রাজ্য ফুটবলে জোড়া জয় আলিপুরদুয়ারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার মহিলাদের রাজ্য ফুটবলে জোড়া জয় পেল কোচবিহার। ৫-০ গোলে তারা উড়িয়ে দিয়েছে বীরভূমকে। নন্দিনী রায় হ্যাটট্রিক করেন। বাকি দুই গোল মাম্পি বর্মন ও বিশাখা বর্মনের। কোচবিহার ২-০ গোলে হারিয়েছে মুর্শিদাবাদকে। গোল নন্দিনী ও মিনতি রায়ের। আলিপুরদুয়ার ২-১ গোলে উত্তর ২৪ পরগনাকে হারিয়েছে। কবিতা ও আরতি ওরাওঁ গোল পেয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনার গোলটি অপর্ণা পালের। আলিপুরদুয়ার ৪-০ গোলে জিতেছে মালদার বিরুদ্ধে। জ্যোতি ওরাওঁ গোল করেন। অন্য দুই গোলস্কোরার নিকিতা কুজুর ও উমা টোপ্পো। কালিম্পং ২-১ ব্যবধানে জয় পায় নদিয়ার বিরুদ্ধে। মারিয়া সিং ও সুজাতা টোপ্পো গোল করেন। নদিয়ার গোলস্কোরার কাজল। নদিয়া ১-৩ গোলে হেরেছে হাওড়ার কাছে। হুগলিকে ৩-০ গোলে উত্তর দিনাজপুর হারিয়েছে। ফতেমা খাতুন, দিয়া বিশ্বাস ও চন্দনা সিংহ গোল করেন। মালদা ১-৮ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার কাছে। অন্বেষা হালদার হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল রয়েছে সন্ধ্যা মাইতি ও মধুমিতা মাইতির। তাদের অন্য গোলস্কোরার অপর্ণা দে। মালদার গোলটি নমি মাহাতোর।

আলোর অভাবে শনিবার লিগ পর্যায়ের দুইটি ম্যাচ হয়নি। রবিবার সেটা হওয়ার পরই সেমিফাইনাল-ফাইনাল হবে।

৫ উইকেট মোহিতের

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে ভূপতি মণ্ডল। চাঁদমণি মাঠে শনিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ ২ উইকেটে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে ওয়াইএমএ ২১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২২ রান তোলে। অভিষেক আনন্দ ৩৬ ও মোহিত পারেখ ৩০ রান করেন। রোহিত চক্রবর্তী ১৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রামকৃষ্ণ ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। সম্রাট দে ২৭ ও প্রশান্ত মাহাতো ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা মোহিত ২১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

অন্য ম্যাচে বান্ধব সংঘ ৮ উইকেটে বিবেকানন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে বিবেকানন্দ ২২.৩ ওভারে ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। তনয় গুহ ২২ রান করেন। রাকেশ মল্লিক ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনিকেত বাল্মীকি (২১/২)। জবাবে বান্ধব ১৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১১০ রান তুলে নেয়। জয়কৃষ্ণ পাল ও ম্যাচের সেরা ভূপতি মণ্ডল ৩৯ রান করেন।

সুপার সিক্সে উঠেছে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব, তরুণ তীর্থ, শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ, নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব।

জয়ী এইচবি, ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার অলিভিয়া ই. ইংলিশ স্কুল ৫ উইকেটে হারিয়েছে হোলি ক্রস স্কুলকে। ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা অলিভিয়ার মহম্মদ জিশান আহমেদ।

পরে বেলাকোবা হাইস্কুল ৭৭ রানে জিতেছে ডিএভি স্কুলের বিরুদ্ধে। ডিপিএস ফুলবাড়ির মাঠে বেলাকোবার আমানত আলি

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেট

আহমেদ ৬৭ বলে অপরাজিত ১৭২ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছে।

তৃতীয় খেলায় এইচবি বিদ্যাপীঠ ২ উইকেটে জার্মেলস অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে দেয়। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মাঠে ১২ রানে ৩ উইকেট তুলে ম্যাচের সেরা এইচবি-র মহম্মদ ইরফান।

দিনের শেষ খেলায় ডিপিএস শিলিগুড়ির 'বি' দল ৪০ রানে লাইম লাইট হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট মাঠে প্রিয়ানুজ তুষার দেব ৩১ রান ও ১৫/২ বোলিং পরিসংখ্যান নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা বিপুল ওঝা - কে 09.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 71424 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "হাসিখুশি থাকা যে কোনও সাধারণ মানুষের জীবনে খুবই অত্যাবশ্যকীয়। এটার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। স্বল্প পরিমাণ ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে যা আমাদের কোটিপতি বানিয়েছে। এটি আমার জীবনে ঘটেছে এবং আমি বর্তমানে খুবই আনন্দিত আছি। আমার সমস্ত ধন্যবাদ ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে গুরফান। শনিবার মিলন মোড় গোল্ড কাপে।

সেমিফাইনালে মিলন সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল কলকাতার মিলন সমিতি। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার্র ফাইনালে তারা ১-০ গোলে আমুক্ত পরিবারকে হারিয়েছে। মিলন মোড় মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা গুরফান। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার্র ফাইনালে খেলবে নবাঙ্কুর সংঘ ও নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ ব্রিগেড।

দাত্তু ফাদকার শুরু ৮ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : দাত্তু ফাদকার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃস্কুল ক্রিকেট ৮ জানুয়ারি শুরু হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'চাঁদমণি মাঠে ১০টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে জানিয়েছে।'